অপ্রধান ভাববাদীগণ ঃ
হোশেয় থেকে মালাখি পর্যন্ত

ঈশ্বরের অন্তিম সমাধান

হোশেয় থেকে মালাখি পর্যন্ত
ঈশ্বরের অন্তিম সমাধান

পাঠ্য পুস্তিকা ৯

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

অপ্রধান ভাববাদীগণ ঃ অতিরিক্ত পরিদর্শন

এখন আমরা শেষ বারোজন ভাববাদী সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করতে চাইছি, কোন কোন সময় যাঁরা অপ্রধান ভাববাদীরূপে বিবেচিত হন। এই উপাধির সহজ মানে হলো আজ অবধি আমাদের পরীক্ষিত ভাববাণীমূলক বইগুলোর চেয়ে তাঁদের বইগুলো সংক্ষিপ্ততর। যেহেতু শেষ বারো জন ভাববাদী পরবর্তী কালে ইব্রীয় ইতিহাসে লিখলেন, তাই কোন কোন সময় তাঁরা পরবর্তী ভাববাদীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। প্রাচীন লিপিকরেরা "বারো" নামে একক উপাধিতে এই পরবর্তী ভাববাদিদের বেঁধে রাখলেন, কারণ তাঁদেরকে উচ্চমূল্যে মূল্যায়িত করা হলো, এবং তাঁদের একজনকেও তাঁরা হারাতে চাইলেন না।

পুরাতন নিয়মের বারোটি ঐতিহাসিক পুস্তক ঐতিহাসিক মূলক প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে, যেখানে পুস্তক গুলির রচয়ক জীবিত ছিলেন ও প্রচার করলেন। আপনার ঐতিহাসিক সমতা বজায় রাখতে আপনি একটি নকশা তৈরী করুন, যা অপনাকে দেখাবে আপনার পঠিত ইব্রীয় ইতিহাস থেকে আপনি কোথায় ভাববাদিদের স্থান দেবেন, পুরাতন নিয়মের ইতিহাস পুস্তক গুলি আমাদের নিরীক্ষণ করার সময়। যেহেতু এটি কেতাবী বিষয় নয়, কিন্তু বাইবেল-সম্বন্ধীয় ভক্তিমূলক এক অধ্যয়ন, সুতরাং ইব্রীয় ইতিহাসের সাতটি তথ্য আপনার মনে ধরিয়ে দিতে চাই, যেগুলি ক্রমান্বয়ে আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, যখন এই ভাববাদিদের বিষয়ে আপনি পড়েন ঃ

১। রাজ্য
২। বিভক্ত রাজ্য
৩। অশূরীয়দের উত্তরাঞ্চল রাজ্য জয়
৪। উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিলোপ সাধন
৫। দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য বাবিলে বন্দী
৬। পার্সীয়দের বাবিল জয়
৭। বাবিলীয় বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তন

প্রথম অধ্যায়

হোশেয়ের ভাববাণী

আমরা অনেকে জানি যে ঈশ্বর প্রেম, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে আপনি কয়টি বই দেখেছেন বা পড়েছেন? হোশেয় পুস্তকটি ঈশ্বরের প্রেম-সম্বন্ধীয় ঈশ্বরীয় পবিত্র গ্রন্থাগারের অনুপ্রাণিত এক পুস্তক। দশটি উপজাতির উদ্দেশে ঈশ্বরীয় প্রেমের ভাববাদী হওয়ার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক হোশেয় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, যা উত্তরাঞ্চল রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, এবং যাকে সহজ ভাবে বলা হলো "ইস্রায়েল"। তাদের কাছে তিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করলেন, যখন তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল ও মূর্তিপূজা করেছিল।

হোশেয় ভাববাদির কাছ থেকে আমরা প্রথমে যে সত্য শিখি, তা হলো যখন ঈশ্বর তাঁর পক্ষে এক মহৎ কর্ম করতে আমাদের আহ্বান দেন, আমাদের জীবনের রকমারি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই কর্ম সম্পাদনার্থে তিনি প্রায়শই আমাদের প্রস্তুতি দেন। আমাদের প্রস্তুত করতে ঈশ্বর প্রত্যেকটা দিন কাজে লাগান, যেন আমরা প্রতিদিন যথাযোগ্য জীবন যাপন করি ও তাঁর সেবাকাজ করি।

অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক রূপক

অবিশ্বস্ত লোকেদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করার জন্য ঈশ্বর হোশেয়কে প্রস্তুত করলেন, কেননা "গোমর" নামে এক বেশ্যাকে হোশেয় বিবাহ করলেন (১:২, ৩)। হোশেয় তাকে ভালবাসলেন, এবং তাঁর সন্তানদের জননী বানালেন, মনে হলো, সারা দেশের মধ্যে গোমর সৌন্দর্যময়ী মহিলা ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর পরে যখন গোমর তার প্রেমিকদের কাছে ফিরে এলো, ঈশ্বরের পরিচালনায় হোশেয় পুনরায় তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন ও তার প্রতি প্রেম বজায় রাখলেন (৩:১)। হোশেয়কে প্রস্তুতি দিতে ঈশ্বর অনায়াসে এই সকল ঘটনা ঘটতে দিলেন, যেন তিনি ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেম এবং স্বীকৃতি ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন।

যদিও ইস্রায়েলের এই আচরণ প্রাপ্য ছিল না, তবুও ঈশ্বরের প্রজা হওয়ার জন্য ঈশ্বর তাদের মনোনীত করলেন, যেমন হোশেয় অত্যধিক আগ্রহে গোমরকে তাঁর স্ত্রী রূপে মেনে নিলেন, যদিও গোমর এক বেশ্যা ছিল। রূপক এক কাহিনী, যার মধ্যে থাকে কিছু মানুষ, স্থান এবং গভীরতর অর্থযুক্ত কয়েকটি বিষয়, যেগুলো নৈতিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের নির্দেশ দেয়। হোশেয়ের বিবাহ ইস্রায়েলের পক্ষে ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমের অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক এক রূপক ছিল।

হোশেয়ের প্রচার

মূর্তিপূজা ছিল উত্তরাঞ্চল রাজ্যে বাসকারী মানুষ জনদের অবিরাম ও সংক্রামক পাপ, যখন হোশেয় সেখানে তাঁর বলিষ্ঠ ও প্রাসঙ্গিক উপদেশ প্রচার করলেন। তারা তাদের মূর্তিপূজার সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতিতে সংযুক্ত ছিল। প্রচার করার সময় হোশেয় ছিলেন স্পষ্টভাষী ও সহজ বক্তা।

এখানে তাঁর প্রচারের কিছু ভাষান্তরিত উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে, যা থেকে আপনি তাঁর প্রচারের আদব-কায়দা জানতে পারবেন ঃ "ইস্রায়েল লোকেরা মদ্যপান করার পর বেশ্যাগামী হলো। শ্রদ্ধা লাভ করা অপেক্ষা তাদের লজ্জাজনক প্রেম মহত্তর..... মদ্য, স্ত্রীলোক ও গানের মূর্ছনা আমার লোকেদের মস্তিষ্ক হরণ করেছে। কেননা তাদের করণীয় ব্যক্ত করতে তারা কাষ্ঠখণ্ড চায়..... তারা বক্র ধনুকের মত, যা কখনও লক্ষ্যভেদ করে না। তারা বাতাস রোপণ করেছে, এবং ঘূর্ণবায়ু চয়ন করবে। ইস্রায়েল বিনষ্ট হয়েছে ; ভগ্ন পাত্রের মত সে জাতিগণের মাঝে শায়িত রয়েছে। ইস্রায়েলের মহিমা পক্ষীর ন্যায় উড্ডীয়মান।"

যেহেতু ওরা এক সত্য ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা ছিল, তাই অন্যান্য দেবতার প্রতি ওদের আসক্তিকে হোশেয় ঈশ্বরের বিপক্ষে "আধ্যাত্মিক ব্যভিচার" বিবেচনা করলেন ঃ "আমরা লোকেরা তাদের কাষ্ঠময় প্রতিমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, এবং তাদের গণকদের জাদুদণ্ড তাদের বিভিন্ন তথ্য জানায়; ব্যভিচারী আত্মা তাদের বিপথগামী করেছে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে গিয়ে তারা বেশ্যাগামী হয়েছে।"

তারা সবাই ব্যভিচারী; এক রুটিওয়ালার তন্দুর যেমন ময়দা মাখা ও লেচী থেকে রুটি বানানোর সময় বাদে যেমন সারাক্ষণ জ্বলে, তেমনি এই লোকেরা কামনার তাড়নায় অবিরত অগ্নিশিখাবৎ জ্বলতে থাকে। আমার লোকেরা পরজাতিয়দের সঙ্গে মিশে যায়, তাদের মন্দ পথ বেছে নেয়। সুতরাং অর্ধ সেঁকা পিষ্টকের মত তারা অপদার্থ হয়েছে। হোশেয় এই ভাবে প্রচার করলেন ঃ "যাজকের মত, লোকেদের মত তিনি চিৎকার করলেন, হে যাজক, কারো দিকে তোমার অঙ্গুলি নির্দেশ কোরো না। আমি তোমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি!"

তাদের প্রতিমাপূজার ফলশ্রুতিতে তারা বন্দিদশায় নিপীড়িত হলো। "ইস্রায়েল গ্রাসিত হইল; এখন তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায় জাতিগণের মধ্যে আছে। উহারাত অশূরে গেল" (৮:৮-৯)। অশূরীয় বন্দিদশা উত্তরাঞ্চল রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, কারণ তারা কখনও স্বদেশে ফিরতে ও পুনরায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য হয়ে উঠতে পারলো না। অশূরীয়দের জয় ও বন্দির পরে যারা জীবিত ছিল, সারা বিশ্বের পরজাতিয়দের মধ্যে তারা ছড়িয়ে পড়লো।

ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেম

ইস্রায়েলীয়দের বন্দিদশায় থাকতে হলো; তবুও ঈশ্বর তাদের প্রেম করলেন, এবং নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আধ্যাত্মিকতায় তাদের পুনঃস্থাপিত করলেন। "আমি চিরকালের জন্য তোমাকে বাগ্‌দান করিব; হাঁ, ধার্মিকতায়, ন্যায়বিচারে, দয়াতে ও বহুবিধ অনুকম্পায় তোমাকে বাগ্‌দান করিব। আমি বিশ্বস্ততায় তোমাকে বাগ্‌দান করিব, তাহাতে তুমি সদাপ্রভুকে জানিবে" (২:১৯-২০)। ইস্রায়েলের এই আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কয়েকজন ভাববাদী প্রচার করলেন, যা এখনও সফল হয় নি। এই ভাববাণীর সফলতা দেখতে শেষ সময় অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

হোশেয় বাগ্মিতা সহকারে ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করলেন ঃ আমি তোমাদের আত্মত্যাগ চাইনা, আমি তোমাদের প্রেম চাই। আমি তোমাদের অনেক দান চাইনা, আমি চাই, যেন তোমরা আমার পরিচয় জানতে পারো। ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের অন্তঃকরণের সঠিক বোঝাপড়া দেখতে হোশেয় যিরমিয়ের মত প্রচার করলেন ঃ "তোমরা আপনাদের জন্য ধার্মিকতার বীজ বপন কর..... কেননা সদা প্রভুর অন্বেষণ করিবার সময় আছে, যে পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া তোমাদের উপরে ধার্মিকতা না বর্ষান। অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায় বিচার রক্ষা কর; নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাক" (১০:১২;১২:৬)।

ব্যক্তিগত ও ভক্তিমূলক আবেদন

যদিও ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনের সফলতা দেখার জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতেই হবে, তবুও আমাদের প্রেমিক ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না। আপনার শোনা হোশেয় ভাববাদির সম্প্রচারিত এই সারসংক্ষেপ সমাপ্ত করতে হোশেয় গ্রন্থ থেকে আমার প্রিয় উদ্ধৃতি রাখছিঃ

"চল, আমরা সদা প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাই, কারণ তিনিই বিদীর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সুস্থও করিবেন; তিনি আঘাত করিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বন্ধনও করিবেন। দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন, তৃতীয় দিনে উঠাইবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব। আইস, আমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হই, জ্ঞাত হইবার জন্য অনুধাবন করি; অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত ; আর তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ভূমি সেচনকারী শেষ বর্ষার ন্যায় আসিবেন" (৬:১-৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোয়েলের ভাববাণী

যোয়েল হলেন বারোজন অপ্রধান ভাববাদিদের দ্বিতীয় জন। যোয়েল ভাববাদির বাণী তাঁর ও অন্যান্য অপ্রধান ভাববাদির বক্তৃতায় আলোকপাত করেছে। "সদাপ্রভুর দিন।" যখন তিনি "সদাপ্রভুর দিন" হিসেবে সেই আক্ষরিক পঙ্গপালের উপদ্রবকে একস্তরে রাখলেন, আসন্ন বাবিলীয় বন্দিদশাকে তিনি এই উপদ্রবের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন। প্রধান ভাববাদিদের মত খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ভাববাণীগুলির সঙ্গে বাবিলীয় বন্দিদশা সম্পর্কে তাঁর ভাববাণীগুলিকে তিনি মিশিয়ে দিলেন।

পঞ্চাশত্তমী দিবস সম্বন্ধে যোয়েলের উল্লেখযোগ্য ভাববাণীর সঙ্গে অনেকে পরিচিত। মণ্ডলীর জন্মদিনে যারা হাজির ছিল, তারা জানতে চাইলো "ইহার ভাব কি?" পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর তাঁর বক্তৃতা এই ভাবে শুরু করলেন ঃ "এটি সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হয়েছে" (প্রেরিত ২:১২, ১৬)। যোয়েল প্রচার করলেন, তোমার ও আমার জন্য সদাপ্রভুর দিন আমাদের জীবদ্দশার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল দিনে বিদ্যমান।

পঙ্গপালের উপদ্রব

যোয়েল লিখিত গ্রন্থের সূচনায় পঙ্গপালের প্রচণ্ড উপদ্রবের বর্ণনা রয়েছে, যা দাক্ষিণাঞ্চল রাজ্যে হানা দিয়েছিল। যোয়েল প্রচার করলেন ঃ "শূককীটে যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা পঙ্গপালে খাইয়াছে; পঙ্গপালে যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা পতঙ্গে খাইয়াছে; পতঙ্গে যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা ঘুর্ঘুরিয়াতে খাইয়াছে" (১:৪)। সারা দেশে পঙ্গপাল হানা দিল, শাক্-সবজী ভক্ষণ করলো; এর ফলে ধবংস স্থান ছাড়া আর কিছুই রইল না।

যখন "সদাপ্রভুরদিন" (১:১৫) হিসেবে পঙ্গপালের এই উপদ্রব সম্বন্ধে যোয়েল উল্লেখ করলেন, সদাপ্রভুর দিনকে তিনি বর্তমান ঘটনা বলতে চাইলেন। নির্দিষ্টভাবে যোয়েল কি তাৎপর্য দেখাতে চাইলেন, যখন এই ভাবে তিনি সদাপ্রভুর দিন উল্লেখ করলেন? যখন ভয়ানক মহামারী তাঁর নজরে এলো, এবং সদাপ্রভুর প্রতি সেই মহামারীর উৎস তিনি আরোপ করলেন, তিনি আমাদের বলতে চাইলেন যে আমাদের বিষম বিপদেও তিনি সর্ব প্রধান। বাইবেল-ভিত্তিক গ্রন্থকারদের সামগ্রিক ঐকতানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যোয়েল আমাদের বলেছেন, দুর্গতি ও উন্নতির পেছনে ঈশ্বরের পরাক্রম রয়েছে। যেহেতু

পঙ্গপালের সেই ভয়ানক আক্রমণ বহু জনকে ভাবিত করলো যে ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেছেন, সেই সময়েও যোয়েল ঈশ্বরের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন, যার অর্থ বোঝায়, দুর্ভোগের দিনেও তাদের পক্ষে সদাপ্রভুর দিন বিবেচিত হতে পারে, যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তাঁর বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে আহূত (রোমীয় ৮:২৮)।

বাবিলীয় বন্দিদশা

এক ঝাঁক পঙ্গপাল সেনাবাহিনীর মত কাজ করে, দলের ঐক্য রক্ষা করে ও চলার পথের সমস্ত সম্পদ ধবংস করে। যিহূদার লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, এবং বাবিলীয় সেনাবাহিনীর হানার মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্ষতির অভিজ্ঞতা অর্জন কালে ভাববাণী জানাবার জন্য যিহূদার লোকেদের প্রস্তুতি দিতে এক ঝাঁক পঙ্গপালের সম্পূর্ণ ধবংসকর্ম যোয়েল কাজে লাগালেন। যোয়েল লিখলেন ঃ "তাহারা বীরগণের ন্যায় দৌড়ে, যোদ্ধাদের ন্যায় প্রাচীরে উঠে, প্রত্যেক জন আপন আপন পথে অগ্রসর হয়, আপনাদের মার্গ জটিল করে না..... তাহারা নগরের উপর লম্ফ দেয়, প্রাচীরের উপরে দৌড়ে, গৃহমধ্যে উঠে, চোরের ন্যায় গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করে" (২:৭, ৯)।

পঞ্চাশত্তমীর দিন

সদাপ্রভুর বর্তমানের দিনের মত এক ঝাঁক পঙ্গপাল, এবং সদাপ্রভুর ভবিষ্যৎ দিনের মত বাবিলীয় বন্দিদশা ঘোষণা করার পর পঞ্চাশত্তমীর দিন নামে আর একটি সদাপ্রভুর দিন সম্বন্ধে যোয়েল কথা বলা শুরু করলেন। ঈশ্বরের ভাববাদীমূলক বাক্য প্রসঙ্গে যোয়েল লিখলেন ঃ "আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্তমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যা গণ ভাববাণী বলিবে, তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে" (২:২৮)।

এই ভাববাণী নিদেনপক্ষে আংশিকভাবে পঞ্চাশত্তমীর দিনে সফল হলো (প্রেরিত ২:১-৪)। আমরা পড়ি, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে অবতরণ করলেন, যাঁরা পঞ্চাশত্তমীর দিনে এক স্থানে সমবেত ছিলেন। প্রেরিতদের মস্তকে বসা অগ্নিবৎ অসংখ্য জিহ্বা লোকেদের নজরে এলো, এবং তারা শুনতে পেলো প্রেরিতগণ বিভিন্ন ভাষা বলছিলেন, যা বিবিধ ভাষাভাষী লোকেরা বুঝতে পারলো, এবং প্রচণ্ড বায়ুর শব্দ শুনতে পেয়ে লোকেরা পিতরকে প্রশ্ন করলো, "এর মানে কী?" পিতর উত্তর দিলেন ঃ "এটি সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে" (প্রেরিত ২:১৬)।

যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন

লক্ষ্য করুন, যোয়েল দ্বারা পঞ্চাশত্তমীর দিন-সম্বন্ধীয় ভাববাণীর মাধ্যমে পরবর্তী দিন গুলিতে সদাপ্রভুর দিন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ঈশ্বর আমাদের জানাচ্ছেন, যা পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটে নি।

"আর আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব, রক্ত, অগ্নি ও ধূমস্তম্ভ দেখাইব। সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্বে সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে;.....আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে, সেই রক্ষা পাইবে ....." (২:৩০-৩২)।

যোয়েল পঞ্চাশত্তমীর দিন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ভাববাণী দিলেন, এবং যদি আপনি নিবিড় ভাবে তাঁর ভাববাণী অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তিনি এমন কয়েকটি আগাম-সংবাদ জানিয়েছেন, যেগুলো পঞ্চাশত্তমীর দিনে সফল হয় নি। অপ্রধান ভাববাদিদের এক বিদ্বান্ লিখলেন যে যোয়েলের এই ভাববাণী পঞ্চাশত্তমীর দিনে পূর্বে-সংঘটিত হলো, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে তা পূর্ণতা পাবে।

বাবিলীয় জয় ও পঞ্চাশত্তমীর দিনের মত ঘটনা সম্পর্কে যোয়েলের ভাববাণী অনুযায়ী যেমন অন্যান্য ভাববাদিদের সহমতানুযায়ী ঐ সকল ঘটনা আক্ষরিকভাবে সফল হয়েছে, তেমনি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তাঁর ভাববাণী গুলির আক্ষরিক পূর্ণতায় বিভোর হয়ে আমরা পুলকিত হতে পারি।

প্রভুর এই আগামী দিন সম্বন্ধে পিতর বলেছেন ঃ "প্রভুর মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন"। যখন পিতর এই দিন সম্বন্ধে লিখলেন, অনেক ঘটনার প্রতি তিনি আলোকপাত করলেন, যা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অংশ হবে। পিতর লিখলেন ঃ "আকাশমণ্ড ল জ্বলিয়া বিলীন হইবে, এবং মূল বস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে" (২ পিতর ৩:১২)।

ব্যক্তিগত আবেদন

যোয়েল শুধুমাত্র প্রভুর বর্তমান দিন ও ভবিষ্যতের দিন প্রচার করলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রজা হিসাবে আমাদের তিনি উৎসাহ দিলেন, যেন আমাদের প্রজন্ম, আমাদের পুত্র, কন্যা ও আগামী প্রজন্মের উদ্দেশে আমরা প্রভুর দিন ব্যক্ত করি (১:২-৩)। তিনি আমাদের উৎসাহিত করলেন, যেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিদিনের উপলব্ধি নিয়ে আমরা যে কোন দিন সম্পর্কে প্রভুর দিন বিবেচনা করি। আমাদের বিগত পরিস্থিতি গুলিতে ঈশ্বর কিভাবে সর্ববিষয়ে মঙ্গল সাধন করলেন, সেই সুবাদে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি গুলিতে অনুরূপ নিশ্চয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি (রোমীয় ৮:২৮)।

প্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন সম্বন্ধে ঈশ্বর আমাদের জানাতে চান কেন? আমরা যেন ভাবি, কী প্রকার আচরণ বিশিষ্ট মানুষ আমাদের হতে হবে! পিতরের ব্যক্তিগত আবেদন শুনুন, যেখানে প্রভুর দিন সম্পর্কে তিনি আমাদের জানালেন ঃ "অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপেক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলংক ও নির্দোষ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘ সহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ জ্ঞান কর" (২ পিতর ৩:১৪-১৫)। যেহেতু প্রভুর আগামী দিনের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের অনুগামী সকলের কাছে যোয়েল ও অন্যান্য ভাববাদী আবেদন সূচক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আমোষের ভাববাণী

আমোষ ডুমুর ফল সংগ্রহকারী ও এক মেষপালক ছিলেন, যিনি টেকোয়ার ক্ষুদ্র শহরে বাস করতেন, যে শহর যিরূশালেমের বারো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ঈশ্বর তাঁকে দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য থেকে আহ্বান দিলেন, যেন অশূরীয় বন্ধুত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্বে উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিপক্ষে তিনি ভাববাণী উচ্চারণ করেন। আমরা জেনেছি যে দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যে উষিয় রাজার রাজত্ব চলাকালীন আমোষ পরিচর্যা করলেন, যাঁর অধীনে যিহূদা দেশ সামরিক ও পার্থিব বিষয় বস্তুতে সমৃদ্ধ ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, দেশের সীমানায় কোন শত্রু ব্যাপক আকারে ভীতি হয়ে উঠবে না, কিংবা তাদের ভয় দেখাতে পারবে না। কিন্তু যিহূদার উন্নত দেশ ও ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চল রাজ্যের বিপক্ষে আমোষের ভাববাণী জোরালো কথা বললো।

ঈশ্বরের বিচার আসছে

উত্তরাঞ্চল রাজ্যের নাগরিকদের প্রতি এই ভাববাণী দিয়ে আমোষ তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন যে তারা যেন শোনে, ঈশ্বর তাদের শত্রুদের বিচার করবেন (১:৩ - ২:৩)। যখন তিনি শত্রু দেশ গুলির নাম নিলেন ও তাদের প্রতি আসন্ন বিচার উল্লেখ করলেন, তাঁর প্রচার বাণী শুনে অনেকে আমোদিত হলো - তারা শুনতে চাইলো ঈশ্বর কিভাবে তাদের শাস্তি দেবেন, যারা তাদের ঘৃণিত। কিন্তু উপদেশের মাঝে এক সময় আমোষ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি দুঃসংবাদ শোনালেন ঃ যিহূদা ও ইস্রায়েল দেশেরও বিচার হবে (২:৪-৮)। সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য ও ঈশ্বরীয় সংবিধান ভঙ্গ করার জন্য তিনি

যিহূদাকে অভিযুক্ত করলেন, এবং লোভ, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, সদাপ্রভু নামের কলংক জনক কর্ম হেতু ইস্রায়েলের বিপক্ষে অভিযোগ জানালেন।

অশূরীয় বন্দিদশার পূর্বাভাস জানিয়ে ইস্রায়েলের বিপক্ষে আমোষ এই ভাববাণী দিলেন ঃ "দ্রুতগামীর পলায়নের উপায় নষ্ট হইবে, বলবান আপন বল দৃঢ় করিবে না ও বীর নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না;আর ধনুর্দ্ধর দাঁড়াইয়া থাকিবে না ও দ্রুতপদ রক্ষা পাইবে না, এবং অশ্বারোহীও নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না;আর বীর গণের মধ্যে যে জন সাহসিকচিত্ত, সেও সেই দিন উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে, ইহা সদাপ্রভু বলেন" (২:১৪-১৬)।

এই সংবাদে উত্তরাঞ্চল রাজ্য অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করলো, কারণ তারা উন্নতশীল জীবন যাপন করছিল, এবং এই উপদেশে আমোষের উল্লেখ অনুযায়ী উত্তরাঞ্চল রাজ্য সমর বিভাগে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চল রাজ্য পরাজিত হলো, এবং অশূরীয় সেনাবাহিনী তাদের সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেল।

ইস্রায়েলের অনুশোচনা দেখার আশায় ঈশ্বর অশূরীয় বন্দিত্ব নিবারণ করতে চাইলেন (৪:৬-১৩)। তাদের কাছে তিনি ক্ষুধা পাঠাইলেন, অনাবৃষ্টি রাখলেন, শাক-সবজীর মধ্যে হাওয়া, ছাতারোগ ও মড়ক পাঠালেন। কিন্তু এই ভাববাদির মাধ্যমে ঈশ্বরের বচনানুযায়ী ঃ "তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আসিলে না" (৪:৮, ৯, ১০, ১১)। যেহেতু ঈশ্বরের আহ্বানে অমনোযোগী হয়ে ইস্রায়েল অনুতাপ করলো না, তাই তাদের ওপরে ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে আমোষ ভাববাণী দিলেন, এবং এই বিচার স্থায়ী হলো - অশূরীয় বন্দিদশা থেকে ইস্রায়েল কখনও স্বদেশে ফিরে যেতে পারলো না।

ঈশ্বরদত্ত পাঁচটি দর্শন প্রচার দ্বারা ঈশ্বরীয় বিচার সম্বন্ধে আমোষ ভাববাণী দিলেন। প্রথম দুটি দর্শনে চিত্রায়িত বিচার গুলি, যেখানে অসংখ্য পঙ্গপাল ও গ্রাসকারী অগ্নি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি নিবারিত হলো, যখন ঈশ্বরের দয়া প্রত্যাশী হয়ে অমোষ অনুনয় করলেন (৭:১-৬)। তৃতীয় দর্শনে দড়ি দিয়ে বাঁধা এক ভারী জিনিস ছিল, যা একটি দেয়ালের সোজা অবস্থা দেখায়, ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ দর্শায় - তাঁর লোকেরা "সোজা" মানুষ ছিল না, ঈশ্বরের সংবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে নি, কিন্তু ওরা "অসরল" মানুষ ছিল, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করলো এবং ঈশ্বরের ক্রোধের শিকার হলো।

চতুর্থ দর্শনটি পক্ক ফলে পরিপূর্ণ এক চুপড়ী, যা দেখালো যে, বিচার-দণ্ড দেওয়ার সময় দীর্ঘ কাল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং পঞ্চম দর্শনে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার ভাববাণী করা হয়েছিল। যেখানে অমোষ দেখলেন ঃ "তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দণ্ডায়মান

ছিলেন;তিনি কহিলেন, তুমি মাথ্লাতে আঘাত কর, দ্বারের গোবরাট বিকম্পিত হউক, তুমি সকলের মস্তকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল;আর তাহাদের শেষাংশকে আমি খড়্গো বধ করিব, তাহাদের একজনও পালাইতে পারিবে না, এক জনও রক্ষা পাইতে পারিবে না" (৯:১)। এই দর্শনে ঈশ্বর দেখালেন, ইস্রায়েলের ওপরে তাঁর শেষ বিচার হবে। কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। একজনও রেহাই পাবে না। উপরন্তু, ঈশ্বরের শাস্তি আসন্ন ছিল।

আধ্যাত্মিক সুযোগ দায়িত্ব বৃদ্ধি করে

সকল জাতির ওপরে ঈশ্বরের বিচার থেকে আমোষ যিহূদা বা ইস্রায়েলকে পৃথক্ করলেন না। বরং তিনি তাদের বললেন, বিধর্মী জাতিদের চেয়ে তাদের প্রতি বিচার অধিকতর কষ্টদায়ক হবে। তাদের পাপ হেতু মহত্তর পরিণতি ঘটলো, কারণ ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞানে তারা আধ্যাত্মিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলো, তবুও ঈশ্বরের বাক্যের রীতিনীতি ও আদেশগুলি তারা পালন করলো না। আমোষের মতানুযায়ী আধ্যাত্মিক সুযোগের প্রত্যক্ষ সমানুপাতে আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতা পরিমিত হয়, এবং আমাদের আধ্যাত্মিক সুযোগগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেন গতিশীল প্রভাব ফেলে।

আমাদের জ্ঞাতসারে আমরা যা করি, আমাদের জানা বিষয় থেকে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে অধিক জ্ঞান আহরণের চেয়ে আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী জীবন-যাপন করা বেশি প্রয়োজন। সাধারণ জগৎ সর্বদা বিশ্বাস করলো যে কেবল জ্ঞান দ্বারাই পূণ্য ফলায়;অন্য দিকে, ভাববাদীগণ প্রচার করলেন, জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা প্রয়োগ দ্বারা যে কেউ ধার্মিক গণিত হয়।

পুনরুদ্ধার লাভ করার প্রতিজ্ঞা

অন্য ভাববাদিদের মত আমোষ ইস্রায়েলের লোকেদের চূড়ান্ত পুনরুদ্ধার প্রচার করলেন ঃ "সেই দিন আমি দায়ূদের পতিত কুটীর উত্থাপন করিব, তাহার ফাটা বুজাইয়া দিব ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাহা নির্মাণ করিব; যেন তাহারা ইদোমের অবশিষ্ট লোকেদের এবং যত জাতির উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, সকলের অধিকারী হয়;সদাপ্রভু, যিনি ইহা সাধন করেন, তিনি এই কথা কহেন" (৯:১১-১২)।

এই ভাববাণী ঈশ্বরের কাছে ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক ফিরে আসার কথা বলে। ইস্রায়েলের এই আধ্যাত্মিক পুনরুদ্ধার এখনও সম্পন্ন হয় নি। ইহূদিদের প্রত্যাবর্তন আমাদের নজরে পড়েছে, যারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবং ইস্রায়েলের রাজনৈতিক পুনঃস্থাপন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু ইহূদিদের আধ্যাত্মিক পুনঃস্থাপনের পূর্ণতা আজও আমরা দেখতে পাই নি।

চতুর্থ অধ্যায়

ওবদিয়ের ভাববাণী

ইদোম সম্পর্কে সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেন ঃ "দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিয়াছি;তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। হে শৈলদরী-বাসি, হে উচ্চস্থান-বাসি, তোমার অন্তঃকরণের অহংকার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে;তুমি মনে মনে কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? তুমি যদ্যপি ঈগল পক্ষীর ন্যায় উচ্চে আরোহণ কর, যদ্যপি তারাগণের মধ্যে তোমার বাসা স্থাপিত হয়, তথাপি আমি তোমাকে তথা হইতে নামাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন" (ওবদিয় ১:২-৪)।

এই ভাবে ওবদিয়ের পুস্তক শুরু হলো। কী বিষয় সম্বন্ধে ওবদিয় কথা বলছিলেন, যখন উচ্চস্থানে বাসকারী মানুষ জনদের সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করছিলেন, কারা ভাবছিল তাদের বাসা থেকে কেউ তাদের নামাতে পারবে না? একদিন এই পুস্তক আমাদের অনেককে চেতনা দেবে যারা একুশ শতাব্দীর বাসিন্দা, এবং অন্যান্য গৃহে জীবন আবিষ্কার করতে অভিযান চালাচ্ছে। বিগত প্রজন্ম গুলিতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই পদগুলি তর্জমা ও প্রয়োগ করা হয়েছে যে উচ্চতলবিশিষ্ট গৃহে আমাদের বসবাস ঈশ্বর চান না। একুশ শতাব্দীতে এই পদগুলির অনুবাদে কেউ বলতে চাইলেন ঃ "যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আমরা গর্বিত হই, এবং মহাশূন্যে অন্য গ্রহে বাস করতে প্রয়াসী হই, তাহলে ঈশ্বর আমাদের অবনত করবেন ও পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়ে দেবেন"।

উচ্চতল বিশিষ্ট গৃহ অথবা বহির্বিশ্বে মহাশূন্য সম্বন্ধে ওবদিয় লিখলেন না। এক পবিত্র কোপে তিনি জ্বলছিলেন, এবং অত্যন্ত যুদ্ধ প্রিয় লোকেদের উদ্দেশে সকল ভাববাণীমূলক পুস্তকের মধ্যে এই সংক্ষিপ্ততম পুস্তকটি তিনি লিখলেন;এই লোকেরা যিহূদার লোকেদের বিপক্ষে ভয়াবহ কর্ম করেছিল, যখন বাবিলীয়দের হস্তে যিরূশালেম ধরাশায়ী হলো।

ইদোমের পথে বিনষ্ট হলো

"ইদোম" নামে একটি জাতিকে বিনষ্ট করতে ও ওবদিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর কথা বললেন। এই জাতির লোকেরা যেখানে বাস করতো, যদি আপনি সেখানে যান, জানতে পারবেন, স্থানটি যর্দন দেশে "পেট্রার লাল গোলাপের নগর" নামে পরিচিত। ঘোড়ার পিঠে চেপে এক বিশাল গভীর খাদের দুই দিকে ব্যাপক মহাশূন্যে সাতশো ফুট উঁচু

খোদিত করা খাড়া লাল প্রস্তর আপনার নজরে পড়বে। এই প্রসারিত মহাশূন্য একদা নগর ছিল, যেখানকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে ওবদিয় তাঁর পুস্তক লিখলেন।

অবরোধ এবং শত্রুদের নগর সমূহ লুণ্ঠন ও মরুযাত্রি ধনী বণিকদের সর্বস্ব লুঠ করার পর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরে উঠলো, এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে খাড়া আবাস গুলোতে নিজেদের লুকালো, যেখানে তাদের শত্রুরা পৌঁছতে পারলো না। উচ্চ আবাসগুলিতে থাকাকালীন তারা মনে করলো, তারা অবিনশ্বর। এই কারণে ওবদিয় লিখলেন ঃ "তোমার অন্তঃকরণের অহংকার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে;তুমি মনে মনে কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে?" (৩ পদ)।

আসলে এই লোকেদের পরিচয় কী? এরা যাকোবের ভ্রাতা এষৌর বংশধর। আদিপুস্তক আমাদের জানায় যে যাকোব ও এষৌ যমজ ভ্রাতা ছিল, কিন্তু তাদের বিপরীত মূল্য ছিল, এবং তাদের জীবন যাত্রা ভিন্ন প্রকার ছিল। যাকোব দুষ্ট হলেও আত্মিক ছিল, এষৌ ছিল অধার্মিক, আধ্যাত্মিকতাহীন আজকের দিনে আমরা তাকে "সাংসারিক মানুষ" বলতে পারি। আদিপুস্তকে এই কাহিনী রূপক ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, যেখানে এক বাটি ঝোল পান করার আকাঙ্খায় এষৌ যাকোবের কাছে তার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করলো।

যাকোবের বংশধরেরা যাকোবের কাছ থেকে 'ইস্রায়েল' নাম পেলো, এবং ইহূদী নামে অভিহিত হলো, যখন এষৌ ইদোমের পিতা হলো, যার বংশধর ইহূদিদের ভয়ানক শত্রু হয়েছিল। ইদোমের বংশধরেরা অত্যন্ত বিদ্বেষী ইহূদী-বিরোধী ছিল, যারা ইহূদীদের বধ করণার্থে অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিতালী পাতানোর উদ্দেশ্যে সর্বদা সুযোগ খুঁজতো।

ইদোমের পতন-সম্বন্ধীয় ভাববাণী জানতে ওবদিয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাববাণী লিখলেন; এই পতন ইহূদিদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও যাতনার প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো। ইদোমের বিপক্ষে ওবদিয় আটটি নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে শিহরণ জাগালেন। ওবদিয় আটবার অভিযোগ জানিয়েছেন। (ইদোমের লোকেরা বারে বারে নিষিদ্ধ কর্ম করেছে)।

"তোমার ভ্রাতার দিনে, তাহার বিষম দুর্দশার দিনে তাহার দিকে দৃষ্টি করিও না; যিহূদার সন্তানদের বিনাশের দিনে তাহাদের বিষয়ে আনন্দ করিও না, এবং সঙ্কটের দিনে দর্প কথা বলিও না। আমার প্রজাগণের বিপত্তির দিনে তাহাদের পুরদ্বারে প্রবেশ করিও না;তুমি তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিও না, এবং তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিও না। আর তাহাদের পলাতক দিগকে বধ করিবার জন্য পথের সংযোগ স্থানে দাঁড়াইও না;এবং সঙ্কটের দিনে তাহাদের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে (শত্রুহস্তে) সমর্পণ করিও না। কেননা সর্ব জাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট"।

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন, সিদিকিয়ের অধীনে যিরূশালেমের পতনের সময় ইদোমের আচরণের প্রতি ওবদিয় অভিশাপ দিলেন, যখন নগর ভূমিসাৎ হলো, এবং যিহূদার অনেক লোককে হত্যা করা হলো, অথবা বাবিলে বন্দিদশায় রাখা হলো। যিরূশালেম ধরাশায়ী করার কাজে ইদোমের লোকেরা বাবিলীয়দের সহায়তা দিল, এবং নগর লুণ্ঠন করতে তারাও অংশী হলো। যখন ইহূদিরা দুঃখ জনক পরিস্থিতি থেকে পলায়ন করলো, ইদোমের লোকেরা তাদের ধরলো ও বাবিলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ইদোমের এই শাস্তি প্রদান থেকে মুখ ফিরিয়ে ওবদিয় অন্যান্য ভাববাদির সঙ্গে যোগ দিলেন ও সদাপ্রভুর দিন সম্বন্ধে প্রচার করলেন। ইদোমের লোকেদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ "তুমি যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও সেইরূপ করা যাইবে" (১৫ পদ)। যখন তাঁর ভাববাণী করা দিন সফল হলো, ইদোমের জাতি পুরোপুরি মুছে গেল। তিনি নির্দিষ্ট বাহন সম্বন্ধেও ভাববাণী দিলেন, তাদের ধবংস করতে ঈশ্বর যা ব্যবহার করলেন। তাদের মিত্রতা তাদের বিপক্ষে দাঁড়ালো, এবং ইদোম জাতির মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রইলো না। "আর যাকোবের কুল অগ্নি ও যোষেফের কুল শিখা, আর এষৌর কুল নাড়াস্বরূপ হইবে; তাহাদের মধ্যে উহারা দাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে; তাহাতে এষৌর কুলে রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ থাকিবে না, কারণ সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছেন" (১৮ পদ)। এই ভাববাণী আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে ইদোম জাতি অন্তর্হিত হলো। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোমীয়েরা তাদের পুরোপুরি নির্মূল করলো।

ভক্তিমূলক আবেদন

বাইবেলের মধ্যে সর্বত্র ঈশ্বরভক্ত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরবিহীন মানুষের পার্থক্য দেখানো হয়েছে (গীতসংহিতা ১; মথি ৭:১৩-২৭; করিন্থীয় ২:১৪-১৬)। যদি আদি পুস্তকে উল্লিখিত যাকোব ও এষৌর কাহিনী এবং সেই কাহিনী সম্পর্কে প্রেরিত পৌলের মন্তব্য আমাদের জানা থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কষ্টকর নয় যে ওবদিয়ের এই সংক্ষিপ্ত ভাববাণীও আমাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক মানুষের জীবন ও আধ্যাত্মিকতাহীন স্বাভাবিক মানুষের মাঝে রূপকভাবে পার্থক্য দেখায় (আদিপুস্তক ২৫:২৯-৩৪; ২৭; রোমীয় ৯:১০, ১১)। যাকোবের জীবন আধ্যাত্মিক মানুষের এক আদর্শ, কারণ তিনি আন্তরিকতা সহকারে ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক মূল্য ও সর্বপ্রকার আশিস অনুসন্ধান করলেন।

আদিপুস্তক থেকে আমরা শিখি যে যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোব "মল্লযুদ্ধ" করলেন, তিনি ইস্রায়েল নাম পেলেন ঃ "তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল (ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত

যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ" (আদিপুস্তক ৩২:২৮)। অন্য দিকে, এষৌ স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিকতাহীন মানুষের এক চিত্র। এক বাটি ঝোলের জন্য জন্ম অধিকার (জ্যেষ্ঠাধিকার) বেচে দিয়ে এষৌ তার অপরিপক্কতা ও আধ্যাত্মিক অগ্রাধিকারের ফাটল প্রকাশ করলো। বিষয়টা জেনে আমরা যেন বিস্মিত না হই যে এষৌর মূল্য ও জীবনযাত্রা ইদোমে নিয়ে যায় - এ এক জাতি, যা মানুষের, আধ্যাত্মিক মূল্যের ও ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যগুলির প্রতি যুদ্ধ প্রিয় বিরোধিতা।

যখন যাকোব ও এষৌর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তারা তাদের মতো রেবেকার জঠরে জড়াজড়ি অবস্থায় ছিল। এটি রূপক, ভক্তিমূলক আবেদন হতে পারে, কেননা আজকের দিনে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক এষৌ ও এক যাকোবের সম্ভাব্য অবস্থান রয়েছে।

গালাতীয়দের প্রতি পত্রে পৌল এই দুটি সম্ভাবনা চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখলেন, আত্মা ও মাংস পরস্পরের বিপক্ষে যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। যখন পৌল "মাংস" শব্দ ব্যবহার করলেন, তিনি বলতে চাইলেন "আমাদের মনুষ্য স্বভাব, যা ঈশ্বর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত নয়"। পবিত্র আত্মা আমাদের পক্ষে সম্ভাবনা আনেন, যার দ্বারা আমরা যাকোবের মত হতে পারি; কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে আসেন, তখন আমাদের মাংস বা মনুষ্য স্বভাব অপসারিত হয় না। এক জন, যিনি আধ্যাত্মিকতায় আমাদের গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ, তিনি আমাদের দেহে সংযুক্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় আমাদের দুই প্রকার (যাকোব ও এষৌ) স্বভাববিশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওবদিয়ের এই সৃজনশীল ভাববাণী আমাদের সামনে এই প্রশ্ন রাখে ঃ আমরা কোন্ সম্ভাবনার উন্নতিসাধন করতে চাইছি?

পঞ্চম অধ্যায়

যোনার ভাববাণী

যোনার পুস্তক এক ভাববাণী সম্বন্ধে আমাদের জানায়, যিনি তাঁর শত্রুদের কাছে অনুতাপ ও পরিত্রাণ সম্বন্ধে প্রচার করতে ঈশ্বর সম্বন্ধে আহূত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনেকখানি অবহিত হয়ে তিনি জানতেন যে যদি তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেন, তাহলে তাঁর শত্রুরা উদ্ধার পাবে। ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান, এই আবেগের বশবর্তী হয়ে নীনবীতে যাওয়ার অনিচ্ছায় যোনা অবিচল রইলেন,

এবং যেহেতু তিনি নীনবীতে যেতে চাইলেন না, ঈশ্বরের কাছে না আসারও সংকল্প নিলেন। বরং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন, এবং এমন এক জাহাজে উঠলেন, যেটা শুধুমাত্র বিপরীত দিকে যাচ্ছিল না, কিন্তু এমন এক বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল,যা অবলম্বনে তাঁর সময়ে মানুষ হিসাবে তিনি সফর করতে পারতেন,এবং নীনবী নগরের বহু দূরে পৌঁছে যেতেন (১ঃ৩; ৪ঃ২, ৩)।

নীনবী নগর ছিল প্রাচীন ইহূদিদের জঘন্যতম শত্রুদের রাজধানী নগর। প্রাচীন ইতিহাসে অশূরীয়দের নির্মম অত্যাচার অতুলনীয় ছিল। যোনা অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাদের অত্যাচারে মারা যেতে পারতেন। সম্ভবত নীনবী নগরে বসবাসকারী লোকেদের প্রতি তাঁর ঘৃণ্য মনোভাব থাকার যুক্তিসংঙ্গত কারণ ছিল। ঐতিহাসিক দৃশ্যপট জানতে অনুমান করুন, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতে জার্মানীর বার্লিনে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর এক ইহূদিদের সম্বন্ধে দায়িত্বভার দিলেন, যেখানে বিশ্বের প্রত্যেক ইহূদির মৃত্যু ছিল পরিকল্পিত, সেই নগরে ঈশ্বরের বিচার প্রচার করা, যদি তাদের পাপ হেতু তারা অনুতাপ না করে! সেই ইহূদি কি তার নির্দিষ্ট কর্ম ছেড়ে পালিয়ে যেতো!

যোনা যাচ্ছেন না , এবং যোনা আসছেন না (প্রথম অধ্যায়)

পুরাতন নিয়মের ভাববাদিরা ও সাধারণ ভক্ত জনেরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে এক আদর্শ অনুসরণ করতেন। যিশাইয় ভাববাদির পরিচর্যা বিবেচনা করার সময় আমি এই আদর্শ উল্লেখ করলাম। ঈশ্বরের কাছে আসা তাঁদের অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল, এবং ঈশ্বরের পক্ষে যাওয়ার জন্য তাঁদের ফলময় অভিজ্ঞতা ছিল। যোনার ঈশ্বরের কাহিনী আমাদের কাছে এই আদর্শের বিপরীত দেখায়।

যোনার এই সংক্ষিপ্ত ভাববাণীর প্রথম অধ্যায়ে আমরা পড়ি,যখন নীনবীতে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর যোনাকে দায়িত্বভার দিলেন, তিনি যেতে চাইলেন না, এবং যখন স্থির করলেন, নীনবী যেতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, তিনি আমাদের দেখালেন যে ঈশ্বরের কাছে আসা ও ঈশ্বরের পক্ষে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা থাকার দরুন তিনি নীনবীতে যাওয়ার আদেশ পেলেন। যেহেতু তিনি আদেশ মানলেন না, অথবা সেই কাজ করলেন না, তাই তিনি ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের পক্ষে তিনি নীনবীতে গেলেন না, এবং একই সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে তিনি ঈশ্বরের কাছে এলেন না।

যেহেতু যোনা ঈশ্বরের অগোচরে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন, সুতরাং জাহাজে চেপে তিনি জাহাজের খোলে নামলেন ও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হলেন (১:৫)। আমরা পড়ি, সদাপ্রভু এক ভয়ানক ঝড় পাঠালেন, যার দাপটে জাহাজ প্রায় ডুবছিল। ভয়ে ভীত হয়ে

নাবিকেরা যখন তাদের দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করছিল, তখন যোনা নিদ্রিত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন, যেন নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর সমস্যা থেকে পালিয়ে থাকা যায়! নীনবী থেকে, ঈশ্বর থেকে, এবং সমস্যা থেকে যোনা পলায়ন করার প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ঝড় চলাকালীন যখন জাহাজের ক্যাপ্টেন নিদ্রিত যোনার সম্মুখীন হলেন, যোনা স্বীকার করলেন, তাঁর ঈশ্বর সত্যিকার ঈশ্বর, যিনি সমুদ্র সৃষ্টি করলেন, এবং তাঁর সম্পর্কে তাঁর ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ঈশ্বর ঝড় পাঠালেন, কারণ তিনি যোনাকে নীনবীতে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু যোনা গেলেন না (৯ - ১০পদ)। যোনা ক্যাপ্টেনকে একথাও বললেন, তাঁকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত করার একমাত্র উপায়, যা নাবিকেরা অবশেষে এবং দ্বিধাগ্রস্তভাবে করলেন (১৫পদ)। প্রচন্ড সমুদ্র তৎক্ষণাৎ শান্ত হলো।

এই শান্ত সমুদ্র সেই জাহাজের বিধর্মী নাবিকদের বিশ্বাসী করে তুললো। এমন কি যোনাও যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে পলায়ন করছিলেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন থেকে দূরে থাকতে চাইলেন, জাহাজের নাবিকদের বিশ্বাসী বানাবার জন্য ঈশ্বর তাকেও ব্যবহার করলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পড়িঃ "তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভু হইতে অতিশয় ভীত হইল; আর তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল, এবং নানা মানত করিল" (১:১৬)। আমরা এ কথাও পাঠ করি যে যোনাকে গিলে নেওয়ার জন্য ঈশ্বর এক বৃহৎ মৎস নিরূপণ করেছিলেন। তিন দিন যাবৎ তিনি সেই মৎস্যের উদরে ছিলেন। এই বৃহৎ মৎস্যকে যোনা তিমি বলেন নি। এই বৃহৎ মৎস্য ঈশ্বরের অলৌকিক যোগান ছিল, যাকে এই বিদ্রোহী ভাববাদির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

যোনা ঈশ্বরের কাছে আসছেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)

যোনার পুস্তক আমাদের শেখায়, যদিও এক অনুভূতি রয়েছে, যেখানে যেখানে কোন কাজ করতে ঈশ্বর কখনও আমাদের কোন চাপ দেন না, বরং তিনি সুযোগ দেন, যেন আমরা স্বাধীন ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত অনুশীলন করি, অর্থাৎ আমাদের সামনে রাখা কাজ করি। আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এক হস্তির মত তিনি আমাদের উপর নির্ভর করেন, যতক্ষণ না আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে তার ইচ্ছা সাধন করাই আমাদের একমাত্র যুক্তিযুক্ত বিষয়। এই ভাববাণীর প্রথম অধ্যায়ের সর্বত্র আপনি লিখতে পারেন "আমি এই কাজ করবো না!" কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আপনি একথাও লিখতে পারেন "আমি এই কাজ করবো"।

ঈশ্বরীয় আহ্বান সম্পর্কিত পলায়ন থেকে যোনাকে অনুতপ্ত করতে বৃহৎ মৎস্যের

উদরে তিন দিন সময় লাগলো। অনুতাপ করা মানে "পুনরায় চিন্তা করা" অথবা "মন, অন্তঃকরণ, ইচ্ছা ও গতিবিধি বদল করা" বোঝায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সেই বৃহৎ মৎস্যের উদরে যোনা অনুতাপ করলেন। সেই মৎস্যের উদরে থাকাকালীন যোনা প্রার্থনা করলেন। তিনি সেই ভয়ানক স্থানে তাঁর স্মৃতি থেকে শাস্ত্রের অনেক পদ উচ্চারণ করলেন। তাঁর প্রার্থনার মধ্যে তিনি শাস্ত্র থেকে ষাটটির অধিক পদ উদ্ধৃত দিলেন বা উল্লেখ করলেন, যেগুলো ইয়োব বিলাপ, ১শমূয়েল, যিরমিয়, রাজাবলি ও গীতসংহিতার অনেক পদে পাওয়া যায়। এর মানে হলো, তাঁর মন শাস্ত্রীয় বচনে পরিপূর্ণ ছিল, এবং প্রত্যেকবার গান গাইবার সময় তাঁর মনে পড়লো এক বৃহৎ মৎস্যের উদরে তিনি ছিলেন।

বাইবেল অনুযায়ী এই প্রার্থনার আবশ্যকীয় বিষয় হলো তাঁর অনুতাপ। "আমি শুনিব না" না বলে যোনা তিন বার বললেন, "আমি শুনিব"! তিনি ঈশ্বরকে বললেন ঃ "আমি পুনরায় তোমার মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব" (৪পদ)। "আমি তোমার উদ্দেশে স্তবধবনি সহ বলিদান করিব; আমি যে মানত করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব" (৯পদ)। যোনার অনুতাপের ফলে "সদাপ্রভু সেই মৎস্যকে বলিলেন, এবং সে যোনাকে শুষক ভূমির উপরে উদগীরণ করিয়া দিল" (১০পদ)।

ঈশ্বরের পক্ষে যোনা যাচ্ছেন (তৃতীয় অধ্যায়)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পড়ি ঃ "পরে দ্বিতীয়বার সদাপ্রভুর বাক্য যোনার কাছে উপস্থিত হইল" (১পদ)। ঈশ্বরের ধৈর্যশীল চরিত্র থেকে যোনা দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের আহবান শুনলেন। একই আহ্বানে ঈশ্বর বললেন ঃ "তুমি উঠ নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর আমি তোমাকে যাহা ঘোষণা করতে বলি, তাহা সেই নগরের উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর" (২পদ)।

এই বার যোনা পলায়ন না করে আহবান শুনলেন ও নীনবীতে গেলেন। ঈশ্বরের বিচার-সংবাদ প্রচার দ্বারা তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "আর চল্লিশ দিন গত হইলে নীনবী উৎপাটিত হইবে"(৪পদ)। সমগ্র নগর এমনকি রাজাও মন পরিবর্তন করলেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেন (৫, ৬ পদ)। "তখন ঈশ্বর তাহাদের ক্রিয়া, তাহারা যে আপন আপন কুপথ হইতে বিমুখ হইলো তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবেন বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; তাহা করিলেন না"(১০পদ)। অবশেষে, যখন যোনা বলছিলেন ঃ "আমি তোমার আদেশ পালন করবো", তখন ঈশ্বর ও মানুষের ইতিহাস মহত্তম সুসমাচার প্রচার অভিযান সংঘটিত হলো।

ঈশ্বরের পক্ষে যোনা আসছেন ও যাচ্ছেন (চতুর্থ অধ্যায়)

যোনার পুস্তকের প্রধান সংবাদ শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে, যেখানে নীনবীর লোকদের প্রতি যোনার প্রতিক্রিয়া আমাদের চোখে পড়ে। যদিও আমরা ভাবি, নগরের সকলকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে দেখে ঈশ্বরের ভাববাদী যোনার প্রাণখোলা উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি খুশী হননি। আসলে তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে নীনবীর সকলকে ঈশ্বর রক্ষা করলেন দেখে তিনি মরে যেতে চাইলেন। তাঁর এই ইচ্ছা তিনি ঈশ্বরকে জানালেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা করার বদলে যোনা ঈশ্বরকে বললেন ঃ "হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকিতে কি ইহাই বলি নাই? সেই জন্য ত্বরা করিয়া ত শীশে পলাইতে গিয়েছিলাম; কেননা আমি জানিতাম তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্ এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী। অতএব এখন হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ কর কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল" (২, ৩ পদ)। অন্য কথায় এই লোকেদের তুমি রক্ষা করেছ দেখার চেয়ে আমি আমার মৃত্যু চাই।

বিদ্বেষী ভাববাদী

পৃথিবীতে যোনার কি অসুবিধা ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, যোনা নীনবীর লোকেদের ঘৃণা করতেন। আর এই বিদ্বেষ থাকার দরুন অশূরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী নগরে ঈশ্বর-কৃত অলৌকিক কর্মকান্ডে অভিজ্ঞ হয়েও তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসামুখর থেকে মুখর রইলেন। চতুর্থ অধ্যায়ের স্বীকারোক্তি দ্বারা যোনার বিদ্বেষ প্রমাণিত হলো, কেননা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-দত্ত নির্দিষ্ট কর্ম ছেড়ে তিনি পলায়ন করলেন, কারণ তিনি জানতেন ঈশ্বর এক প্রেমময় ঈশ্বর, এবং নীনবী নগর রক্ষা করতেন, যদি যোনা ঈশ্বরের আদেশ মানতেন ও নীনবীতে প্রচার করতেন।

যোনার ক্রোধের প্রত্যুত্তরে তাঁর সামনে ঈশ্বর এক চাক্ষুষ শিক্ষা বস্তু রাখলেন। যখন যোনা তাঁর মেজাজ ধরে রাখছিলেন, এবং গোমরামুখো হয়ে বসেছিলেন, যেহেতু তাঁর শত্রুদের ঈশ্বর রক্ষা করলেন, পর্বতের ওপরে তিনি ঘেরা কুটীর বানালেন ও সেখান থেকে নীনবীর দিকে নজর রাখলেন। তিনি তখনও বিশ্বাস করলেন ও যৎসামান্য আশা রাখলেন ঈশ্বর সেই দুষ্টতাপূর্ণ নগর ধবংস করবেন। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে যোনার সমগ্র যখন ঝলসে যাচ্ছিল, তখন ঈশ্বর এক এরণ্ড বৃক্ষ অঙ্কুরিত করলেন, যা যোনার তৈরি কুটীরের ছাদ পেরিয়ে পল্লবিত হলো, এবং যোনার মস্তকের উপরে ছায়া আনলো। এই পরিষেবা পেয়ে যোনা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু পরে ঈশ্বর প্রেরিত একটা কীটের দংশনে বৃক্ষটা মারা গেল, তখন যোনার ক্রোধ বিস্ফোরিত হলো।

এবারে ঈশ্বর যোনাকে বললেন ঃ "তুমি এই এরন্ড গাছের নিমিত্ত কোন শ্রম কর নাই, এবং এটা বাড়াও নাই; ইহা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইলো, তথাপি তুমি ইহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছ। তবে আমি কি নীনবীর প্রতি দয়ার্দ্র হইব না? তথায় এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক মানুষ আছে, যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে"(১০,১১পদ)। বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস, নীনবীতে এই লোকেরা শিশুদের মত, যারা আমাদের মত দায়বদ্ধ তার বয়সে তখনও পৌঁছায়নি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হল, এক অত্যন্ত বিদ্বেষী ভাববাদির মূল্যবোধ ও অগ্রগণ্যতার প্রতি ঈশ্বর চ্যালেঞ্জ জানালেন।

বাধাজনক সমস্যা

এই ভাববাদিদের কাছে আমার পৌঁছে যাওয়া হয়তো আপনার মনে আছে, যখন আপনাকে আমি জানিয়েছিলাম, একজন ভাববাদির বিবিধ কর্মের মধ্যে অন্যতম কর্ম হলো বাধা জনক সমস্যা সরিয়ে দেওয়া, যে সমস্যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্মে বাধা সৃষ্টি করছিল, সেটা ছিল যোনা ভাববাদির বিদ্বেষ।

হোশেয়ের পুস্তক থেকে আমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রেম নিঃশর্ত, এবং প্রেম প্রাপ্ত কারো ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল নয়। যদি ঈশ্বর কোন জনগোষ্ঠীকে প্রেম করেন, এবং ভাববাদী ঐ মানুষজনদের ঘৃণা করেন, তাহলে তাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর প্রেম ঘোষণা করতে কী ভাবে সেই ভাববাদীকে ব্যবহার করবেন?

ব্যক্তিগত আবেদন

আপনি কি এই কাহিনীতে নিজের চেহারা দেখতে পান? আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহবান থেকে আপনি কি পালিয়ে যাচ্ছেন? তাঁর বাধ্য হওয়া সম্পর্কে আপনাকে সম্মত করতে ঈশ্বর আবশ্যকীয় কি পাঠাবেন? যোনা ভাববাদির জীবন থেকে শিখুন - এই ভাববাদী, যিনি নীনবীতে যেতে চাইলেন না, এবং ঈশ্বরের কাছে আসতে যিনি ইচ্ছুক ছিলেন না, সেই ঈশ্বর আমাদের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি কাজে লাগান, যেন আমাদের জীবন,অবজ্ঞা, কোন কোন সময় তাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের অনীহাহেতু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হই। লক্ষ্য রাখুন, যেন ভাববাণীমূলক এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ঈশ্বরের সময়োচিত আয়োজনে ভরপুর থাকে; যথা ঃ সদাপ্রভুর পাঠানো ঝড়, নিরূপিত বৃহৎ মৎস্য,এরন্ড বৃক্ষকে বৃদ্ধি দান, এবং কীট প্রেরণ। আপনি কি আপনার জীবনের রকমারি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের কাছ থেকে সময়োচিত আয়োজন দেখতে পান?

এই শক্তিশালী ক্ষুদ্র ভাববাণীমূলক পুস্তকটির অত্যন্ত ক্রিয়াশীল আকৃতি আলোকপাত করে, যখন আমরা উপলব্ধি করি, যোনা এই পুস্তক লিখলেন, যা খোলাখুলিভাবে যোনার মূর্খতা প্রকাশ করলো। ঈশ্বরের এক ভাববাদী হিসেবে যোনা তাঁর জীবনে অত্যন্ত আবশ্যকীয় অধ্যায় লিখলেন। অত্যন্ত আত্মভোলা হয়ে তিনি আমাদের প্রতি লিখলেন দুষ্ট পাপীদের পক্ষে ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেম, এবং তাঁর অন্তরে সেই প্রেম ব্যক্ত করতে বাধা - দানকারী বিদ্বেষ সম্বন্ধে নীনবী নগরে কি ভাবে শিখলেন!

এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পুস্তকে যোনা এক সৎ ভাববাদী হিসেবে সত্যিকার স্বীকারোক্তি রাখলেন, যা তাঁর নাম বহন করলো। তিনি অপরিহার্যভাবে স্বীকার করলেন ঃ "আমার অগাধ প্রেম ছিল না, যখন আমি নীনবীতে ছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম প্রেম ছিল,এবং তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি আবিষ্কার করলাম যে নীনবীর দুষ্ট লোকদের আমি ভালবাসি নি, কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভালবাসলেন, এবং তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। নীনবীর লোকদের আমি ভালোবাসতে পারিনি, কিন্তু আমার মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের ভালবাসলেন, কারণ তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।"

এটা কি সম্ভব যে কোন অধার্মিক, দুষ্ট পাপীদের প্রতি আপনার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রেম দেখাতে চান, কিন্তু এই লোকদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম ও পরিত্রাণের পথে আপনার বিদ্বেষ ও গভীর অপছন্দ বাধা সৃষ্টি করছে, অথচ প্রেম ও পরিত্রাণ দিয়ে ঈশ্বর তাদের ভরিয়ে দিতে চাইছেন? আপনি কি আপনার মধ্যে এক অত্যন্ত বিদ্বেষী ভাববাদির পক্ষপাতহীন ও সৎ-স্বীকারোক্তি দেখতে পাচ্ছেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মীখার ভাববাণী

মীখার পুস্তকে মীখা ভাববাদির তিনটি বিশেষ উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। কৃষিপ্রধান দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও বড় হয়ে ওঠেন; কিন্তু শমরিয়া ও যিরূশালেমের রাজধানী নগরগুলিতে প্রচার করতে এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল উভয় রাজ্যের রাজধানী নগরগুলির রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে ঈশ্বর তাঁকে আহবান দেন। ঐ রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতাদের আধারে ঈশ্বরের লোকেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ তুলে ধরতে অন্যান্য অনেক ভাববাদির সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

মীখার প্রথম উপদেশ (১:৩-৫)

মীখার তিনটি উপদেশের প্রথম উপদেশ পৃথিবীর সকল মানুষের উদ্দেশে নিবেদিত হলো, এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যের "কশাঘাত" লক্ষ্য করতে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। যেহেতু ঈশ্বরীয় পথ অনুসরণ করা ঈশ্বরের লোকদের পছন্দসই ছিল না, সুতরাং ভবিষ্যতে তাদের শাসন করার জন্য তিনি এক পরিকল্পনা রচনা করলেন ঃ "দেখ, আমি এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গলের কল্পনা করি, যাহা হইতে তোমরা আপন আপন গ্রীবা বাহির করিতে পারিবে না, এবং গর্ব করিয়া চলিতে পারিবে না, কেননা সেই সময় দুঃসময়" (২:৩)। এই পদ স্পষ্টভাবে বাবিলীয় এবং অশূরীয়দের জয় ও বন্দিত্ব উল্লেখ করেছে। এই বন্দিত্বগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল ও যিহূদাকে শাসন করলেন, এবং চরম দুষ্টতার প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতা, এবং তাঁর বিদ্রোহী সন্তানদের বিশ্বস্ত পিতারূপে তাঁর প্রেম দেখানোর দ্বারা এই শাসনে তাঁর পবিত্রতা ব্যক্ত হলো।

ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকদের প্রতিমাপূজা, দুর্নীতি ও আধ্যাত্মিক অনীহার প্রতি আঘাত হানলেন, যেন সারা বিশ্ব জানতে পারে যে তিনি পবিত্রতার উন্নতমান দেখতে চান। তাঁর লোকেদের অন্তিম পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় মহিমাও প্রকাশিত হলো, যা এই প্রথম উপদেশের শেষে মীখা প্রচার করলেন ঃ "হে যাকোব, আমি নিশ্চয় তোমার সমস্ত লোককে সমবেত করিব, আমি নিশ্চয়ই ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করিব" (২:১২)।

মীখার দ্বিতীয় উপদেশ (৩:১-৫:১৫)

সরকারের তিন স্তরের মানুষ জনদের উদ্দেশে মীখার দ্বিতীয় উপদেশ নিবেদিত হলো, এঁরা হলেন ঃ যাজকগণ, ভাববাদীগণ ও রাজনৈতিক শাসক। শিক্ষা দেওয়া যাজকের প্রাথমিক কর্ম ছিল, বাধ্য হওয়া সম্পর্কে লোকেদের উৎসাহ দেওয়া ভাববাদির প্রাথমিক কর্ম ছিল। শাসনকর্তার (শাসক) প্রাথমিক কর্তব্য ছিল ঈশ্বরের ধর্মসম্মত বা নৈতিক বিধান সমূহ বলবৎ করা। মীখার সময়ে যে সমস্যাযুক্ত বাধা ঈশ্বরের কর্মে অচল অবস্থা সৃষ্টি করছিল, তা ছিল ঈশ্বর-অভিষিক্ত তিনটি স্তরের নেতৃত্বের পরিকাঠামোতে বিকৃতি।

লোকদের প্রতি ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষাদান ও সফল করার পরিবর্তে যাজকেরা "উৎকোচ লইয়া বিচার" করা অথবা "বেতন লইয়া শিক্ষা" দেওয়া (৩:১১) পচ্ছন্দ করছিলেন। তাঁরা যাজকীয় কর্ম করার পেশা থেকে বিমুখ হলেন, এবং অর্থ উপার্জন করতে তাঁদের প্রাথমিক ঝোঁক দেখা গেল। যাজকদের এই বৈষয়িক মনোভাব দ্বারা মীখা অসুবিধায় পড়লেন, উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কিত যাঁর শিক্ষা শুনে তাঁরা স্বপক্ষত্যাগী

পেশাদার অপরাধী হয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে, "ভাববাদিগণ রৌপ্য লইয়া মন্ত্র" পড়ার দ্বারা (১১পদ) ঈশ্বরের আহবান এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা শুধুমাত্র পেশাদার ভাববাদী হওয়ার থেকে বিমুখ হলেন না, কিন্তু যাদুবিদ্যাতেও মনোযোগী হলেন। তাঁরা ভাববাণীমূলক প্রত্যাদেশগুলির পরিবর্তে তাঁদের নিজ নিজ স্বপ্ন প্রচার করছিলেন, এবং লাভ অর্জন করার জন্য ভাববাদীরূপে তাঁরা তাঁদের মর্যাদা কাজে লাগাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা সামান্য মূল্য পেলেন, মানুষের জন্য ভয়ানক বিচারের ভাববাণী দিলেন, এবং তাঁরা যথেষ্ট মূল্য পেলেন, তাদের জীবনের জন্য কল্যাণময় ভাববাণী তাঁরা উচ্চারণ করলেন, যারা তাঁদের মোটা অঙ্কের মূল্য দিলো।

সমাজপতিরাও "উৎকোচ লইয়া বিচার" উচ্চারণ দ্বারা (১১ পদ) কলঙ্কিত হলেন। তাঁদের প্রতি দত্ত অর্থ অনুযায়ী সমাজের এই নেতাগণ তাঁর অনুকূলে বা প্রতিকূলে বিচারাজ্ঞা উচ্চারণ করলেন, যে তাঁদের অর্থ দিলো। সমাজের রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্কর্ম সর্বদাই ছিল, এবং আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো।

মীখার প্রাথমিক উদ্বেগ হলো, যখন যাজকগণ বেতন প্রাপ্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, সাধারণ লোকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হলো, কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য শিখতে পারছিল না। যখন "ভাববাদীগণ রৌপ্য লইয়া মন্ত্র" পড়লেন, ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের বাক্য শোনার সুযোগ ছিল না। যখন সমাজের নেতাগণ অসাধু হলেন, লোকেরা বিভ্রান্ত হলো, এবং সরকার ও আইন শৃঙ্খলা এবং নিয়মের প্রতি আস্থা হারালো।

মীখা সেই সত্যের প্রতি জোর দিলেন যে মানুষের উদ্দেশে ঈশ্বর সরকারী - কর্ম রাখলেন, কিন্তু ঈশ্বর-অভিষিক্ত সরকার তখনই কাজ করতে পারে, যখন এতে দায়িত্বশীল মানুষজনেরা এই তিনটি স্তরে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কর্মের পক্ষে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে সমান্তরাল সংকল্প রাখে। যদি এই তিনটি স্তরে নেতাগণ অসাধু হন, তাহলে সরকারের পক্ষে ঈশ্বরের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটে। যেহেতু মীখার সময়ে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতাগণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্মত ছিলেন না, তাই জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য মীখা তাঁদের অভিযুক্ত করলেন।

ঈশ্বরের অন্তিম সমাধান

ইস্রায়েল ও যিহূদায় সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে জোরালো বক্তৃতার পরে মীখা ত্রাণকর্তা সম্বন্ধে এক ভাববাণীর মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য ও বিশ্বের সকল জাতির উদ্দেশে আশাব্যঞ্জক এক বাণী প্রচার করলেন। তিনি খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বভাস

দিলেন, "যিনি দাঁড়াইবেন, এবং সদাপ্রভুর শক্তিতে, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের মহিমাতে, (আপন পাল) চরাইবেন; তাই তাহারা বাস করিবে, কেননা তৎকালে তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহান্ হইবেন। আর ইনিই (আমাদের) শান্তি হইবেন" (৫:৪-৫)।

যখন যিরূশালেমে ও শমরিয়াতে মানব-সরকার ব্যর্থ হলো, তখন খ্রীষ্টের অন্তিম অধিকার ব্যর্থ হলো না, তিনি তাঁর লোকেদের জন্য সত্যিকার শান্তি আনলেন। তিনি এক ভাববাদী, যাজক ও রাজার নিখুঁত আদর্শ হবেন। মীখার দ্বিতীয় উপদেশের উপসংহার খ্রীষ্টকে নিখুঁত প্রশাসক রূপে উপস্থাপিত করলো। তিনি এক নতুন রাজ্য গড়বেন, যা কখনও শেষ বা বিকৃত হবে না। এই কারণে যখন খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এলেন, শিষ্যেরা অনেক বারই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, প্রভু, আপনি কখন্ সেই ত্রুটিমুক্ত ও অবিনশ্বর রাজ্য স্থাপন করবেন? (প্রেরিত ১:৬)।

মীখার তৃতীয় উপদেশ (৬ ও ৭ অধ্যায়)

মীখা তাঁর তৃতীয় উপদেশে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে এক রূপক আদালতের মামলা জাহির করলেন। তিনি প্রচার করলেন ঃ "তোমরা এক বার শুন, সদাপ্রভু কি বলিতেছেন; তুমি উঠ, পর্বতগণের সম্মুখে বিবাদ কর, উপপর্বতগণ তোমার রব শুনুক। হে পর্বতগণ, হে পৃথিবীর অটল ভিত্তিমূল সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বিবাদ-বাক্য শুন; কেননা আপন প্রজাগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ হইতেছে, তিনি ইস্রায়েলের সহিত বিচার করিতেছেন" (৬:১-২)।

মীখা যেমন ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের মামলা জাহির করলেন, অন্যদিকে ঈশ্বর তাঁর দয়া সম্পর্কে ইস্রায়েলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেহেতু তিনি মিশর থেকে তাদের বের করে আনলেন, এবং তাদের পরিচালনা করতে মোশি, হারোণ ও মিরিয়ামকে দিলেন (৪পদ)।

যেহেতু ঈশ্বরের সর্বাধিক দয়া পেয়েও ইস্রায়েলের লোকেরা অন্য দেবতাদের অনুগামী হলো এবং নিজেদের আকাঙ্খা পূরণ করলো, তাই ঈশ্বরের আদালতের সামনে মীখা মানুষের সংকটাবস্থা জাহির করলেন ঃ "আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইব, ঊর্ধস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইব? আমি কি হোমবলি লইয়া, একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে লইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব? সহস্র সহস্র মেষে ও অযুত অযুত তৈল প্রবাহে কি সদাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্মের নিমিত্ত কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব? আমার প্রাণের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব" (৬:৬,৭)।

ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার বিনিময়ে ইস্রায়েলের পাপরাশি সম্পর্কে মীখার অভিযোগপত্র

ইস্রায়েলের রক্ষা করা প্রসঙ্গে অনুপযুক্তের প্রমাণ দিলো। এই মামলাতে মীখা রায় দিলেন, পাপ-সম্পর্কিত কোন বলিদানই ইস্রায়েলের অসংখ্য পাপ আচ্ছাদিত করতে কখনও যথেষ্ট হবে না। আদালতের এই মহৎ মামলাতে মীখার জাহির করা সংকটাবস্থা তাঁর বাণীর ইতি টানার পক্ষে তাঁর শ্রোতাদের প্রস্তুত করলো ঃ "হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন ; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" (৮পদ)।

লোকদের বিপক্ষে ঈশ্বরের বিভিন্ন অভিযোগ, এবং ঈশ্বরকে শান্ত করতে তাদের অবশ্য করণীয় জানাবার পর ঈশ্বর মোশিকে দেখালেন যে মানুষ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থে কোন কিছু করতে পারেনা। শুধুমাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমে ঈশ্বর যখন অনুতপ্ত হৃদয় দেন, তখন মানুষ তার পাপ হেতু ক্ষমা পায়।

ভাববাণীসূচক আর একটা প্রত্যাদেশ জানিয়ে মীখা তাঁর তৃতীয় উপদেশ শেষ করলেন। ইস্রায়েলের প্রতি তিনি বললেন, শেষ দিনগুলিতে " জাতিগণ দেখিয়া আপনাদের সমস্ত পরাক্রমের বিষয়ে লজ্জিত হইবে; তাহার মুখে হস্ত দিবে, ও তাহাদের কর্ণ বধির হইবে .... তাহারা সভয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে আসিবে ও তোমা হইতে ভীত হইবে " (৭:১৬,১৭)।

এখানে এক ত্রাণকারী নেতার সফলতা পুনরায় আমাদের চোখে পড়ে, যিনি জাতিগণকে শাসন করবেন। এ ছাড়া, মীখার ভাববাণী অনুযায়ী এই প্রশাসক তাঁর মনোনীত লোকেদের প্রতি দয়ালু হবেন ঃ "তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত। তিনি ফিরিয়া আমাদের প্রতি করুণা করিবেন; তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিতকরিবেন; হাঁ, তুমি আপন লোকদের সমস্ত পাপ অগাধ জলে নিক্ষেপ করিবে, যাহা পূর্ব্বাকাল হইতে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করিয়াছিলে" (১৮ - ২০পদ)।

মীখার বাণীর ঈশ্বর হচ্ছেন এক সমব্যথী,দয়ালু ও নিঃশর্ত প্রেমিক ঈশ্বর। এর মানে হলো, ইতিবাচক ভূমিকা দ্বারা আমরা জয় করতে পারি না, অথবা ঈশ্বরের প্রেম পেতে পারি না। এটা শুধুমাত্র বিস্তৃত অনুগ্রহ - নেতিবাচক ভূমিকা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রেম হারাতে পারি না। বিষয়টির তাৎপর্য হলো, ভাববাদীগণের বাণী আশার বাণী, যা প্রেম ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের বুনিয়াদে স্থাপিত। পক্ষান্তরে, আমাদের স্বর্গস্থ পিতার ও অনুগ্রহ তাঁর ন্যায়ে ভারসাম্য বজায় রাখে - এক ন্যায্য আচরণ, যা কেবল তাঁর পুত্রের নিষ্কলংক মৃত্যুরূপ মূল্য দ্বারা সন্তুষ্টি প্রদান করে।

সপ্তম অধ্যায়

নহূমের ভাববাণী

ঐতিহাসিক কয়েকটি দৃশ্যশ্রেণী

ভাববাদীগণ, যাঁরা পুরাতন নিয়মের ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলি লিখলেন, চারটি নগরের জয় তাঁরা লিপিবদ্ধ করলেন, যথাঃ যিরাশালেম, শমরিয়া, বাবিল ও নীনবী। যিরাশালেম ও শমরিয়া যথাক্রমে যিহূদা ও ইস্রায়েলের দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল রাজ্যের রাজধানী নগর ছিল, যখন বাবিল ও নীনবী তাদের শত্রুদের রাজধানী-নগর ছিল। আমরা দেখেছি, যোনার প্রচারের ফলে নীনবীতে অনুতাপ ও পরিত্রাণ এলো। একই নগরের দুর্ভাগ্য ও সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন নহূমের ভাববাণীতে ঘোষিত হলো। ঐতিহাসিকভাবে প্রায় ১২০ বছর পরে নহূম যোনার অনুবর্তী হলেন।

যখন ইস্রায়েলের নির্দয়তম শত্রুদের রাজধানী শহরের অনুতাপ যোনার পুস্তকে লিপিবদ্ধ হলো, যোনার ক্রিয়াশীল প্রচার শুনে নীনবীর লোকেদের অনুতপ্ত হওয়ার ষাট বছর পরে অশূরিয়েরা ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চল রাজ্য জয় করলো, এবং ইস্রায়েলের দশটি জাতিকে অশূরে বন্দি করে রাখলো। অশূরীয়দের দ্বারা বন্দিত্বের প্রায় ষাট বছর পরে নীনবীর আসন্ন বিচার ও বিলোপসাধন সম্পর্কে নহূম ভাববাণী দিলেন। নীনবীর লোকেদের কাছে নহূমের প্রচারের তেইশ বছর পরে তাঁর এই ভীতিজনক ভাববাণীগুলি সফল হলো।

অশূরীয়দের জয়যাত্রা ও বিশ্বের সকল জাতির ক্রীতদাসত্ব অবর্ণনীয় নির্দয়তা। প্রাচীন ইতিহাসে তাদের বর্বরতা অভূতপূর্ব ছিল, এবং যেহেতু তারা বিশ্বের শক্তিধর সাম্রাজ্য হয়েছিল, তাই তাদের নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে সারা বিশ্ব ভীত ছিল। অশূরীয় সাম্রাজ্যের প্রধান স্থান ছিল নীনবী নগর, যা সমগ্র বিশ্বের রানী নগর নামে পরিচিত ছিল। সারা বিশ্বের এই মহৎ রানী নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হলো, যে সম্বন্ধে নহূম ভাববাদী ভাববাণী দিয়েছিলেন।

নীনবী ধ্বংস সম্বন্ধে নহূম ঘোষণা করলেন (১অধ্যায়)

নহূম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে নীনবীর পতন ঘোষিত হয়েছে। যদিও নগরের উভয় দিক্ দুটো নদী রক্ষা করছিল,তবুও নীনবীর পতন সম্বন্ধে নহূম তাঁর ভাববাণীতে বললেন ঃ "তিনি (ঈশ্বর) প্লাবনকারী বন্যা দ্বারা সেই স্থান সংহার করিবেন" (১:৮)। নগরের সীমানা সুরক্ষিত রেখে এই দুটো নদী নগরকে মজবুত রেখেছিল, কিন্তু নহূম

ভাববাণী দিলেন যে নগরের রক্ষা - উৎসে সদাপ্রভু হস্তক্ষেপ করবেন, নদী প্রচন্ড হয়ে উঠবে, জল উপচে পড়বে ও নগর উৎসন্ন হবে।

নহূম নামের মানে "সান্ত্বনাপূর্ণ", এবং তাঁর বাণী দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যের প্রতি পর্যাপ্ত সান্ত্বনা বহন করলো। অশূরীয়েরা ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চল রাজ্য দখল করেছিল, এবং দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য ভীত হলো, পাছে অশূরীয়েরা দক্ষিণে যায় ও তাদের রাজ্য জয় করে। অশূরীয়েরা উত্তরাঞ্চল রাজ্য জয়, এবং বিজিতদের বন্দি করার পরে দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য জয় করার অভিপ্রায়ে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলো। তারা ছেচল্লিশটা প্রাচীর - বেষ্টিত নগর জয় করলো, এবং ২০০,০০০ জন লোককে বন্দি করে নিয়ে গেল।

যিশাইয়ের ভাববাণী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় আমরা শিখলাম, যখন তারা যিরাশালেমের দ্বারসমূহে পৌঁছলো, সেই মহান ভাববাদির পরিচর্যার মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য পরিত্রাণ পেলো। অবজ্ঞাত সেই একটা জয়ের ভাবনায় অশূরীয়দের আক্রমণ সম্বন্ধে দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য আজও শংকিত। দেখুন, এ সম্পর্কে নহূম ভাববাণী দিলেন ঃ "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পূর্ণশক্তি ও বহুসংখ্যক হইলেও তাহারা অমনি ছিন্ন হইবে, এবং (রাজা) অতীত হইবে" (১২পদ)। যিহূদা রাজ্যের প্রতি সান্ত্বনা, শান্তি ও আশা দেওয়া হলো।

নীনবী ধ্বংস সম্বন্ধে নহূম বর্ণনা দিলেন (২পদ)

নহূমের ভাববাণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে নগরের পতন সম্বন্ধে নহূম পূর্ণ বিবরণ দিলেন। শত্রু সেনাবাহিনীর পোশাকের রং, এবং সূর্যালোকে তাদের ঢালগুলির ঝলক সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা দিলেন (৩পদ)। বিলুপ্তপ্রায় নগরের বিশৃঙ্খল এড়াতে পথে ছড়িয়ে পড়া উন্মত্ত রথগুলির ও মানুষ সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা দিলেন (৪পদ)। তাঁর ভাববাণী অনুযায়ী এই সেনাবাহিনী নগর ও দেশত্যাগ করলো; ওরা পেছন দিকে ফিরে দেখলো না (৮পদ)। নহূমের বর্ণনানুযায়ী রানীকে বিবস্ত্রা করা হলো ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দিদশায় রাখা হলো (৭পদ)। তাদের জানু ঠক্ঠক করে কাঁপতে লাগলো, কম্পিত হৃদয় গলিত হলো, বিস্মিত লোকেরা ম্লান বদনে ভয়ে শিহরিত হলো (১০পদ)। দক্ষিণাঞ্চল রাজ্য সম্বন্ধে এটাই পূর্ণ বিবরণ, যখন তাদের রাজধানী নগর ধ্বংসের মাধ্যমে ঈশ্বর সেখানে শান্তি ও সান্ত্বনা আনলেন।

নহূম নীনবী ধ্বংসের কারণ দেখালেন (৩ অধ্যায়)

নীনবীর ওপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষনের কয়েকটি কারণ নহূম লিপিবদ্ধ করলেন রক্তপাত, মিথ্যা কথা,নগর লুণ্ঠন ও ব্যাভিচার বিষয়ে নহূম তাদের অভিযুক্ত করলেন। প্রাচীন ইতিহাস বিদ্বান্গণ প্রতিবেদনে জানালেন যে অশূরীয়দের দ্বারা বিজিত লোকদের

অন্যান্য দেশে নির্বাসিত করা হলো, যেন তাদের জাতীয়তাবাদী দর্প চূর্ন হয়, এবং তাদের প্রতি ৰ্ব্বরোচিত অত্যাচার চালানো হলো। তারা বন্দিদের ছাল ছাড়িয়ে জীবিত রাখলো, এবং যখন তারা কোন নগর জয় করলো, সেখানকার অর্ধেক লোককে মেরে ফেললো, এবং নগর দ্বারে মাথার খুলিগুলি জড়ো করে রাখলো, যেন তাদের দয়াতে জীবিত লোকেরা আতংকিত থাকে।

যেহেতু দেশের প্রত্যেক জাতি নির্দয় অশূরীয়দের হাতে অত্যাচারিত হলো, তাদের ঈশ্বর বিহীন নিষ্ঠুরতার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নহূম তাদের জানালেন ঃ "বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ, আমি তোমার বস্ত্রের অঞ্চল তুলিয়া তোমার মুখের উপরে টানিয়া দিব, জাতিগণকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের লোকদিগকে তোমার লজ্জা দেখাব"(৩:৫)। "তোমার অঙ্গের প্রতীকার নাই; তোমার ক্ষত সাংঘাতিক;যাহারা তোমার বার্তা শুনিবে, তাহারা, তোমার উপরে হাততালী দিবে" (৩:১৯)।নীনবীর পতন সকল জাতির উদ্দেশে সান্ত্বনার এক উৎস হলো, তাদের নৃশংসতার ভয়ে যারা জীবিত রইল।

নহূম ঈশ্বরের চরিত্র জানালেন

ঈশ্বরের প্রেম ও ক্রোধ সম্বন্ধে ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দেন। ইব্রীয় পুস্তকে ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কিত শব্দ পদক্ষেপ রাখার ধারণা দেয়। আসলে, ঈশ্বরের ঐকান্তিক চরিত্র হলো প্রেম, কিন্তু সময় আসে, যখন লোকেদের চরম দুষ্টতা ও ঈশ্বরবিহীনতা তাঁর চরিত্রের অন্যদিক্ বলবৎ করতে তাঁকে পীড়াপিড়ি করে, যা তাঁর পবিত্রময়তা ও ন্যায্য আচরণ। এই প্রকার পরিস্থিতিতে তিনি ক্রোধ ও বিচার আরোপ করতে "অগ্রসর হন," কারণ পরিশেষে ঈশ্বরের পবিত্রময়তার সঙ্গে দুষ্টতা সহ-বস্থান করতে পারে না।

আমি এক প্রেমিক, শান্ত পিতাকে দেখেছি, যাঁকে কয়েক জন পুলিশ জেরা করলেন, যেহেতু তার সাত বছর বয়সী কন্যাকে এক জন পুরুষ বলাৎকার ও হত্যা করলো, যাকে থানাতে নিয়ে যাওয়া হলো। যদি সেই পিতার এমন চরিত্র হয়, যিনি প্রেম ও ভদ্রতা থেকে ক্রোধোন্মত্ত হন, তাহলে কি ঈশ্বর তাঁর চরিত্রে কোপাবিষ্ট পদক্ষেপ রাখার উপযুক্ত হন?

অতএব ঈশ্বরের ক্রোধ সম্বন্ধে আমরা এই সংজ্ঞা দিতে পারি, যথাঃ "স্থায়ী, স্থির, এবং পাপ ও মন্দতার প্রতি সম্পূর্ণ পবিত্রতার অন্তিম মনোভাব"। ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে আমরা এভাবেও বলতে পারি ঃ "তাঁর প্রেমে সৃষ্টবস্তুকে ধবংসকারীর প্রতি সম্পূর্ণ প্রেমের বিনষ্টকারী প্রতিকারী প্রতিক্রিয়া"। এ ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের প্রেমাষ্পদ জনেরা

ছিল তারা, অশূরীয়েরা যাদের অঙ্গহানি করলো, ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চল রাজ্য যাদের বন্দিদশায় রাখলো।

যিহূদার দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যের লোকদের মত এই নিশ্চ য়তায় আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি যে আমাদের ঈশ্বর, যিনি সিদ্ধি প্রেমের পূর্ণ নির্যাস, তিনি অবশেষে "হস্তক্ষেপ করবেন", এবং নিপীড়িত লোকদের পক্ষে তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করবেন। তিনি তাঁর পবিত্রময়তা ও ন্যায় আচরণের সম্পূর্ণ ও অন্তিম অভিব্যক্তির মন্দ লোকদের বিনষ্ট করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

হবক্কূকের ভাববাণী

এই ক্ষুদ্র ভাববাদী হবক্কূকের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাঁর সম্পর্কে তারা মনে করে, ভাববাদী হিসাবে তাঁর কোন উত্তর ছিল না, কিন্তু অনেক অনেক প্রশ্ন ছিল। প্রায়শই মনে হয়, তাঁর এমন এক মস্তিষ্ক রয়েছে, যা প্রশ্নবাচক চিহ্নের মত বেঁকে গিয়েছে। তাঁর ভাববাণী মূলক তিনটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে তিনি "কেন" প্রশ্নগুলি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে বারংবার রোদন করেছেন। এই কারণে অনেকে তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী ভাববাণীরূপে চিহ্নিত করেছে।

এক অজ্ঞেয়বাদী এক ব্যক্তি, যিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা জানি না, এবং হাজার হাজার বৎসর যাবৎ দার্শনিক ও ঈশতাত্ত্বিকদের অনেক ধরনের প্রশ্ন শুধানো হয়েছে। কোন একজন বর্ণনা দিলেন, এক ব্যক্তি হিসাবে অজ্ঞেয়বাদী বলেন ঃ "আমি জানি না;আপনি জানেন না, এবং কেউ জানে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে চিন্তা করা বুদ্ধি দীপ্ত কর্ম!" এক অজ্ঞেয়বাদী সম্পর্কে আমার মনে সর্বদা প্রশ্ন জাগে ঃ "যদি এটি জানা অসম্ভব, তাহলে আপনি কীভাবে জানবেন যে এটি জানা যায় না?"

ভাববাদীগণের কাছে আমার নিরীক্ষিত বিষয় হলো, কাল্পনিক সব ধরনের জীবনযাত্রা থেকে ঈশ্বর এই ভাববাদিদের আহ্বান দিলেন। পুরাতন নিয়মের ইতিহাস গ্রন্থ গুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে কেবল বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে ঈশ্বরকে প্রশংসিত করার জন্য দায়ূদ চার হাজার যাজক নিযুক্ত করেছিলেন;সেই উদ্দেশ্যে তাঁর এই নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছিল (১ বংশাবলি ২৩:৫)। আরাধনা ও সঙ্গীতধবনি তোলার এই লেবীয় পরিচর্যাকারীদের সম্পর্কে দায়ূদ অনেক গীত লিখলেন। হবক্কূক সেই সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর সংস্কৃতিগুলি মিলে যায় বলে আজকের দিনে আমরা তাঁকে এক কয়ার পরিচালক বা আরাধনা-নেতা বলতে পারি।

হবক্‌কূকের প্রহরী দুর্গ

"প্রচারকগণ সর্বদা অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন, যেগুলো কেউ শুধায় না, এবং তাঁরা লোকদের আঁচড় দেন, যেখানে চুলকানি থাকে না।" আমাদের মধ্যে যারা প্রচারক, কোন কোন সময় ঐ সমস্ত অভিযোগ অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করেন, কেননা তাঁদের অপরাধী বলার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে। হবক্‌কূকের সেই ভাবনা ছিল না।

হবক্‌কূক যিরমিয়ের সমসাময়িক মানুষ ছিলেন। তিনি সেই মহান ভাববাদির কড়া শাসন প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। আমার বিশ্বাস, হবক্‌কূক যুক্তি দিলেন, যিহূদার লোকেরা যদি তাদের আচরণ হেতু যিরমিয়ের মত এক মহান ভাববাদী দ্বারা শাসিত হলো, তাহলে এক কয়ার পরিচালককে তারা কিভাবে শাসাতে পারে, যিনি দাবি করলেন, তাদের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা পেলেন?

আমি প্ররোচিত হলাম যে হবক্‌কূক অতি গোপনীয় আক্ষরিক আকৃতি আবিষ্কার করলেন, যেখানে তাঁর ভাববাণী সম্পর্কে তিনি দাবি রাখলেন যে তিনি শ্রবণ করলেন, যিহূদার লোকেরা যেন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়, যে বাক্য তাদের জন্য তাঁকে দেওয়া হলো। আমি নিশ্চিত, হবক্‌কূক যখন বিভিন্ন প্রশ্ন শুধালেন, তিনি সেই প্রশ্নগুলি শুধালেন, যিহূদার লোকেরা যেগুলি প্রতিদিন ঈশ্বরকে ও পরস্পর জিজ্ঞেস করছিল।

যিহূদার লোকেরা অবিলম্বে যিরূশালেম নগরে বাবিলীয় সেনাবাহিনীর হানা সম্পর্কে আতঙ্কিত ছিল। তাদের প্রহরী দুর্গগুলিতে প্রহরী রাখা হলো, এবং প্রত্যেক জন ভয়ানক বাবিলীয়দের প্রথম সংকেত ও আওয়াজ জানতে ও শুনতে চাইলো। হবক্‌কূক ঘোষণা করলেন, তিনি এক আধ্যাত্মিক "প্রহরী-দুর্গ" নির্মাণ করবেন। তিনি নিজে সেই প্রহরী-দুর্গে থাকবেন, এবং তাঁর (তাদের) প্রশ্নগুলির উত্তর ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতে চাইবেন। পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর (তাদের) প্রশ্নগুলির উত্তর জানবার জন্য তিনি সজাগ থাকবেন, শুনবেন ও অপেক্ষা করবেন।

আমার অনুমান, লোকেরা হবক্‌কূককে উৎসাহ দিলো, যেন তিনি তাঁর "প্রহরী-দুর্গে" গিয়ে প্রশ্নগুলি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন, যেগুলি তাদের হৃদয়গুলিকে অত্যন্ত ভারগ্রস্ত রেখেছিল। যখন হবক্‌কূক তাঁর প্রহরী-দুর্গে গেলেন, তিনি ঈশ্বরকে শুধালেন, বাবিল নামে এক দুষ্ট দেশ তোমার মনোনীত লোকেদের ধ্বংস করবে কেন? তিনি শুধালেন ঃ "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল হইতে নহ? আমরা মারা পড়িব না; হে সদাপ্রভু, তুমি বিচারার্থেই উহাকে নিরূপণ করিয়াছ; হে শৈল, তুমি শাসনার্থেই উহাকে স্থাপন করিয়াছ। তুমি এমন নির্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে

পার না, এবং দুষ্কার্য্যের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করিতে পার না, তবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ? আর দুর্জ্জন আপনার অপেক্ষা ধার্মিক লোককে গ্রাস করিলে কেন নীরব থাক?" (১:১২, ১৩)।

হবক্‌কূক (এবং যিহূদার লোকেরা) কঠিন বাস্তব সম্পর্কে শংকিত ছিল, কেননা যিহূদার পাপ হেতু যিহূদাকে শাস্তি দিতে ঈশ্বর বাবিলীয়দের কাজে লাগিয়েছিলেন, কিন্তু হবক্‌কূক (এবং লোকেরা) তখনও বুঝতে পারছিল না ঈশ্বর তাঁর লোকদের তিরস্কৃত করতে ঈশ্বরবিহীন জাতিকে ব্যবহার করলেন কেন? মোট কথা, হবক্‌কূক (এবং লোকেরা) যুক্তি দেখালো, বাবিলীয়দের ঈশ্বরবিহীন দশা যিহূদার লোকদের লাগামছাড়া অধার্মিক বানালো। ঈশ্বর তাঁর লোকদের শাসন করার জন্য অধার্মিক জাতিকে ব্যবহার করলেন কেন?

এই সকল প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ নিয়ে হবক্‌কূক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছিলেন, যেগুলি কেবল তাঁর হৃদয়ে ছিল না, কিন্তু বাবিলীয় জয় ও বন্দি করার দোরগোড়ায় যিহূদার দন্ডপ্রাপ্ত সকল মানুষের অন্তরে ছিল। তাঁর (এবং তাদের) প্রশ্নগুলির উত্তর ঈশ্বরের কাছ থেকে জানবার জন্য তিনি বিনিদ্র ছিলেন, শুনতে চাইলেন ও প্রতীক্ষায় রইলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "আমি আপন প্রহরী কার্য্যের স্থানে দাঁড়াইব, দুর্গর উপরে অবস্থিত থাকিব; আমার আবেদনের বিষয়ে তিনি আমাকে কি বলবেন, এবং আমি কি উত্তর দিব, তাহা দেখিয়া বুঝিব" (২:১)।

হবক্‌কূকের বাণী

মানুষ জনদের পুলকিত হাবভাব অনুমান করুন, যখন হবক্‌কূক ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রহরী-দুর্গ থেকে তিনি ঈশ্বরের রব শুনলেন! এই ভাববাদী তাঁর সময়োপযোগী বাণী শোনাবার পক্ষে কত চাতুরীপূর্ণ ও কৌতূহল জাগানো আক্ষরিক আকৃতি বেছে নিলেন! হবক্‌কূক প্রচার করলেন, ঈশ্বর তাঁর (তাদের) প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন। যিহূদার মন্দতা নিরসনের পক্ষে শাসন করতে ঈশ্বর যদিও অধার্মিক জাতিকে কাজে লাগাচ্ছিলেন, তবুও ঈশ্বর হবক্‌কূককে উত্তর দিলেন যে বাবিলীয়দের বিশ্ব-সাম্রাজ্য দীর্ঘ কাল স্থায়ী হবে না। আমরা জেনেছি, শুধুমাত্র সত্তর বছরের জন্য বাবিলীয়দের বিশ্ব-সাম্রাজ্য টিকে রইল।

হবক্‌কূকের প্রহরী-দুর্গে ঈশ্বর হবক্‌কূককে জানালেন, বাবিলীয়দের ধ্বংসের বীজ তাদের অন্তরে ছিল। তিনি লিখলেন, ঈশ্বর তাঁকে বলেছেন, বাবিলীয়েরা তাদের অন্তরে অসরল ছিল। অপরিহার্যরূপে ঈশ্বর হবক্‌কূককে বললেন, যীশু তাঁর শিক্ষার মধ্যে বসেছিলেন ঃ "কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট

হইবে" (মথি ২৬:৫২)। তাদের বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর অধার্মিকতা দ্বারা তারা বিনষ্ট হবে ঃ "দেখ, তাহার প্রাণ দর্পে স্ফীত, তাহার অন্তর সরল নয়, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে। আবার মদ্য প্রযুক্ত সে বিশ্বাসঘাতক; সে অভিমানী বীর, সে ঘরে থাকে না; সে পাতালের ন্যায় অপরিমিত লোভী, সে মৃত্যুর সদৃশ, তৃপ্ত হয় না, কিন্তু সর্বজাতিকে একত্র করিয়া আত্মসাৎ করে, এবং সর্বলোকবৃন্দকে আপনার কাছে সংগ্রহ করে" (২:৪-৫)।

এখানে ঈশ্বরের বাক্যানুসারে বাবিল স্পষ্টভাবে "স্ফীত" ছিল, যার হৃদয় বা চিত্ত ছিল অসরল, অথবা নিজের মধ্যে যথাযথ ছিল না। কেবল ধার্মিক বা ধার্মিক ব্যক্তি, যে ঈশ্বরকে জানে, এবং তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলিতে বিশ্বাস দ্বারা জীবন যাপন করে, সে বাঁচবে (৪ পদ)।

"ধার্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে" কথাটির এক তর্জমা রয়েছে, কিন্তু এর প্রয়োগ অসংখ্য। আক্ষরিকভাবে, হবক্কূকের অনুসন্ধানের প্রতি এই প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে ঈশ্বর যিহূদার পক্ষে ভবিষ্যতের এক আশার শপথ জানালেন। যদি যিশাইয়ের মত, এবং বিশেষভাবে যিরমিয় সদৃশ ভাববাদির ভাববাণীতে তারা বিশ্বাস করে, তাহলে এক জাতি হিসাবে তারা জীবিত থাকবে ও স্বদেশে ফিরে যাবে। এই আশার মানে হলো, বাবিলের অধার্মিক জাতি অন্তিম বিজয়ী হবে না। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তিরা বাঁচবে, যদি বিশ্বস্ত ভাববাদিদের মাধ্যমে শোনা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহে তারা বিশ্বাস করে।

একটি অপ্রধান, অথচ গতিময় আবেদন নতুন নিয়মে পাওয়া যায়, যেখানে হবক্কূক থেকে এই পদটি তিন বার উল্লিখিত হয়েছে। প্রোটেস্টান্ট্ সংস্কার সাধনের সূত্রপাত ঘটলো, যখন মার্টিন লুথার নামে এক ক্যাথলিক যাজক রোমীয়দের প্রতি লিখিত পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ে এই পদ দেখতে পেলেন; ঐ সময় তিনি ঊষাকালীন ঈশ বন্দনায় তন্ময় ছিলেন (রোমীয় ১:১৭)। রোমীয়দের ও গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্রাবলী অবলম্বনে লুথারের ব্যাখ্যাগুলির দ্বারা ঐ সংস্কার সাধনের ঈশতত্ত্ব সুবিন্যস্ত হলো, যেখানে এই পদটিও চোখে পড়ে (গালাতীয় ৩:১১)। নূতন নিয়মে আর যে স্থানে এই পদ উদ্ধৃত হলো, সেটি মহৎ বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বাইবেলের অধ্যায়ে এক প্রাসঙ্গিক বিষয় (ইব্রীয় ১০:৩৮)।

হবক্কূকের সংগীত

এই অতি উৎসাহী কয়ার পরিচালক ভাববাদির কী হলো, সে সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ লিপি নেই। যখন যিরূশালেম নগরের পতন ঘটলো, অর্ধেক সংখ্যক লোককে বেপরোয়া হত্যা করা হলো, এবং অবশিষ্ট জীবিত লোকেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হলো। যদিও হবক্কূক জানতেন, বাবিলীয়দের দেশ জয় ও বন্দিত্ব আসন্ন ছিল, এবং তাদের সাম্রাজ্য সত্তর বছর স্থায়ী হবে, তবুও প্রশংসা-সংগীত-

ধ্বনি তুলে তিনি তাঁর বাণী বলা শেষ করলেন। এর পরে তাঁর কী হলো, আমরা জানতে পারি নি। কিন্তু তাঁর জানা ছিল যে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক ছিল। সত্তর বছর পরে যিহূদার পুনরুভ্যুত্থান ঘটলো, বাবিলে পতিত হলো, এবং যিহূদা ঈশ্বরের মনোনীত প্রজা হয়ে রইল।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস সন্দেহ নিয়ে হবক্কূক তাঁর ভাববাণী শুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রশংসা-সংগীত, উপাসনা ও সমাধান উল্লেখ সহকারে তিনি তাঁর ভাববাণীতে ইতি টানলেন। তিনি তাঁর ভাববাণীর উপসংহারে প্রত্যেক প্রজন্মে ও সংস্কৃতিতে ঈশ্বরের লোকেদের চরিত্র উপস্থাপন করলেন, যাদের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস প্রশংসা-সংগীতে বদলে গেল।

হবক্কূকের সংগীত ও আদর্শ তাঁর লিখিত সংগীতে এক উপযোগবাদী বিশ্বাসীর বিপরীত চিত্র দেখায়। উপযোগবাদী বিশ্বাসী এমন এক বিশ্বাসী, যিনি তাঁর ইচ্ছামত ঈশ্বরকে ব্যবহার করেন, যেমন আমরা প্রয়োজনে বিদ্যুৎ, জল অথবা সাধারণ যানবাহন কাজে লাগাই। হবক্কূকের সমাপ্তি সংগীতটি এক বিশ্বাসী জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, যিনি ঈশ্বরকে জানতেন, এবং এটাও তাঁর জানা ছিল যে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত মানুষ জনদের মাধ্যমে মশীহকে অগ্রবর্তী করা সম্পর্কে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলবেন না। হবক্কূকের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি ঈশ্বরীয় বচন সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বরের লোকেরা পুরোপুরি বিস্মৃত হবে না। তারা বন্দিদশায় থাকতে পারে, এবং তাদের পাপ হেতু শাসিত হতে পারে, কিন্তু তারা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে না, যত দিন না মশীহ-সম্বন্ধীয় ভাববাণীগুলি সফল হয়।

ইয়োবের চরম যাতনাকালে ঈশ্বর যেমন তাঁকে আশ্চর্যজনক প্রত্যাদেশ জানালেন, এবং যিরমিয় দুঃখের মাঝে বিলাপ পুস্তক লিখলেন, তেমনি অমানিশাময় জীবন চলাকালীন হবক্কূকের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এই বর্ণময় সংগীত দিলেন। সেই সংগীতের সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে উল্লিখিত হলো ঃ

> হে সদাপ্রভু, আমি তোমার বার্তা শুনিলাম, ভীত হইলাম;
> হে সদাপ্রভু, বৎসর-সমূহের মধ্যে তোমার কর্ম সজীব কর;
> বৎসর-সমূহের মধ্যে জ্ঞাত কর;
> কোপের সময়ে করুণা স্মরণ কর।
>
> যদিও ডুমুরবৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না,
> দ্রাক্ষালতায় ফল ধরিবে না,
> জিতবৃক্ষ ফলদানে বঞ্চনা করিবে,
> ও ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না,
> খোঁয়াড় হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে,

গোষ্ঠে গরু থাকিবে না;
তথাপি আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব,
আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাসিত হইব।
প্রভু সদাপ্রভুই আমার বল,
তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণ সদৃশ করেন,
তিনি আমার উচ্চস্থলী সকল দিয়া আমাকে গমন করাইবেন।

(কয়াক পরিচালকের উদ্দেশ্যে সুরারোপিত। এই গান গাইবার সময় গীতবৃন্দে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করা যেতে পারে।)

ব্যক্তিগত আবেদন

যদিও আমাদের মধ্যে থেকে সেইপ্রকার সংকটের মুখোমুখি হয়েছি, যেমন হবক্কূকের সংকট ছিল। যখন কয়েকটি সমস্যায় আমরা জড়িয়ে যাই, সমস্যাগুলি নিয়ে আমাদের দৈহিক, আবেগজনক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিতে আমরা মনোনিবেশ করি, অথবা এক আধ্যাত্মিক প্রহরীদুর্গ গড়তে পারি, যতক্ষণ না আমাদের জীবনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখতে পাই। আমরা কান খোলা রাখতে পারি, যতক্ষণ না ঈশ্বরের রব শুনি যে তিনি আমাদের জীবনে কর্মরত আছেন। এবারে হবক্কূকের মত আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করবো, যিনি আমাদের জীবনে কাজ করছেন।

আপনি কি কখনও আধ্যাত্মিক প্রহরী দুর্গ নির্মাণ করেছেন - এটা এমন এক জায়গা, যেখানে আপনি সজাগ থাকেন, প্রতীক্ষা করেন এবং কান খোলা রাখেন, যতক্ষণ না ঈশ্বরের রব শুনতে পান? হবক্কূকের গ্রন্থ আমাদের শিক্ষা দেয়, আধ্যাত্মিক প্রহরী দুর্গ আমরা গড়তে পারি ও আমাদের গড়া উচিত, এবং এই ভাবে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাই। তাঁর বাণী শোনার জন্য আমাদের ঐকান্তিক, আগ্রহভরা ও প্রতীক্ষারত সময়ে তিনি আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অন্য প্রজন্মের এক ঈশ্বরভক্ত পুরোহিত বলেছেন ঃ "আমাকে বলা হলো, ঈশ্বর আজকের দিনে তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন না, যেমন হবক্কূকের প্রতি তিনি বলেছিলেন। অধিকতর নির্ভুলভাবে বলা যাবে যে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের পক্ষে শোনে না, যেমন এই প্রতিভাবান ও ঈশ্বরভক্ত কয়ার পরিচালকের সময়ে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কথা শুনতো।"

নবম অধ্যায়

সফনিয়ের ভাববাণী

যোয়েল ভাববাদির মত সফনিয় সদাপ্রভুর দিনের ভাববাদী ছিলেন। যোয়েল যেখানে অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সদাপ্রভুর দিন সম্পর্কে জোরালো আবেদন রাখলেন, অন্যদিকে সফনিয় শুধুমাত্র সদাপ্রভুর শেষ দিন সম্পর্কিত ভাববাণীতে মনোনিবেশ করলেন, যেদিন শেষ ঘটনাগুলির মধ্যে সদাপ্রভুর দিনও উদ্‌যাপিত হবে, যে সম্বন্ধে যীশু, ভাববাদীগণ, এবং প্রেরিতগণ আমাদের জানিয়েছেন।

সদাপ্রভুর দিনের বিষয় (১ অধ্যায়)

যখন সফনিয় সদাপ্রভুর দিন সম্বন্ধে প্রচার করলেন, তিনি এক আকস্মিক বিপর্যয়ের বর্ণনা দিলেন, যা সৃষ্টির সকল স্তরে ঘটবে। সফনিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর ঘোষণা করলেন ঃ "আমি ভূতল হইতে সকলই সংহার করিব..... আমি মনুষ্য ও পশুগণকে সংহার করিব, আমি আকাশের পক্ষি গণকে, সমুদ্রের মৎসগণকে ও দুষ্টগণশুদ্ধ বিঘ্ন সকল সংহার করিব;হাঁ, আমি ভূতল হইতে মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব" (১:২-৩)।

সফনিয়ের ভাববাণী অনুযায়ী সদাপ্রভুর দিনে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে, এবং পৃথিবীতে মহা প্লাবন ও ভীষণ ভূমিকম্প হবে। এই মহা বিপর্যয় শুধুমাত্র যিহূদার লোকদের প্রতি ও ব্যাবিলনীয় গ্রেফতার কারীদের জীবনে ঘটবে না;এই তান্ডব দ্বারা বিশ্বের সকল মানুষ ও পশু, এবং সমুদ্রের পক্ষী ও মৎস্য নিশ্চিহ্ন হবে।

অন্য ভাববাদিদের মত সফনিয় সদাপ্রভুর শেষ দিন সম্বন্ধীয় ভাববাণী ও বাবিলীয় বন্দিদশা সম্পর্কিত ভাববাণী একসাথে দেখালেন, এবং পরবর্তী পদগুলিতে ঈশ্বরের এই বক্তব্য রাখলেন ঃ "আমি যিহূদার বিরুদ্ধে ও যিরূশালেম-নিবাসী সকলের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব..... সদাপ্রভুর সেই যজ্ঞের দিনে আমি অধ্যক্ষগণকে, রাজকুমার দিগকে ও বিজাতীয় পরিচ্ছদ পুরোহিতসকল লোককে দণ্ড দিব। আর যাহারা লম্ফ দিয়া গোবরাট উল্লঙ্ঘন করে, যাহারা আপনাদের প্রভুর গৃহ দৌরাত্মে ও ছলনায় পরিপূর্ণ করে, সেই দিন আমি তাহাদিগকে দণ্ড দিব" (১:৪, ৮-৯)।

মীখা ভাববাদির সঙ্গে সফনিয় ঐকমত্য হলেন, এবং লোকদের আধ্যাত্মিক অনীহা ও নৈতিক বিকৃতি হেতু যিহূদার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জোরালো অভিযোগ জানালেন। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতাদের অসংখ্য পাপের ফলে এই

অপ্রধান ভাববাদিদের ভাববাণী অনুযায়ী সকল মানুষের জীবনে ঈশ্বর দণ্ড আনলেন। নেতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি দণ্ড এনে নেতাদের দায়িত্ব সমূহে ঈশ্বর জোরালো আবেদন রাখলেন যে নেতাগণ তাঁদের লোকেদের কল্যান সাধনে দায়বদ্ধ।

সদাপ্রভুর দিনের বর্ণনা (২ অধ্যায়)

যদিও যিহূদার পাপ হেতু সফনিয় প্রাথমিকভাবে যিহূদার প্রতি ঈশ্বরের বিচারদণ্ড ঘোষণা করলেন, এ ছাড়াও সদাপ্রভুর দিন সম্বন্ধে তিনি ভাববাণী দিলেন, যা সকল জাতির প্রতি, বিশেষত যিহূদার লোকদের তাড়নাকারীদের ওপরে আরোপিত হবে ঃ "সেই মহৎ ও অন্তিম দিনে পৃথিবীর সকল মানুষ পৃথিবীতে তাদের কাজ সম্পর্কে বাধ্যতামূলক হিসাব দেবে, এবং সেটাই ঈশ্বরের শেষ সিদ্ধান্ত হবে। সফনিয় ঘোষণা করলেন, যারা আজীবন একমাত্র সত্য ঈশ্বরের আরাধনা করবে, সেই শেষ দিনে কেবল তারা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রেহাই পাবে"।

এই সত্য-তত্ত্ব প্রসঙ্গে সকল জাতিকে অনুতাপ করতে সফনিয় উৎসাহ দিলেন ঃ "হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা একত্র হও, হাঁ, একত্র হও, কেননা দণ্ডাজ্ঞা সফল হইবার সময় হইল, দিন তো তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে;সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নি তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িল, সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁহার শাসন পালন করিয়াছ যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর;হয়ত সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাইবে" (২:১-৩)।

যদিও অধার্মিক জাতিদের দ্বারা যিহূদার ওপরে ঈশ্বর দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, তারা একমাত্র সত্য ও জীবিত ঈশ্বরের সন্তান ছিল না। সদাপ্রভুর শেষ দিনে ঈশ্বর যে অগ্নি বর্ষণ করবেন সেই অগ্নির গ্রাস থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অনুতাপ করতে সফনিয় তাদের আহ্বান দিলেন।

সকল জাতির পাপ ও অধার্মিকতা হেতু সদাপ্রভুর দিনে বিপর্যয় ঘটবে। যিহূদার লোকজন ও অধার্মিক জাতিদের সম্পর্কে বর্ণনায় সফনিয় তাদের প্রাচুর্য, উদাসীনতা, অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, বিদ্রোহ এবং ঈশ্বরবিহীন জীবনের পাপরাশি দেখালেন। ঈশ্বরের লোকদের, এবং অধার্মিক জাতিসমূহের এই সকল পাপ হেতু ঈশ্বরের ক্রোধ জাগবে, এবং সফনিয়ের ভাববাণী অনুযায়ী সদাপ্রভুর শেষ দিনে প্রলয়কাণ্ড ঘটবে।

এবারে সফনীয় ভাববাণী দিলেন যে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বাসকারী জাতিদের ওপরে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা নেমে আসবে এবং তা সুদূর প্রসারী হবে, যখন "সেই অঞ্চল যিহূদা-

কুলের অবশিষ্টাংশের হইবে;তাহারা তাহার উপরে (আপন আপন পাল) চরাইবে..... কেননা তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন ও তাহাদের বন্দি-দশা ফিরাইবেন" (৭ পদ)। মোয়াব ও অম্মোন, এবং ইথিয়পিয়া ও অশূর-বাসীদের বিপক্ষে তিনি প্রচার করলেন, জানিয়ে দিলেন যে অধার্মিক জাতিরা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

সদাপ্রভুর দিনে নতুন সৃষ্টি (৩ অধ্যায়)

যদিও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের বিরোধিতা হেতু (৩:১-৪) যিহূদাকে সফনিয় ভৎর্সনা করলেন। দাবি জানালেন যে এই কারণে বাবিলে তাদের বন্দিদশায় থাকতে হবে, তবুও সদাপ্রভুর শেষ দিনে যিহূদার আশা থাকবে। সেই দিনে বিশ্বের সকল জাতি সদাপ্রভুকে ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করবে (৮-১১ পদ), এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন হবে ঃ "ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোক অন্যায় করিবে না, মিথ্যাকথা বলিবে না, এবং তাহাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না;বস্তুত তাহারা চরিবে ও শয়ন করিবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার কেহ থাকিবে না" (১৩ পদ)।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে যিহূদার লোকেদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সফনিয় পূর্বাভাস দিলেন, ঈশ্বর রক্ষা করবেন, এবং বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আনবেন ও শেষ দিন গুলিতে অবশিষ্ট বিশ্বস্ত জনেরা ঈশ্বরের প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকবে, ঐ সময় এক নতুন ও সৌন্দর্যময় সৃষ্টি হবে। আমরা দেখতে পাই যে ইষ্রা ও নহিমিয় নামে ইতিহাস পুস্তকগুলিতে উল্লিখিত ভাববাণীগুলি আংশিক সফল হয়েছে, এবং শেষ তিনজন ভাববাদির ভবিষ্যদ্বাণী আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। এঁরা বন্দিদশার পরবর্তী ভাববাদী, বাবিলীয় বন্দিদশা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত অবশিষ্টাংশের উদ্দেশ্যে যাঁরা পরিচর্যা করলেন।

যেহেতু সফনিয়ের ভাববাণী সদাপ্রভুর শেষ দিনের প্রতি আলোকপাত করে, সুতরাং অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত তাঁর ভাববাণী সম্পর্কে অনেকের বিশ্বাস যে জীবন্ত, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে মৃদুশীল, বিনম্র ও ধার্মিকজনদের জীবনে এই ভাববাণী সফল হয়। প্রেরিতেরা সকলে ইহূদী ছিলেন, এবং পৌল লিখলেন, পুনর্জাত সমস্ত পরজাতি অব্রাহামের সন্তান (গালাতীয় ৩:৭)। পৌলও এক ভাববাদী হন, যখন তিনি ভাববাণী দিলেন, ঈশ্বর ইহূদী জাতির কাছে ফিরে আসবেন, এবং "সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে" (রোমীয় ৯-১১)।

দশম অধ্যায়

হগয়ের ভাববাণী

আপনার পাঠেকরা সকল ভাববাণী পূর্বকালে অথবা বাবিলীয় বন্দিদশা চলাকালীন জীবিত ছিলেন ও প্রচার করলেন। হগয়, সখরিয় ও মালাখি ভাববাদীকে "বন্দির পরবর্তী ভাববাদী বলা হয়, কারণ বাবিলে বন্দিদশা থেকে প্রত্যাবর্তিত ইহূদিদের কাছে তাঁরা প্রচার করলেন। পুরাতন নিয়মের বারোটি ইতিহাস পুস্তক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ দেখায়, যখন সমস্ত লেখক ভাববাদী জীবিত ছিলেন ও প্রচার করলেন। শেষ তিনজন ভাববাদির পক্ষে ঐতিহাসিক কাঠামো জানতে ইষ্রা পুস্তক অথবা ঐ ঐতিহাসিক পুস্তক অবলম্বনে আমার লেখা পুস্তিকা (পুস্তিকা ৩ ও ৪) পড়ুন, যা আপনাকে মনে ধরিয়ে দেবে বাবিলীয় বন্দিদশা থেকে তিনটি পৃথক প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে আমরা কোন্ বিষয় জেনেছিলাম।

হগয় ও সখরিয় তাদের কাছে প্রচার করলেন, যারা বাবিলীয় বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা প্রথম দলের অংশ ছিল। মদীয় ও পারসীয়দের কাছে বাবিলীয় সাম্রাজ্য পতনের অব্যবহিত পরে প্রথম দলের প্রত্যাবর্তন ঘটে। বন্দিদশা থেকে ঐ প্রথম প্রত্যাবর্তনে কর্ম-বিবরণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ছিল। শলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণ করা প্রথম প্রত্যাবর্তনের দর্শনের কথা ছিল। সেই মিশনের উদ্দেশ্য হগয় ও সখরিয় ভাববাদির বাণীর অন্তর্নিহিত বিষয় হবে।

যিশাইয়ের অলৌকিক ভাববাণীর সফলতায় পারসীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যের সম্রাট মহান সাইরাস বন্দিদের মুক্ত হওয়ার রায় দিলেন ও মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য উপাদান সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন। যদিও মন্দির নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন এক গৌরবময় আশ্চর্য বিষয় ছিল, যখন তাদের আসল প্রত্যাবর্তন ততখানি মহিমামণ্ডিত ছিল না। মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে পঞ্চাশ হাজার হতশ্রী শরণার্থী ফিরে এলো। হয়তো তাদের চেহারা আজকের দিনে আমাদের দেখা উদ্বাস্তুদের মত ছিল।

একদা ওরা ছয়শো হাজার যুদ্ধবীর মানুষ হিসাবে পরাক্রমী সেনাবাহিনী ছিল, যারা সেই লোকদের ভীষণ ভয় করতো, যারা কনানের দুর্গবেষ্টিত মগরগুলিতে বসবাস করতো (যিহোশূয় ২:৯-১৪)। এখন তাদের সেনাবাহিনী নেই, এবং একটি জাতি হিসেবে তাদের পরিচিতি নেই। এছাড়া আকস্মিক ভীতি ও হতাশা যুক্ত হলো, যখন তারা জানতে পারলো অসংখ্য বিধর্মী তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়লো, যারা তাদের কল্যাণ চাইলো না। ঐতিহাসিক কাঠামোতে সাজানো শ্রেণীবদ্ধ নানা চিত্র, এবং হগয় ও সখরিয় ভাববাদির অভিজ্ঞতালব্ধ চ্যালেঞ্জ এখন আমরা তুলে ধরছি।

হগয়ের বাণী

যিরূশালেম ও যিহূদিয়াতে বসবাসকারী নির্বাসিত লোকদের বাবিলীয়েরা জয় করলো, এবং তাদের দেশ থেকে যিহূদাতে বন্দি করে রাখলো। মন্দির পুনর্নির্মাণ বিষয়ের প্রতি তারা তীব্র প্রতিবাদ জানালো। নিশ্চিত ক্রিয়াশীল ঘটনা হলো, একদা ঐ মন্দির ঘিরে এই ইহূদিরা প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল; অথচ একদা মন্দির পুনর্নির্মাণকারী যিহূদার এই লোকদের প্রতি জ্বালাতন ও উৎপীড়ন চালানো হলো। এই নিষ্ঠুর বিরোধী লোকদের সম্পর্কে যিহূদার লোকেরা এত ভয় পোষণ করলো যে পনেরো বৎসর অবধি তারা মন্দির সম্পর্কিত কাজকর্ম স্থগিত রাখলো। তাদের মিশনের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে তারা নিজেদের ঘর নির্মাণে ব্রতী হলো। এই সময় হগয় ভাববাদী এলেন!

স্মরণে রাখবেন, যে কোন বাধার বিপক্ষে ক্রন্দন করা এক ভাববাদির কর্ম ছিল, এবং ঈশ্বরের কর্ম স্থগিতকারী সেই বাধা দূরীকরণ না হওয়া অবধি তিনি আকুল আবেদন জানাতেন; এই ভাবে ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদন পুনরায় শুরু হত। হগয় জীবিতকালে যখন ঈশ্বরের কর্ম সম্পর্কে প্রচার করতেন, ঐ সময় মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ চলছিল। যিহূদার লোকেদের অগ্রগণ্যতায় সমস্যাজনক বাধা প্রাধান্য পেলো, যা ঈশ্বরের কর্ম সম্পন্ন বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করলো। হগয় চারটি মহৎ উপদেশ প্রচার করলেন, যা আক্ষরিকভাবে সেই মন্দির সম্পর্কে প্রচার ছিল।

হগয়ের প্রথম উপদেশ ঃ "তোমাদের অগ্রগণ্য বিষয়গুলিতে মনোযোগী হও!" (১ অধ্যায়)

হগয় লিখিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকের অর্ধেক স্থানে তাঁর প্রথম উপদেশের পরিণাম লিপিবদ্ধ আছে। এই উপদেশে হগয় যিহূদার লোকেদের চ্যালেঞ্জ দিলেন ঃ "তোমাদের পথসমূহ বিবেচনা করো!" সমগ্র বাইবেলের বাণী দুটি শব্দে সংক্ষিপ্ত করা যায়, যথা ঃ "প্রথমে ঈশ্বর!" এই নির্বাসিতদির উদ্দেশে হগয়ের চ্যালেঞ্জ ছিল অনিবার্য বিষয় ঃ "তোমাদের সময় ও ঈশ্বরের সময় বিবেচনা করো। তোমাদের নিজ নিজ গৃহ সম্পর্কে তোমাদের সময় আছে, কিন্তু ঈশ্বরের গৃহ সম্পর্কে তোমাদের সময় নেই।" ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার সময় হগয় প্রচার করলেন ঃ "তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা করিয়াছিলে, আর দেখ, অল্প পাইলে; এবং যাহা যাহা আনিয়াছিলে, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিলাম। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রহিয়াছে, তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে দৌড়িয়া যাইতেছ!" (১:৯)। একটি অনুবাদে হগয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত হলো যে তারা এমন এক চটের থলীতে টাকা রাখিয়াছিল, যা ছিদ্র

ছিল। যখন ঈশ্বরীয় পথ বিবেচনা করতে ঈশ্বর তাদের চ্যালেঞ্জ রাখলেন, ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী ঈশ্বর এমনই, যিনি তাদের চটের থলী ছিদ্র করলেন।

এই নির্বাসিতদের উদ্দেশে হগয় চ্যালেঞ্জ জানালেন, তোমরা তোমাদের পথ ও ঈশ্বরের পথ বিবেচনা করো। তাদের ভাঙ্গাচোরা অগ্রগণ্যতার ফলশ্রুতিতে তাদের কর্মে ও যিহূদার লোকদের ওপরে ঈশ্বর অনাবৃষ্টি আহ্বান করলেন (১০, ১১ পদ)। তাদের উদ্দেশে ঈশ্বর বৃষ্টি পাঠালেন না, কিন্তু এর বদলে দুর্ভিক্ষ পাঠালেন। তাদের কঠিন পরিশ্রমে কোন কিছু উৎপন্ন হলো না, এবং ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান না দেওয়ার ফলে তাদের সকল কর্ম পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো।

হগয় অবশ্যই এক পরাক্রমশীল প্রচারক ছিলেন, কারণ তাঁর প্রচার শুনে লোকেরা বাধ্য হওয়ার জন্য জাগ্রত হলো। তারা অগ্রগণ্য বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করলো, এবং মন্দির নির্মাণ কর্মে যোগ দিলো। আসলে হগয়ের প্রথম উপদেশ দুই ভাগে পাওয়া গেল। দ্বিতীয় অংশটি লোকেদের বাধ্য হওয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত ছিল। দ্বিতীয় অংশের অপরিহার্য উপাদানে ঈশ্বর বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি!" (১৩ পদ)। যখনই তারা তাদের অগ্রগণ্য বিষয়গুলিতে ঐক্যবদ্ধ হলো, ঈশ্বর তাদের সহবর্তী হলেন। তাদের ও তাদের কর্মে ঈশ্বর আশিস দিলেন, যখন তারা ঈশ্বরকে প্রথমে রাখলো।

হগয়ের দ্বিতীয় উপদেশ ঃ "তোমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ আশিসধারার প্রতি তোমরা মনোনিবেশ করো" (২:১-৯)

শলোমনের প্রথম মন্দির অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, যথা ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান মণি-মাণিক্য। শলোমনের সকল মহিমা ও সমস্ত সম্পদ সহযোগে মূল মন্দির নির্মিত হয়েছিল। যখন যিহূদার অবশিষ্ট লোকেরা শলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণ করলো, তারা সকলে দরিদ্র উদ্বাস্তু ছিল। বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা লোকদের কাছে কেবল মূল মন্দির থেকে তুলে আনা টুকরো টুকরো আলগা পাথর ছিল, অথবা পারসীয় সম্রাট মহান সাইরাস দ্বারা উপাদান আয়োজিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণকারীদের অনেকে কোন দিন প্রথম মন্দির দেখে নি, কারণ তারা তখন নির্বাসিত ছিল। প্রবীন জনেরা, যারা মূল মন্দির দেখেছিল, তারা নতুন মন্দির দেখে রোদন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারলো না, কেননা প্রথম মন্দিরের মত দ্বিতীয় মন্দির মহিমা বজায় রাখতে পারলো না (ইস্রা ৩:১২, ১৩)।

হগয় ভাববাদির দ্বিতীয় উপদেশে প্রধান লোকদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুঃখ ও হতাশা বর্ণিত হলো। হগয় তাদের মনে ধরিয়ে দিলেন যে মন্দিরের তাৎপর্য ছিল আধ্যাত্মিক,

এবং পার্থিব বা দৈহিক ছিল না। (প্রান্তরে সমবেত হওয়ার শিবির এক তাঁবু ছিল!)। এছাড়া হগয় নির্বাসিতদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মা ছিলেন।

হগয়ের দ্বিতীয় উপদেশ লোকেদের প্রয়োজন দেখালো, যেন তারা অভিজ্ঞতালব্ধ আশিসধারার প্রতি মনোনিবেশ করে। "দৃশ্যশ্রেণী" শব্দের মানে "অতীত পানে চেয়ে দেখা"। কোন কোন সময় কিছু বিষয় স্মরণ করতে শাস্ত্র আমাদের উৎসাহ দেয়, এবং অনেক সময় শাস্ত্র থেকে আমরা স্পষ্ট নির্দেশ পাই, যেন ফেলে আসা দিনগুলির কয়েকটি ঘটনা আমরা ভুলে যাই।

কোন কোন সময় পেছনে তাকালে আমরা এত বশি তিমিরে তলিয়ে যাই, যখন হগয়ের মত ভাববাদীকে ঈশ্বর ব্যবহার করেন, যেন "সুড়ঙ্গ দর্শনের" মত আমাদের অভিজ্ঞতা হয়, যেন সকল বাধা ও বিস্ময় সুস্পষ্ট হয়, যেন বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিনগুলি সহজ ভাবে দেখতে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমরা আমাদের করণীয় রূপায়িত করি। এটাই ছিল হগয়ের দ্বিতীয় উপদেশ-বাণীর অপরিহার্য উপাদান।

হগয়ের তৃতীয় উপদেশ ঃ "তোমাদের গতিবিধি সম্পর্কে মনোযোগী হও" (২:১০-১৯)

ইব্রীয় লোকেরা মন্দির পুনর্নির্মাণ করার পরে অবিলম্বে তাদের কর্মে আশীর্বাদ দেখতে চাইলো, যা হগয়ের প্রথম উপদেশের দ্বিতীয় অংশে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ভরা বর্ষায়, শীতকালে তারা মাসের পর মাস কাজ করলো, কিন্তু প্রত্যাশিত আশীর্বাদ পেলো না।

লোকেদের হতাশার প্রতি হগয় দুটি প্রশ্ন রাখলেন। যেহেতু শাস্ত্র সম্বন্ধে যাজকগণ লোকদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন, সুতরাং যাজকগণের কাছে তিনি দুটি প্রশ্ন শুধালেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ "যদি কেউ তার পোশাকে পবিত্র মাংস বহন করে, তার স্পর্শে অন্যান্য বস্তু কি পবিত্র থাকবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যাজকগণ বললেন, "না"। তিনি দ্বিতীয় প্রশ্নে শুধালেন, "যদি কোন ব্যক্তি অশুচি থাকে, তার স্পর্শে অন্যান্য বস্তু কি অশুচি হবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যাজকগণ সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ"।

এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন দ্বারা তিনি পরিবর্তনের বর্ণনা দিলেন, নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তনের পর মন্দিরে যা ঘটলো। নির্বাসিত হওয়ার আগে তারা অশুচি মানুষের মত ছিল। তাদের পাপের ফলে তারা যা স্পর্শ করলো, তা অশুচি হলো। কিন্তু নির্বাসন চলাকালীন প্রাপ্ত শাস্তি দ্বারা তারা শুচি হলো, এবং এখন মন্দির নির্মাণে তাদের কর্ম পবিত্র বিবেচিত হলো।

পক্ষান্তরে, তাদের বোধগম্যের বিষয় ছিল, কোন রোগের মত পবিত্রতা অবিলম্বে অনুসৃত হয় না। সেই ভাবে পাপ হয়, কিন্তু পবিত্র হওয়ার জন্য সময় লাগে। যদি কেবল আমাদের বাধ্যতার মাধ্যমে আশীর্বাদ মঞ্জুর হয়, তাহলে ঈশ্বরের আশিসধারা আমাদের কর্মের ফল হয়, তাঁর অনুগ্রহ নয়। পবিত্র হওয়ার জন্য আমাদের অভিপ্রায় শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থেকে নির্গত হওয়া চাই, আশীর্বাদ লাভের আশায় আমাদের আকাঙ্খা থেকে নয়। হগয় তাঁর তৃতীয় উপদেশে মন্দির পুনর্নির্মাণ দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করার পক্ষে মনোযোগী হওয়ার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ জানালেন।

হগয়ের চতুর্থ উপদেশ ঃ "কম্পমান বিষয়গুলিতে তোমরা আকর্ষিত হও" (২:২১-২৩)

যখন তারা যিরূশালেমে ফিরে এলো, নিজেদের রক্ষার নিমিত্তে তাদের কোন অবলম্বন ছিল না, এবং সত্তর বৎসর বন্দিদশা এবং ক্রীতদাসত্বের পরে তাদের ভয় ছিল, পাছে বিভিন্ন জাতি পুনরায় তাদের বন্দি করে ও তাদের স্কন্ধে ক্রীতদাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়।

হগয়ের চতুর্থ উপদেশ তাদের ভীতি সম্পর্কিত চেতনা-বাক্য। তিনি ভাববাণী দিলেন, তাদের ভীতিজনক জাতিগুলিকে ঈশ্বর ছুঁড়ে ফেলবেন, এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হবে।

চতুর্থ উপদেশে হগয় ভাববাণী দিলেন যে পৃথিবীর কয়েকটি বস্তু বাদ দিয়ে অন্য সকল বস্তু ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে কম্পিত হবে। ইব্রীয় পুস্তকের গ্রন্থকার হগয়ের দ্বিতীয় উপদেশ থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, এবং আমাদের জানালেন যে আমরা এমন এক রাজ্য পেয়েছি, যে রাজ্য টলমল করবে না (ইব্রীয় ১২:২৬-২৯)। এটাই হগয়ের চতুর্থ উপদেশের অনিবার্য উপাদান।

ব্যক্তিগত আবেদন

আজ আপনার জীবনে এই মহান্ ভাববাদির প্রচার প্রয়োগ করুন। আপনার অগ্রগণ্য বিষয় কী কী? আপনার কর্মে কি ঈশ্বর আশিস দিচ্ছেন? আপনার আধ্যাত্মিক জীবনে আপনি কেমন আছেন? এই নির্বাসিতদের ত্রুটিযুক্ত অগ্রগণ্য বিষয়গুলিতে ঈশ্বরীয় বিচারের জঘন্য অংশ হলো, মানুষের ওপরে ও তাদের কর্মের বিপক্ষে ঈশ্বর অনাবৃষ্টি আনলেন। আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন যে আপনি আত্মিক খরা জানতে পারলেন। যদি আপনার কায়িক পরিশ্রমে ঈশ্বর আশিস না দেন, এবং আধ্যাত্মিক মরুভূমিগুলির

একটিতে আপনি নিজেকে দেখতে পান, তাহলে হগয়ের ভক্তিমূলক বাণী আপনার জন্য রয়েছে, যথা ঃ "তোমাদের পথসমূহ ও ঈশ্বরের পথসমূহ বিবেচনা করো"।

আপনার জীবনে অতীতের কার্যধারা কী প্রকার? আপনি কি যথার্থ সুড়ঙ্গ দর্শন করেছেন? আপনি কি পেছন পানে দেখা অব্যাহত রেখেছেন, এবং আপনার জীবনে ঈশ্বরের অতীত কর্মের তুলনা করছেন, যখন আজ ও আগামীকাল ঈশ্বরের কর্মে মনোনিবেশ করতে ঈশ্বর আপনার কাছে আশা রাখছেন?

সদাপ্রভুর সেবা করা সম্পর্কে আপনার অভিপ্রায় কেমন? সদাপ্রভুর সেবায় থাকাকালীন আপনি কি অবিলম্বে আশিসধন্য হতে চাইছেন? আপনি কি এই কারণে ঈশ্বরের কর্ম করছেন, যেহেতু অচিরে পুরস্কৃত হওয়ার প্রত্যাশী হয়েছেন?

আপনার ভীতিজনক বিষয় কী কী? আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে হগয় পিতরকে আনলেন, যেন আপনার সকল ভাবনার ভার আপনি ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেন, কেননা আপনার জন্য তিনি চিন্তা-ভাবনা করেন (১ পিতর ৫:৭)। যেহেতু আপনি হগয়ের ভাববাণী পড়েছেন, সুতরাং আপনার অগ্রগণ্যতায়, আপনার অতীত অভিজ্ঞতায়, আপনার অভিপ্রায়ে আপনার বিশ্বাস মনস্ক থাকুন।

একাদশ অধ্যায়

সখরিয়ের ভাববাণী

যখন হগয় তাঁর চারটি প্রাণবন্ত উপদেশ প্রচার করলেন, বয়সের দিক্ থেকে তাঁর চেয়ে অনেক নবীন ভাববাদী সখরিয়ের বক্তব্য ছিল হগয়ের প্রতি, যে সময় হগয়ের পক্ষে কেউ ছিল না, এবং অরক্ষিত লোকদেরও নিরাপত্তা লাভের কোন উপায় ছিল না। আশাহীন এবং উৎসাহহীন লোকেরা হতাশার জায়গায় পৌঁছেছিল। ঐ সময় আশাহত ও পরাজিত লোকেরা যাতনার দাপটে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল। ঐ সমস্ত লোকের "বলবান্ হও ও কর্ম করো" কথার চেয়ে অধিকতর সঞ্জীবনী বাণী শোনার প্রয়োজন ছিল। লোকেরা হতাশার মধ্যে ছিল, কারণ তারা এক সংকট বা দুর্দশা উপলব্ধি করছিল, এবং সকলে তাদের সংকটজনক দুরবস্থা চাক্ষুষ করলো।

ভাববাদিদের বলা হলো "ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা", কারণ পেছনে, সামনে ও সংকটের মাঝে কর্মরত ঈশ্বরকে তাঁরা দেখতে পেলেন। এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যা দেখলেন, অন্য লোকেরা তা দেখতে পেলো না, কারণ এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঈশ্বরকে দেখলেন। সমগ্র

বাইবেলে সখরিয় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মহত্তম উদাহরণ গুলির অন্যতম উদাহরণ।

সখরিয় বিশ্বাস করলেন, যিহূদার ভেঙ্গে পড়া লোকেদের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দর্শন প্রয়োজন, যিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন, তাদের শক্তি দিলেন, এবং যিনি তাদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। পরাজিত, হতাশাগ্রস্থ ও নিরাশ শরণার্থীদের উদ্দেশে সখরিয়ের প্রচার ঈশ্বর কাজে লাগালেন, যা তাদের চোখে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এক দর্শন মনে হলো।

সখরিয়ের আক্ষরিক আকৃতি

এই নির্বাসন, এবং আপনাকে ও আমাকে নিয়ে সখরিয়ের ভাববাণীর অভ্যন্তরে আটটি দর্শন রয়েছে। একটি সমস্যায় তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, যেখানে বন্দিদশা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত নিরুৎসাহ ও নিরাশ ইহূদিদের খাওয়ানো হলো। পরে এক কাল্পনিক যবনিকা তিনি উন্মোচন করবেন, এবং সেই সমস্যার পেছনে কর্মরত ঈশ্বরের এক প্রত্যাদেশ জানাবেন। এই প্রাণবন্ত ভাববাণীতে তিনি আটবার এই কাজ করবেন। সেটাই সখরিয় পুস্তকের আক্ষরিক আকৃতি।

সখরিয়ের বাণী

সখরিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর বাণী দিলেন ঃ "তোমরা আমার নিকটে ফিরিয়া আসিও;আমিও তোমাদের নিকটে ফিরিয়া যাইব"। আজকের দিনে ইস্রায়েলে ইহূদিদের মত এই নির্বাসিতেরা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছিল, যা কয়েকজন ভাববাদীর ভাববাণী ছিল। সখরিয়ের প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকদের আত্মিক প্রত্যাবর্তন চাইলেন, কোন নগরে বা মন্দিরে নয়, কিন্তু তারা যেন তাঁর কাছে ফিরে আসে। আজকের দিনে ইস্রায়েলের ইহূদিদের প্রতি এখনও পরিষ্কারভাবে এই ভাববাণী পূর্ণ না হলেও সখরিয়, অন্যান্য ভাববাদী ও প্রেরিত পৌলের ভাববাণী অনুযায়ী আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তন ঘটবে, যখন "সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে" (সখরিয় ৮:২০-২৩;রোমীয় ১১:২৬;যিশাইয় ৫৯:২০, ২১)।

সখরিয় তিপ্পান্ন বার "বাহিনীগণের সদাপ্রভু" শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, যা ঈশ্বরকে দূতগণের, তারকামালার ও প্রকৃতির সকল শক্তির প্রভু রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনার্থে ব্যবহার করেন। এক অর্থে সখরিয়ের সমস্ত ভাববাদী আমাদের জানাবে যে একদা তিনি "বাহিনীগণের সদাপ্রভু" রূপে ঈশ্বরকে দেখলেন, যখন ঈশ্বরের লোকেরা রাজনৈতিকভাবে ও সামরিকভাবে দুর্বল ছিল।

সখরিয় দেখলেন, ঈশ্বরের লোকেদের পক্ষে তিনটি উপায়ে বাহিনীগণের সদাপ্রভু

কাজ করছেন। প্রথমে, স্বয়ং বাহিনীগণের সদাপ্রভু ছিলেন। দ্বিতীয় ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে ঈশ্বর তাঁর কাছে তাঁর লোকেদের ফিরিয়ে আনবেন, যাকে সখরিয় বলেছেন "অবশিষ্টাংশ"। যিশাইয়ের ছেষট্টিটি অধ্যায় ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাববাদির চেয়ে সখরিয় তাঁর চৌদ্দ অধ্যায়ে অধিক উদ্ধারকারী ভাববাণী উল্লেখ করেছেন। সখরিয় দ্বারা কথিত ভাববাণীর সফলতায় যখন মশীহ এলেন, এই মশীহ বা খ্রীষ্ট সুস্পষ্টভাবে ও জোরালোভাবে ঈশ্বরের লোকদের বললেন ঃ "আমিই (ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার) পথ ..... আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)।

সখরিয় তৃতীয় ভাবে প্রচার করলেন যে ঈশ্বর আমাদের কাছে ফিরে আসবেন ও তাঁর কাছে আমাদের আকর্ষণ করবেন বিষয়টা জনপ্রিয় পেন্টিকস্ট্যাল প্রতিজ্ঞা ঃ "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন" (৪:৬)। পেন্টিকস্টের মহৎ অলৌকিক ঘটনা ও সেই মহৎ দিনে ঈশ্বরের প্রজাদের ওপরে আশিসধারা বর্ষণ সম্পর্কে সখরিয় ভাববাণী দিলেন।

এই ভাবে ত্রিত্ব সম্বন্ধে সখরিয় এক চমৎকার চিত্ত আঁকলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু হলেন পিতা ঈশ্বর। দ্রাক্ষালতার মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পথ, যিনি পুত্র। যখন ঈশ্বরের প্রজারা পুত্ররূপ পথ বেয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, পুত্র তাদের প্রতি পবিত্র আত্মার পেন্টিকস্ট্যাল পরাক্রম প্রদান করেন।

সখরিয়ের আটটি দর্শন

গ্রীক শব্দ ''apocalypse'' মানে "প্রত্যাদেশ"। প্রত্যাদেশ মানে উন্মোচন। ''apocalypse'' শব্দের মানে "পর্দা উন্মোচন করা ও প্রত্যাদেশ জানিয়ে দেওয়া; অন্যথায় এই সংবাদ কোন দিন জানা যাবে না।" সখরিয় আটবার পর্দা টেনে ধরলেন, এবং পর্দার আড়ালে ঈশ্বর কিভাবে কাজ করছেন, সেই আগামী ঘটনা ঈশ্বরের প্রজাদের দেখালেন। ঈশ্বরের দুর্বল লোকদের সবল করতে, এবং ঈশ্বরের হতাশ লোকদের আশা জাগাতে ঈশ্বর সখরিয়কে ঐ সমস্ত দর্শন দেখালেন।

প্রথম দর্শন ঃ ছায়াঘন স্থানের দর্শন (১:৭-১৭)

বাইবেল সম্পর্কিত অধিক সংখ্যক বিদ্বান্ ব্যক্তির মতানুসারে গভীর খাদের ধারে বৃক্ষরাজির মাঝে দণ্ডায়মান ব্যক্তি অবস্থান্তরিত জটিল অভিজ্ঞতার প্রতীক, যা ঐ নির্বাসিতেরা জানতে পারলো। তাদের ক্রীতদাসত্ব ও বাবিলে বন্দিত্ব থেকে অলৌকিক প্রত্যাবর্তন, এবং মন্দিরের টুকরো টুকরো পাথর বসানোর চ্যালেঞ্জের মাঝখানের সময়টা

এই লোকদের পক্ষে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক সময় ছিল। অন্য কথায়, এক গভীর খাদের তলদেশে তারা নিজেদের দেখতে পেলো। "পর্দার সামনে" দৃশ্য সমস্যাযুক্ত-বাধা, অর্থাৎ তাদের নৈরাশ্যজনক বিষয় ছিল অনস্বীকার্য বাস্তব, যা একটি জাতি নয়, কিন্তু দরিদ্র শরণার্থীদের ম্লান-বদন। এরা অবস্থান্তরিত ভয়ানক সময়ের একাংশ।

যখন সখরিয় পর্দা সরালেন, তিনি যাঁকে দেখতে পেলেন, তাঁর চেহারা "প্রহরীর" মত, যিনি বাহিনীগণের সদাপ্রভু। ঈশ্বর সচেতন ছিলেন, এবং তিনি তাঁর প্রজাদের অবস্থানতরিত দশা লক্ষ্য করছিলেন। আসলে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের বন্দিদশা অলৌকিকভাবে ঘোচালেন। ঈশ্বর তাঁর সময়ে ও তাঁর পথে তাঁর প্রজাদের স্বদেশ পুরোপুরি পুনঃস্থাপন করে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবেন, এবং তাদের চিত্ত তাঁর দিকে ফেরাবেন।

যখন ঈশ্বর আমাদের জীবনে নতুন কিছু ঘটাতে চান, যখন নতুন কোন স্থানে যেতে আমাদের আহ্বান দেন। অধিকাংশ সময় তিনটি বাধার মধ্যে তিনি হাজির থাকেন। যেহেতু প্রাথমকি ভাবে আমরা নিরাপদ-বলয়ের প্রাণী, পুরানো নিরাপদ বাসা ছাড়তে চাই না, যেখানে এখন আমরা বসবাস ও পরিচর্যা করছি। অতএব, নতুন স্থানে যাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ জানার আগে পুরানো স্থান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। এই কারণে ঈশ্বরের আহ্বানে প্রায়শই দুটো দিক্ থাকে..... সামনের দিক্ থেকে টান ও পেছন দিক্ থেকে পদাঘাত। অন্য কথায়, পুরানো দশা থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের প্রতি ঈশ্বর চরম তৎপরতা দেখান, যেন নতুন স্থানে তিনি আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। আপনি কি সেই সমস্ত সময় ভাবতে পারেন, যখন তিনি আপনার জন্য অলৌকিক কর্ম করলেন? এই অলৌকিক সমূহকে আমি "স্বর্গীয় মধ্যস্থতা" বলি।

যখন আমরা পুরানো ও নতুনের মাঝখানে থাকি, ঈশ্বর যেন সেই দশায় আমাদের রাখেন, যেন অবস্থান্তর চলাকালীন তিনি আমাদের টানেন। এবারে তিনি আমাদের চিত্ত স্থির করবেন, যেন নতুন স্থানে আমরা স্থাপিত হই, এবং আমাদের জীবনে তিনি তাঁর ইচ্ছা ও পরিচর্যা সাধন করেন। যখন ইস্রায়েল সন্তানরা মিশরে ছিল, এংব ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত দেশে তাদের নিয়ে যেতে চাইলেন, ঈশ্বর এই ভাবে অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের বর্ণনা দিলেন ঃ "আমি তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, যেন সেই দেশে পৌঁছাইয়া দেই" (২ বিবরণ ৬:২৩)।

দ্বিতীয় দর্শন ঃ চারটি শৃঙ্গ (১:১৮-২১)

বাইবেলে উল্লিখিত শৃঙ্গগুলি পরাক্রমের প্রতীক। পর্দার সামনে দৃশ্য সমস্যাজনক বাধা, যা তাদের ভয় দেখাচ্ছিল, তা ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যের ভীতিজনক পরাক্রম, যা তাদের

পরাস্ত করলো ও ক্রীতদাসত্বে রাখলো, যখন তারা এক বলবান জাতি ছিল। বিশ্ব-পরাক্রম সহজেই পুনরায় তাদের পরাস্ত ও ক্রীতদাস করতে পারে।

যখন সখরিয় পর্দা সরালেন, তিনি যা দেখলেন, নির্বাসিতদের তা দেখালেন। এই দৃশ্য দেখে তাদের জীবনে সাহস ও আশা সঞ্চারিত হলো। পর্দার পিছনে বিশ্ব-পরাক্রমের সামনে সখরিয় বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে প্রকাশ করলেন, যিনি ঐ "শৃঙ্গগুলি" বা বিশ্ব-পরাক্রমকে ধবংস করবেন, যাদের সম্পর্কে তারা ভীত, পাছে এই বিশ্ব-পরাক্রম তাদের পরাস্ত করে ও ক্রীতদাস বানায়।

তৃতীয় দর্শন ঃ যিরূশালেম নগর (২:১-৪, ১০-১৩)

পর্দার সামনে দৃশ্য সমস্যা ছিল টুকরো টুকরো পাথর, যার সুবাদে যিরূশালেম নগর ছিল সৌন্দর্যময়। যখন সখরিয় পর্দা টানলেন, তিনি যা দেখলেন, লোকদেরও তা দেখালেন;তারা দেখতে পেলো প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যময় যিরূশালেম নগর। এই প্রত্যাদেশ তাদের দেখিয়ে দিলো, কেবল খণ্ড খণ্ড প্রস্তর খচিত কত মহৎ নগর নির্মিত হলো, যা পরিমাণ করা গেল না। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্বারা এই নগর সুরক্ষিত রইল, এবং এই যিরূশালেমকে প্রাচীর-বেষ্টিত রাখার প্রয়োজন হলো না।

যিরূশালেম ও মন্দির এক নগরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো, এবং যীশু অনেকবার মন্দিরে গিয়েছিলেন। যীশুর সময়ের চল্লিশ বছর পরে রোম এই নগর ধূলায় মিশিয়ে দিলো, এবং আজকের দিনে পুনরায় এই নগর গড়ে উঠলো। উপাসনা করার রীতিনীতি, যার সঙ্গে পশু বলির নৈবেদ্য সংযুক্ত ছিল, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সেগুলো গুঁড়িয়ে দিলো। সখরিয়ের এই ভাববাণী যখন আংশিকভাবে পূর্ণ হলো, তখন খ্রীষ্টের পূর্বে যিরূশালেম পুনঃস্থাপিত হলো, এবং রোমীয়দের দ্বারা যিরূশালেম পুনরায় ভয়ানকভাবে ধবংস হওয়ার পরে নতুন যিরূশালেমে এই ভাববাণী পুরোপুরি পূর্ণ হবে, যা প্রেরিত যোহন ভাববাণী মূলক ভাবে লিপিবদ্ধ করলেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:২)।

চতুর্থ দর্শন ঃ ভ্রাতৃগণের অভিযোগকারী (৩:১-২; ৮-১০)

পর্দার সামনে যে সমস্যার প্রতি সখরিয় আলোকপাত করলেন, তা হলো, নির্বাসিত ও হতাশাগ্রস্তদের জন্য তিনি যিহোশূয়কে দেখলেন, তাদের এই মহাযাজক মলিন বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। এই দর্শনে শয়তান যিহোশূয়ের প্রতি দোষারোপ করছিল। প্রতিমাপূজা পাপের ভয়ানক মর্চা, যা বন্দিত্ব-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্ষমা ও অপসারিত করা হলো, সেই পাপের মর্চা শয়তানের এই সকল জোরালো অভিযোগ অপেক্ষা অধিক।

শয়তান অর্থাৎ অভিযোগকারী পাপ রাশির পরিণাম বা মর্চা কাজে লাগায়, যেগুলো ক্ষমা হয়ে গেলেও দিয়াবল ভ্রাতৃগণের বিপক্ষে দিবানিশি অভিযোগ আনে। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে আমাদের বলা হয়েছে, যখন দিয়াবলের এই কার্য ঝেড়ে ফেলা হবে, তখন পরিত্রাণ, শক্তি, আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য, এবং তাঁর খ্রীষ্টের পরাক্রম বাস্তবায়িত হবে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১০)।

পর্দা উন্মোচন করে সখরিয় যা দেখলেন, তা লোকদের কাছে প্রকাশ করলেন। এতে ছিল বাহিনীগণের সদাপ্রভুর ত্রিত্ব প্রত্যাদেশ, এবং যাঁকে তিনি "পক্ষসমর্থনকারী" বলেছেন, সেই মশীহের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় প্রেম ও পরাক্রমযুক্ত আগমনের স্বরূপ। এ ছাড়াও তাঁর নজরে এলো পবিত্র আত্মা ও আগামী অলৌকিক নানা ঘটনা, যেগুলো যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অংশ হবে।

পঞ্চম দর্শন ঃ স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ, যার ওপরে তৈলাধার (৪:১-৭)

এই দর্শনে পর্দার সামনে সমস্যাটি ছিল নির্বাসিত ইহূদিদের হীন মনোবলের অবদান, যাদের প্রতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা সারাবিশ্বে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেয়। যেহেতু সারা বিশ্বের জন্য এই লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য পেয়েছিল, সুতরাং বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করা ও বিশ্বের সকলের কাছে বাক্য পৌঁছিয়ে দেওয়া তাদের কর্তব্য ছিল। মন্দিরের টুকরো টুকরো পাথর, নগর, তাদের জাতি, এবং তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবন তাদের জানিয়ে দিলো যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আদর্শ বা শিক্ষক হিসেবে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

অসুস্থতা, হতাশা অথবা আধ্যাত্মিক অন্য কোন পরাজয়ের মাধ্যমে আপনি কি কখনও আধ্যাত্মিক খরা অনুভব করেছেন, যখন দিয়াবল আপনার বিপক্ষে এই সমস্ত অভিযোগ তুলে ধরেছে? আপনাকে অরক্ষিত পেয়ে সে কি আপনাকে ফিস্ ফিস্ স্বরে বলেছেঃ "সারা বিশ্বের সামনে তোমার আদর্শ থাকা উচিত - পৃথিবীর লবণ ও জগতের দীপ্তি?"

যখন সখরিয় পর্দা সরালেন, তিনি পবিত্র আত্মাকে দেখতে পেলেন, যিনি তৈলাধারের প্রতীক ঃ "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন" (৪:৬)। এই দর্শন তাদের নিশ্চয়তা দিলো যে পবিত্র আত্মার পরাক্রমের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর আহ্বান অনুসারে তাদের যোগ্যতা দেবেন, এবং তাঁর আহ্বান অনুসারে তাদের করণীয় শক্তি যোগাবেন। এখানে যোয়েল ভাববাদির মত পেন্টিকস্টের অলৌকিক দিন সম্পর্কে এক চমকপ্রদ ভাববাণী সখরিয় আমাদের জন্য রাখলেন।

ষষ্ঠ দর্শন ঃ উড্ডীয়মান পাণ্ডু লিপি (৫:১-৪)

এই দর্শনে পর্দার সামনে আলোকিত সমস্যা এই প্রকার ছিল যে প্রত্যাবর্তিত নির্বাসিতেরা সমস্যায় ও মন্দ পরাক্রমে জর্জরিত হয়েছিল। যখন সময় মন্দ যায়, এবং পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি, স্বচ্ছন্দে থাকা যায়, যদিও তা মূর্খতা, তখন মন্দের ভীতিজনক পরাক্রমে আমাদের ভরাডুবি হতে পারে। এই বদ্ধ সংস্কার ও মন্দতার ভয়ানক পরাক্রমী নিপীড়ন ঈশ্বরের লোকদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিল যে উত্তম ও ঈশ্বরের শক্তিগুলি মন্দ শক্তিগুলির ভীতিজনক পরাক্রমের ওপরে কখনও বিজয়ী হবে না।

দর্শনাচ্ছন্ন সখরিয় যখন পুনরায় পর্দা সরালেন, পর্দার পেছন দিকের দৃশ্য তিনি নিজে দেখলেন ও লোকদের দেখিয়ে তাঁর প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু মন্দ শক্তি গুলির ওপরে বিজয়ী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের লোকদের যোগ্য করে তুলতে সক্ষম। সখরিয়ের দর্শন অনুসারে ঈশ্বর তাঁর গৌরব রক্ষার্থে, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিয়ন্ত্রণ করেন, সীমাবদ্ধতা রাখেন ও কোন প্রকারে মন্দ বিষয় কাজে লাগান। যদিও মন্দ বিষয়ের মধ্যে উত্তম একেবারে নেই, তবুও মঙ্গল আনয়নের জন্য ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনায় মন্দ সংযুক্ত রাখেন, যেখানে তাঁর প্রজারা যুক্ত থাকে (যিশাইয় ৪৫:৭;রোমীয় ৮:২৮)।

সপ্তম দর্শন ঃ ঝুড়ির মধ্যে বসে থাকা এক স্ত্রীলোক (৫:৫-১১)

পর্দার সামনে সখরিয়ের দ্বারা প্রদর্শিত সমস্যাটি এই দর্শনে পৃথিবীর হাটে-বাজারে অসৎ আচরণের দৃশ্য দেখায়। সখরিয় পর্দা সরিয়ে সত্য প্রকাশ করলেন, যেখানে পৃথিবীর বাজারে অসাধুতাকে বাহিনীগণের সদাপ্রভু সীমাবদ্ধ করবেন, এবং অবশেষে তাঁর দ্বারা এই দুর্নীতির সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।

যদিও এই পৃথিবীর সকল মন্দ বিষয় আমরা বুঝতে পারি না, তথাপি ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনার্থে ও নিজেকে গৌরবান্বিত করতে মন্দ বিষয় ব্যবহার করেন। যেমন এক মণিকার বিছানো কালো রংয়ের মখমলের ওপরে তাঁর হীরে জহরতের প্রদর্শনী রাখেন, তেমনি ঈশ্বর তাঁর নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করতে এই পৃথিবীর হাটে বাজারে কালো রংয়ের মন্দ পটভূমিকা রাখেন। তাঁর লোকদের ক্ষমা দিয়ে ও বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তিনি সেই প্রেম দেখালেন, এবং পরিত্রাণের মাধ্যমে তা প্রদর্শিত হবে, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাব, এবং তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।

অষ্টম দর্শন ঃ চারটি রথ (৬:১-৮)

এই দর্শনে সখরিয় যে সমস্যার প্রতি আলোকপাত করলেন, সেটা হলো, ঈশ্বরের

ভীত ও হতাশাগ্রস্ত প্রজাদের সঞ্জীবিত করা হলো, কেননা মানবীয় সরকার এত দুর্নীতিগ্রস্ত যে ঈশ্বরের লোকেরা এই সরকারের প্রতি বিশ্বাস হারালো। বর্তমানে সারা বিশ্বে এত বেশি কর্মী ছাঁটাই ও মানবীয় সরকারের রাজনীতি দুর্নীতিময় যে সৎ মানুষ জনেরা রাজনৈতিক কর্মধারায় ও তাদের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা ও নিশ্চয়তা হারিয়েছে।

পর্দার পশ্চাতে সখরিয়ের দর্শন মীখা ভাববাদী কথিত বাণীর অনুরূপ। কেবল ঈশ্বরের রাজ্যে সরকারের বিশুদ্ধ আকৃতি থাকবে। যত দিন না রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রাজত্ব করেন, তত দিন পর্যন্ত কোন সরকার আসবে না, যা দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে, ইতিমধ্যে প্রদর্শিত দুটি দর্শনে ঈশ্বরই সর্বেসর্বা। বাহিনীগণের সদাপ্রভু সর্বময় কতৃপক্ষ। ঈশ্বরীয় রাজ্যের সরকার রয়েছে, এবং এই সরকার অত্যন্ত মজবুত হবে, এবং নির্ভেজাল সামঞ্জস্যে সংগঠিত থাকবে।

মুক্তিদাতা-সম্বন্ধীয় সখরিয়ের ভাববাণী

ঈশ্বরের প্রজাদের অনেক নেতা মশীহ নামে উদ্ধার কর্তায় বিশ্বাস করে নি, এবং বিশ্বাসীদের কাছে এঁরা হতাশাব্যঞ্জক হলেন। মুক্তিদাতা সম্বন্ধীয় সখরিয়ের ভাববাণীগুলি দেখালো যে অবশেষে রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুকে ঈশ্বর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যিনি তাঁর সহস্র বৎসর রাজত্বকালে ভাববাদী, যাজক ও রাজার সম্পাদিত কর্ম একত্রিত করবেন।

মুক্তিদাতা সম্বন্ধীয় সখরিয় কথিত ভাববাণীগুলির কয়েকটি ভাববাণী মশীহের প্রথম আগমন সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ (৩:৮; ৯:৯, ১৬; ১১:১১-১৩; ১২:১০; ১৩:১, ৬)। মুক্তিদাতা সম্বন্ধীয় সখরিয় কথিত ভাববাণী গুলির কয়েকটি উদাহরণ মশীহের দ্বিতীয় আগমনের নিদর্শন ঃ (৬:১২; ৮:২০-২৩; ১৪:১-৯)। সখরিয় দ্বারা প্রদত্ত এই পদগুলির একটি পদে ইহূদিদের আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তন ভাববাণী মূলক ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে গোঁড়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন, পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই ভাববাণী আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছে, এবং শেষ দিনগুলিতে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে (৮:২০-২৩)।

দ্বাদশ অধ্যায়

মালাখির ভাববাণী

সাম্প্রতিক বৎসর গুলিতে উত্তর আমেরিকায় আধ্যাত্মিক নেতাগণ নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন, যাঁরা তাঁদের নৈতিক ও আত্মিক ব্যর্থতা জানতে সমর্থ হয়েছেন। পুরাতন নিয়মের

শেষ পুস্তকে আধ্যাত্মিক নেতাদের জন্য সংবাদ রয়েছে। হোশেয় সঠিক নিরীক্ষণ করলেন ঃ "যেমন প্রজা তেমনি যাজক" (হোশেয় ৪:৯)। এই বাণী এক আধ্যাত্মিক নেতার পতন দেখায়, যা ঈশ্বরের প্রজাদের প্রতি, ঈশ্বরের কর্মের উদ্দেশ্যে, এবং ঈশ্বরের গৌরবার্থে অত্যন্ত হানিকর। এক আধ্যাত্মিক নেতার পতন-সম্বন্ধীয় শব-ব্যবচ্ছেদ মালাখি উপস্থাপিত করলেন। যাঁরা ঈশ্বরের প্রজাদের পরিচালনা দেন, তাঁদের দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য, যেন এই প্রজাদের অচলাবস্থা প্রতিরোধ করতে, এবং পতিত দশায় ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে নেতাগণ তাদের শিক্ষা দেন।

একশো বছরের মধ্যে হগয় ও সখরিয়কে, এবং প্রায় দশ বছর পরে নহিমিয়ের পরিচর্যাকে মালাখি অনুসরণ করলেন। নহিমিয়ের মত তিনি একই সমস্যা গুলির মোকাবিলা করলেন, যেমন ঃ ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভ্রষ্টাচার ও যাজকদের দুর্নীতি (নহিমিয় ১৩:২৩-২৫)। যেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত যাজকের উদ্দেশ্যে ঐ সকল সমস্যা আরোপ করে তিনি অন্যান্য ভাববাদির সঙ্গে ঐক্যমত হলেন, সুতরাং ঐ যাজকদের উদ্দেশ্যে তাঁর অধিকাংশ বাণীতে তিনি বললেন, যাঁরা যিহূদার লোকদের পক্ষে আধ্যাত্মিক মেষপালক ছিলেন।

এই সাহসী ভাববাদী যাজকদের দায়ী করলেন, যাঁরা ঈশ্বরের পথ ত্যাগ করলেন, ঈশ্বরের বাধ্য রইলেন না, তাদের দুষ্টতাময় পরামর্শ শুনে অনেকে পাপ করলো, সমস্ত প্রজাদের চোখে যাজকদের আচরণ লজ্জাজনক হলো, এবং "তাহারা পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, এবং অনেককে উছোট খাওয়াইয়াছে" (২:৭-৯)।

এই ভাববাদিদের সময়ে ঈশ্বরের প্রজারা আবেগের বশবর্তী ছিল, ধর্মের মুখোশ পরে তারা চলাফেরা করতো, কিন্তু তাদের জীবন ছিল অন্তঃসারশূন্য। এছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের বাস্তবতা তারা অস্বীকার করলো। আধ্যাত্মিকতায় তারা ছিল শীতল, এবং তাদের এত উদাসীনতা ছিল যে এই দুর্দশা ঈশ্বর ভক্ত ভাববাদীকে অত্যন্ত বেদনা দিলো। মালাখির ভাববাণী যিহূদার লোকদের পক্ষে আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশ্যে এক চেতনা-বাক্য ছিল, যাঁরা ছিলেন প্রাণহীন আকৃতিবিশিষ্ট, এ যেন এক মৃতদেহ বর্ণনা করার সঙ্গে তুলনীয়।

পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী সখরিয় বা হগয়ের মত কোন ভাববাণী প্রচার করলেন না, মন্দির নির্মাণ করতে যাঁরা ঈশ্বরের প্রজাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় ও বাণীর বোঝা ছিল যে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক রাখতে চাইলেন, কিন্তু যাজকেরা ও যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরকে জানতে ও তাঁকে প্রেম করতে আগ্রহী ছিল না। হোশেয়ের মত মালাখি বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বরের প্রজারা এই পৃথিবীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক ব্যভিচারে জড়িত রইল।

যখন পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্ট ইফিষ নগরের প্রথম মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পত্র লিখলেন, ভর্ৎসনা-বাণীতে তিনি তাদের বললেন ঃ "তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ" (প্রকাশিত বাক্য ২:৪)। ঈশ্বরভক্ত এই ভাববাণী দ্বারা সমস্যাযুক্ত-বাধাতে বলা হলো, যিহূদার লোকেরা, বিশেষত; তাদের যাজকেরা তাদের প্রথম প্রেম, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে, এবং তারা পাপময় জীবন যাপন করছিল।

নিম্নলিখিত চমৎকার শব্দগুচ্ছ সহযোগে মালাখির ভাববাণী শুরু হলো ঃ "মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যরূপ ভাববাণী। আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন" (১:১, ২)। তারা যখন বাইবেল পড়লো, অনেকে ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে পড়বার আশা রাখলো, যতক্ষণ না নূতন নিয়মে এসে পৌঁছলো। বিশেষত পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশ তাদের চোখে পড়লো। ভাববাণী গুলিতে ঈশ্বরের প্রেমের বিষয় খুঁজে পেতে তারা আদৌ আশা রাখে নি। যিরমিয়ের বিলাপ, এবং হোশেয়, যোনা ও মালাখি পুস্তকে ভাববাণী মূলক লেখনী গুলির মূলভাব আসলে ঈশ্বরের প্রেম।

পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত ঈশ্বরের এই লোকেদের অনুসারে ঈশ্বর যে প্রেমে তাঁর প্রজাদের প্রেম করলেন, তা এক ইতিবাচক ভূমিকার দ্বারা জয় করা হয় নি, অথবা কোন এক নেতিবাচক ভূমিকার দ্বারা তা হারিয়ে যায় নি। মালাখির ভাববাণীর বোঝা ছিল যে, ঈশ্বর যিহূদার যাজকদের এবং লোকদের প্রেম করলেন। যেহেতু মালাখি তাঁর হৃদয়ের বোঝা জানালেন, তিনি সেই লোকদের সঙ্গে যোগ দিলেন, যাদের সম্বন্ধে আমি উল্লেখ ও ঘোষণা করলাম যে ঈশ্বর যে কোন ভাবে ও নিঃশর্তে তাঁর প্রজাদের প্রেম করলেন, এবং তিনি তাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রাখতে চাইলেন।

যদিও ঈশ্বরের প্রেম শর্তহীন, যেহেতু তাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি শীতল ছিল, এবং তারা পাপে জীবন যাপন করছিল, সুতরাং মালাখি প্রচার করলেন, যাজকেরা ও যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরের প্রেমিক হৃদয়ে আঘাত করছিল। স্বধর্মত্যাগী, শীতল অন্তর বিশিষ্ট, পাপময় যাজক ও যিহূদার লোকদের কাছে মালাখিকে তাঁর বোঝা দেখাতে হলো যে কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হলো, এবং কীভাবে সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হতে পারে। যাজকদের ও তাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগানো মালাখির ভাববাণীমূলক মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, যারা চরাণী দেবার জন্য দায়বদ্ধ ছিল।

মালাখির আক্ষরিক আকৃতি

মালাখি এক আক্ষরিক আকৃতি ব্যবহার করলেন, যা হবক্কূকের আকৃতি ও চাতুরীর অত্যন্ত অনুরূপ ছিল। যদি আপনারা পিতামাতা হিসেবে এক বিদ্রোহী কিশোর

বা কিশোরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে মালাখির আকৃতিকে আপনি প্রশংসিত করবেন, যে আকৃতি বা ধরনের সাহায্যে ঈশ্বরের লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-দত্ত বাণী দিতে পারলেন। হবক্কূক দ্বারা পছন্দসই আক্ষরিক আকৃতির মত মালাখির আক্ষরিক আকৃতিকে আপনি আক্ষরিক "সভাস্থল" বা বিতর্ক বলতে পারেন।

মালাখি তাঁর ভাববাণী অনুযায়ী অভিযোগ আনতে চাইলেন, যেখানে যাজকদের ও যিহূদার লোকদের তিনি জানালেন কীভাবে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। যখনই তিনি এই অভিযোগ আনলেন, ঈশ্বরের লোকেরা অভিযোগ অস্বীকার করলো, এবং অল্প বয়সী বালক বালিকা যেমন তাদের পিতামাতার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়, তেমনি ওরাও শুধালো, "আমি কি অপরাধী?" অথবা "কখন্ আমরা এই কাজ করলাম?" ভাববাদী আরোপ করলেন, ঈশ্বর এই অভিযোগগুলি জানাচ্ছেন। লোকেরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলো, এবং এই বিশ্বস্ত ভাববাদির মাধ্যমে তাদের স্বর্গীয় পিতার আরোপিত অভিযোগ গুলির কঠিন বাস্তবতা মেনে নিতে চাইলো না।

এই কথোপকথনের সাতটি উদাহরণ রয়েছে, যেগুলি আক্ষরিক সভাস্থল এবং এই পুস্তকের রূপরেখা। বাইবেল সম্পর্কে এক চমৎকার অধ্যাপক, যিনি এই কথোপকথনের সাতটি উদাহরণ সম্বন্ধে বলেছেন "ঈশ্বরের প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত শীতল হৃদয়ের সাতটি ফিস্ ফিস্ আলাপ।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঈশ্বরের প্রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত শীতল হৃদয়ের সাতটি ফিস্ ফিস্ আলাপ

একটি ঘোষণার মাধ্যমে মালাখি তাঁর ভাববাণী শুরু করলেন ঃ "মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যরূপ ভাববাণী। আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তুমি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ?" এই কথার প্রত্যুত্তরে যিহূদার লোকদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ভাববাদী জানালেন।

সম্পর্কিত প্রত্যেক প্রেমে দুটো আকৃতি রয়েছে। এই দুটি আকৃতি হলো প্রেম দেওয়া ও নেওয়া। এক অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন এখানে আরোপিত হয়েছে। প্রশ্নটি ঃ "যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন, যেমন একদা ছিসেন, তাহলে কে সরে গিয়েছে?" অথবা "যদি ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার প্রেম সম্পর্ক নেই, কিন্তু এক সময় এই সম্পর্ক ছিল, তাহলে

প্রেম করা থেকে কে বিরত রইল?" যখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে আমরা সন্দেহ করি, এর মানে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমে কিছু গলদ রয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে, যে নেতাগণ সহস্র বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের লোকদের লালন পালন করেছেন, তাঁরা চিত্রিত হয়েছেন, যেখানে স্বর্গে এক বৃহৎ সিংহাসনের চারপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসনে চবিবশ জন প্রাচীন উপবিষ্ট আছেন। এই প্রাচীনদের সম্পর্কে বর্ণনা আছে, তাঁরা শুভ্র পোশাক পরিহিত ও তাঁদের মস্তক স্বর্ণমুকুটে শোভিত। লেখা আছে ঃ "তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বাণী ও সুগন্ধী ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল" (প্রকাশিত বাক্য ৪:৪; ৫:৮)।

এই প্রাচীনগণের শুভ্র পোশাক তাঁদের নৈতিক শুদ্ধতার প্রতীক, অথবা তাঁরা আসলে শেষ পর্যন্ত সুন্দররূপে দৌড়েছেন। তাঁদের স্বর্ণময় মুকুট তাঁদের বিশ্বাসযুক্ত আধ্যাত্মিক বিজয়গুলির নিদর্শন। আমাদের বলা হলো যে সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ তাঁদের স্বর্ণময় পাত্রগুলি তাঁদের জন্য ঈশ্বরের লোকদের প্রার্থনা, এবং প্রত্যেক প্রাচীনের হস্তে ধরা বীণা জানায় যে তাঁরা আরাধনাকারী।

যেহেতু বিকৃত আধ্যাত্মিক নেতাদের উদ্দেশ্যে মালাখি প্রাথমিকভাবে তাঁর ভাববাণী দিলেন, যাঁদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি শীতল হয়েছিল, এই আধ্যাত্মিক নেতাদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, স্বধর্ম ত্যাগে তাঁদের ক্রমোন্নতি শুরু হলো, যখন "তাঁরা তাঁদের বীণাগুলি হারালেন"। ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক নেতাদের শীতলতা বৃদ্ধির ভীতিজনক পরিণতি সম্বন্ধে ভাববাদী অত্যধিক ভারগ্রস্ত ছিলেন। আধ্যাত্মিক নেতাগণ, যাঁদের কোন নিভৃত ভক্তিমূলক জীবন ছিল না, অথবা "যাঁরা তাঁদের বীণাগুলি যথাস্থানে রাখেন নি," মালাখির ভাববাণী অনুসারে তাঁরা কার্যত সব কিছু হারাবেন।

ঈশ্বরের লোকেরা কিভাবে আধ্যাত্মিক শবে পরিণত হন? মালাখির মতানুসারে এই মারাত্মক কার্যধারা শুরু হয়, যখন আধ্যাত্মিক নেতা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতি ঈশ্বরের প্রেমে সন্দেহ পোষণ করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেমের নিয়মিত, ভক্তিমূলক বহিঃপ্রকাশে অবহেলা দেখান। এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেক বিশ্বাসীর প্রতি প্রযোজ্য হয়, কেবল তাদের আধ্যাত্মিক নেতাগণ নিষ্ক্রিয় হন না।

দ্বিতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ ঈশ্বরের নাম অবজ্ঞা করা (১:৬-২:৪)

মালাখির মাধ্যমে ঈশ্বরের পরবর্তী অভিযোগ ঈশ্বরের প্রতি বৃদ্ধিমান শীতল হৃদয়ের দ্বিতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দ ব্যক্ত করে। অনিবার্যভাবে, দ্বিতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনা যায়, যখন আধ্যাত্মিক নেতা বা বিশ্বাসী ঈশ্বরের নাম অবজ্ঞা করেন। অস্বীকৃত বাক্য দ্বারা কথোপকথন অব্যাহত থাকে, যথা ঃ "আমরা কখন্ ঈশ্বরের নাম অবজ্ঞা করলাম?"

জবাব আসে ঃ "যখনই তোমরা বলো, 'সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ো না'।"

এই যাজকদের উদ্দেশ্যে মালাখি বলছেন ঃ "যখন তোমরা গ্রহণ করো, এবং পরে রোগাক্রান্ত, অন্ধ ও খঞ্জ পশু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করো, সেটা কি ঈশ্বরের নামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ নয়?" মালাখির বিভিন্ন সংবাদের মধ্যে এক তীব্রতম সংবাদে ঈশ্বরের পক্ষে এই যাজকদের উদ্দেশ্যে মালাখি ঘোষণা করলেন ঃ "দেখ, আমি ..... তোমাদের মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসব সকলের বিষ্ঠা ছড়াইব, এবং লোকেরা তাহার সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাইবে" (২:৩)। মালাখি তারস্বরে বললেন ঃ "ওহো, যদি তোমাদের মধ্যে এক যাজক থাকতেন, যিনি দ্বার রুদ্ধ করতেন, এবং এই প্রকারের উৎসর্গ অগ্রাহ্য করতেন!" (১:১০)।

ঈশ্বরের নাম সুগন্ধের প্রতীক, যাঁর দ্বারা মহান্ ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। বাইবেলে উক্ত ঈশ্বরের নাম গুলি যত্নপূর্বক অধ্যয়ন আসলে ঈশ্বরের স্বভাব ও সৌরভ সম্বন্ধে অধ্যয়ন। দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞা আমাদের চেতনা দেয়, আমরা যেন ঈশ্বরের নাম অনর্থক উচ্চারণ না করি (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। এই আদেশ তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাতে নিষেধ করে না, কিন্তু ভীতিহীন আরাধনায় কখনও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করতে আদেশ দেয়, কেননা তিনি ঈশ্বর, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাঁর নাম স্মরণ করা উচিত। যীশু যখন স্বর্গীয় পিতা রূপে ঈশ্বরকে সম্বোধন করার পরে তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শেখালেন, তিনি তাঁদের শিক্ষা দিলেন, প্রথম আবেদনে তোমরা বলবে ঃ "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" (মথি ৬:৯)।

যখন যিহূদার লোকেরা এই ধরনের নিকৃষ্ট বলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছিল, এই উৎসর্গ যাজকগণ গ্রহণ করলেন, এবং ঈশ্বরের লোকেরা এই প্রকার নৈবেদ্য দিলেন, তখন তাঁরা ঈশ্বরের নাম নিন্দিত করলেন। তাঁরা বক্তব্য রাখলেন, যে কোন মূল্যবান বস্তু ঈশ্বরকে দান করা উপযুক্ত নয়। আমাদের ধনাধ্যক্ষতাও প্রকাশ করে, আমাদের চিন্তা অনুসারে ঈশ্বর সর্বমহান্, তথাপি আমাদের উৎসর্গ তাঁর প্রাপ্য। মালাখির মতানুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধিমান শীতল অন্তঃকরণের দ্বিতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দ হলো ঈশ্বরের নাম নিন্দিত করা।

অন্তরের ফিস্ ফিস্ শব্দ গুলিতে আপনি কি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন?

ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার কি ব্যক্তিগত, গুপ্ত, ঘনিষ্ঠ, আরাধনা ও প্রেম-সম্পর্ক আছে? আপনার আরাধনা দ্বারা আপনি কি প্রমাণ দেন যে আপনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন, এবং তাঁর পরিচয় ও প্রাপ্য সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা জানান?

তৃতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে যাওয়া প্রতিশ্রুতি (১:১৩)

যখন এক আধ্যাত্মিক নেতা অথবা নিবেদিত এক বিশ্বাসী ব্যক্তিগত আরাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম-সম্পর্ক আর ব্যক্ত করেন না, এবং কাজকর্ম দ্বারা তিনি দেখান যে তিনি ঈশ্বরের সুনাম ও পরিচয়ের অবমাননা করেন, তখন তাঁর অন্তরের দ্বিতীয় ফিস্ ফিস্ শব্দে তিনি বলেন, ঈশ্বরের কাজ করা খুব মুশকিল। মালাখি তাঁর এই বক্তব্যে যাজকদের জন্য অন্য এক প্রশ্ন সূক্ষ্ম রূপে আরোপ করেছেন। প্রশ্নটি হলো ঃ "তোমরা কি আধ্যাত্মিক কর্মব্যস্ত, অথবা প্ররোচিত?" তিনি এখন যাজকদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন, যাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করেন, এবং অভিযোগ আনেন যে ঈশ্বরের কাজ অত্যন্ত কঠিন, তাঁদের কাছে তাঁর প্রশ্ন ঃ "ঈশ্বরের কাজ কি সত্যি অত্যন্ত কঠিন, অথবা তোমরা প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করেছ ও সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে আর প্রেম করছো না?"

এখন আমি ঐ দুটি শব্দ আপনার মনে ধরিয়ে দিতে চাই, হগয়ের ভাববাণীর যেখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, এবং যে শব্দদ্বয় বাইবেলের সর্বত্র দেখা গেল ঃ "প্রথম ঈশ্বর!" আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত আমাদের চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, আমরা যেন প্রথমে ঈশ্বরকে স্থান দিই, এবং কেবল তাঁর আরাধনা করি। যখন কোন আধ্যাত্মিক নেতা বিভক্ত হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন, অল্প দিনের মধ্যে তিনি জানতে পারেন ঈশ্বরের কাজ সুকঠিন। পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ হলো আধ্যাত্মিক নেতা, অথবা ঈশ্বর ভক্ত মানুষ। যিনি পূর্ণ সমর্পণ বিনা ঈশ্বরের সেবা করেন, এবং ঈশ্বরের পরিচর্যা কর্মে রত থাকেন। বাইবেল জুড়ে এই সত্যের অনিবার্য উপাদান লক্ষ্য করুন ঃ "যদি আপনার জন্য ঈশ্বর কেউ হন, তাহলে আপনার জন্য ঈশ্বরই সর্বেসর্বা।" কর্মিল পর্বত থেকে ঈশ্বরের লোকদের উদ্দেশ্যে এলিয়ের প্রশ্নবাচক চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করুন ঃ তোমরা কতকাল দুটি মনোভাবের মাঝে বিদীর্ণ থাকবে? যদি সদাপ্রভু ঈশ্বর হন, তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো; যদি বাল ঈশ্বর হন, তোমরা তাঁর অনুসারী হও।" "আমি জানি তোমার কার্য্য সকল, তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি" (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৫, ১৬)।

যাকোব আমাদের বলেছেন, দ্বিমনা মানুষ তার সকল পথে অস্থির। ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি, যীশু শিক্ষা দিলেন, একমনা মানুষ অথবা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রগামী মানুষ এমন জীবন যাপন করে, যা আনন্দে পরিপূর্ণ, যেখানে "আধ্যাত্মিক জোড়া দর্শন" মহা তমশায় বা নিরানন্দে চালিত করে" (মথি ৬:২২, ২৩)। ঈশ্বরের বাক্য শাস্ত্রীয় বচনে পরিপূর্ণ, যা অবিভক্ত অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের সেবায় আমাদের নিয়ে যায়।

এক যাজকের সংক্ষিপ্ত জীবনী (২:৫-৯)

এবারে মালাখি পূর্বসূত্র ধরে কথা বলা শুরু করলেন, যেখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারটি অভিযোগে ঈশ্বরের সত্যিকার এক যাজক বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে তিনি জোরালো বক্তব্য রাখলেন। আসলে তিনি শব্দমালার উদ্ধৃতি দিলেন, যা লেবি সম্বন্ধে মোশির দ্বারা কথিত বাক্য, যিনি যাজকদের পিতা। "তাহার মুখে সত্যের ব্যবস্থা ছিল ও তাহার ওষ্ঠাধরে অন্যায় পাওয়া যাইত না; সে শান্তিতে ও সরলতায় আমার সহিত গমনাগমন করিত, এবং অনেককে অপরাধ হইতে ফিরাইত" (মালাখি ২:৬;২ বিবরণ ৩৩:১০)।

যে সমস্ত পুরোহিত বহু বৎসর যাবৎ অসাধারণভাবে সমর্পিত পরিচর্যার কাজ করেছেন, কোন কোন মণ্ডলী মোশি ও মালাখির এই কথাগুলি প্রস্তর ফলকে খোদিত করেছে ও গির্জাঘরের প্রকাশ্য স্থানে রেখেছে, যেন আগামী প্রজন্ম বার্তাগুলি পড়তে পারে।

মালাখি বর্ণিত এক যাজকের আত্ম জীবনী অবিরত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ "পুরোহিতদের অধর থেকে ঈশ্বরের জ্ঞান প্লাবিত হওয়া আবশ্যক, যেন লোকেরা ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা শিখতে পারে। যাজকেরা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বার্তাবহ, এবং লোকেরা যেন নির্দেশনা জানতে তাঁদের কাছে আসে" (৭পদ)। এবারে এক যাজকের কেমন হওয়া উচিত, তার বিপরীত নমুনা মালাখি দেখালেন, যাঁরা শীতল-হৃদয় বিশিষ্ট, স্বপক্ষ ত্যাগী, দুর্নীতিগ্রস্ত, যাঁদের উদ্দেশ্যে এই ভাববাণীর অধিকাংশ স্থান থেকে তিনি চতুর্থ অভিযোগ তুলে ধরলেন।

চতুর্থ ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ বিবাহ বিষয়ক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ (২:১০-১৬)

যখন একমাত্র ও পবিত্র ঈশ্বরের প্রতি যাজকেরা ও যিহূদার লোকেরা সরাসরি আপস করলো, প্রায় একই সময়ে তারা তাদের বিবাহিত জীবনে সমান্তরালভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এই শীতল-হৃদয় বিশিষ্ট মানুষ জনদের ধারাবাহিক যুক্তি বুঝতে চেষ্টা করুন। যখন ঈশ্বরের প্রতি সরাসরি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়, তখন মানুষের প্রতি সমান্তরাল প্রতিশ্রুতি সেঁকা রুটির চেহারা নেয়;রুটি যেমন সহজেই ছিঁড়ে যায়, আপসযুক্ত প্রতিশ্রুতি তেমনি অল্পেই ভেঙ্গে যায়।

এবারে মালাখি বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যা তুলে ধরলেন। বিবাহিতদের সন্তানদের সম্পর্কে তিনি নহিমিয়ের সঙ্গে ঐক্যমত হলেন, যা বিবাহবিচ্ছেদ মামলার পরিণতি (নহিমিয় ১৩:২৩-২৫)। যাজকদের ও যিহূদার লোকদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বিবাহ হলো ঈশ্বরের পরিকল্পিত, যেখানে সন্তানরা কাজে বেরোনোর ও নিজস্ব জীবন যাপনের আগে তাদের লালন পালনের জন্য পিতামাতারা কুড়ি বৎসর সময় ব্যয় করেন। এই কারণে ঈশ্বর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘৃণা করেন (১৫ পদ)।

শলোমন আমাদের জানিয়েছেন যে পিতামাতারা ধনুকের মত, এবং সন্তানরা তীরের মত। সন্তানরা যে পথ ধরে জীবনে প্রবেশ করে, সেই পথ তাদের পিতামাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার ওপরে নির্ভর করে। যদি আপনি মন্দ হন, এবং জানতে পারেন যে শলোমনের রূপক উপমা সেই সত্য প্রকাশ করে, যেখানে সন্তানরা পালিত হয়, এবং জীবন যাপন করতে প্রস্তুতি নেয়, তখন আপনি কী করবেন? সম্ভবতঃ আপনি ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে দিতে চেষ্টা করবেন। এই শেষ ভাববাদী জীবিত থাকাকালীন যখন প্রচার করলেন, তখন মন্দ লোকেরা এই প্রকার মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল। বিষয়টা সুস্পষ্ট যে আজকের দিনে আমাদের সংস্কৃতিতে তাঁর বক্তব্য একই ভাবে আমাদের চেতনা দিচ্ছে।

মনে রাখুন, ঈশ্বরের প্রতি বৃদ্ধিমান শীতল অন্তঃকরণ গুলির ফিস্ ফিস্ শব্দ মালাখি লিপিবদ্ধ করেছেন। যিহূদার লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি চেতনা বাণী দিচ্ছেন, ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি যখন ভঙ্গ হয়, সুতরাং অন্য লোকদের সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতি গুলিও অবিলম্বে ভেঙ্গে যাবে।

প্রাথমিক ভাবে তিনি অত্যধিক মাত্রাগুলি দেখিয়ে দিলেন, যেগুলির দ্বারা যাজকদের হৃদয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শীতল হয়েছিল, এবং এমন জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদী লোকদের উপহার গ্রহণ দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়টাকে আদর্শ আচরণ হিসেবে তাঁরা বিবেচনা করলেন। মালাখি জোরালো অভিযোগ জানালেন যে বিবাহ-বিচ্ছেদী এই লোকেরা চোখের জলে বেদি আচ্ছাদিত করলো, এবং একই সময়ে অভিযোগ জানালো যে ঈশ্বর তাদের জীবন থেকে আশীর্বাদ প্রত্যাহার করেছেন। এবারে তিনি বর্ণনা দিলেন, যিহূদার লোকেদের কাছ থেকে ঈশ্বর আশীর্বাদ তুলে নিয়েছেন, কারণ তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করণ দ্বারা তাদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাদের যৌবন থাকাকালীন স্বামীদের প্রতি স্ত্রীরা বিশ্বস্ত ছিল। বিবাহের সময় ঈশ্বরকে মাঝখানে রেখে তারা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে মৃত্যু ব্যতিরেকে চলার পথে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় তারা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবে না। মালাখির বাণী অনুসারে এই চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

পঞ্চম ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ সম্পর্কযুক্ত নীতি (২:১৭-৩:৭)

তাদের অপরাধের বেদনা নিরসন করতে সম্পর্কযুক্ত নীতি আবিষ্কার করা তাদের হারানো অখণ্ডতা ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। তাদের "নতুন নীতি" অথবা "নৈতিক সম্পর্ক" তাদের অপরাধমূলক আধ্যাত্মিক মতপার্থক্য দূর করলো, এবং দ্বিমনা ইহূদিদের নয়া সান্ত্বনা দিলো, যা তাদের পাপময় মূল্যায়ন ও জীবনযাত্রা নিয়ে বসবাস করা সম্ভব করে তুললো।

যখন আপনি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার নৈতিক সৈরতন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করেন, যা মোশিকে দেওয়া হয়েছিল, "নতুন নীতির" অথবা "সম্পর্ক যুক্ত নীতির" গভীর চিন্তা অস্বাভাবিক ঈশতত্ত্বে আপনাকে নিয়ে যায়। আমরা নৈতিক সম্পর্কের ধারণা অথবা একুশ শতাব্দীর নৈতিক কর্তব্য চিন্তা করি, যাকে বর্তমানে এক উন্নত নীতিশাস্ত্র বলা হয়। যদি আপনি পড়েন ও ভাববাদিদের ভাববাণী বিশ্বাস করেন, তাহলে জানতে পারবেন, তাঁরা সকলে নৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা বিষয়ে মালাখির সঙ্গে ঐক্যমত হয়েছেন।

মালাখি অভিযোগ আনলেন যে যাজকেরা ও যিহূদার লোকেরা বলছিল, মন্দ বিষয়ই উত্তম, অর্থাৎ মন্দ মানুষ জন সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে, এবং নীতি সম্পর্কে ঈশ্বর উদাসীন - অর্থাৎ নৈতিকতা সম্বন্ধে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেন না (২:১৭)। যদি অধ্যায়ের বিভক্তি গুলিকে আপনি পাশে রাখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের নৈতিক সম্পর্ক খণ্ডন করতে মালাখি দ্বিগুণ তর্ক জুড়ে দিয়েছেন, যারা এই ভাবে তাদের অপরাধ মোচন করছিল।

প্রথমে মালাখি মশীহের আগমন অর্থাৎ তাঁর প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন (৩:১-৬)। মালাখির প্রশ্ন ছিল ঃ "তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে; আর তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি রৌপ্য পরিষ্কারকের অগ্নিতুল্য ও রজকের ক্ষারতুল্য, তিনি ঈশ্বরের পরিচর্যা কারীদের শুচি করিবেন ও সমস্ত বস্তু পবিত্র নগরে রাখিবেন" (৩:২, ৩, ৪)।

যখন তিনি আসবেন, এই মশীহ প্রচার করবেন, ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, এবং নৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ঈশ্বর সর্বদা একই ভাবে অনুভব করেন (৩:৬)।

মালাখির যুক্তির দ্বিতীয় অংশ চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে, যা মশীহের দ্বিতীয় আবির্ভাবের আগমনে আলোকপাত করে (মালাখি ৪:১, ২; ৩:১৮)। ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় মূল ব্যবস্থা গুলির একটি ব্যবস্থা মালাখি প্রচার করছিলেন, যা বাইবেলে জোরালো ভাবে বর্ণিত হয়েছে - অর্থাৎ নৈতিকতায় ঈশ্বর উদাসীন নন;অতএব, আমরা যা বপন করি, তা চয়ন করি।

ষষ্ঠ ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ ঈশ্বরকে প্রবঞ্চিত করা (৩:৮-১২)

ঈশ্বরের প্রতি বৃদ্ধিমান শীতল হৃদয়ের পরবর্তী ফিস্ ফিস্ শব্দে মালাখি অভিযোগ আনলেন যে যাজকেরা ও যিহূদার লোকেরা ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করছে। কথোপকথন অব্যাহত থাকে, যখন লোকেরা জবাব দেয় ঃ "কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি?" প্রত্যুত্তরে তাদের বলা হলো, প্রত্যেক বার তারা ঈশ্বরকে ঠকালো, যখনই ঈশ্বরের প্রাপ্য দশমাংশ তারা দিলো না।

ইব্রীয় শব্দে ''tithe'' মানে "দশ ভাগের এক ভাগ" দশমাংশের তাৎপর্য হলো, ঈশ্বরভক্ত বিশ্বাসী জীবনে যা রোজগার করে, তার প্রথম দশ ভাগ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। বিশ্বাসীদের শেখার পক্ষে দশমাংশ এক সুযোগ ছিল, এবং পরে এক আধিক্য পরিমাণ করা হলো, যেখানে তারা "প্রথমে ঈশ্বর" নীতি অনুশীলন করছিল, যা বাইবেলের পাতায় পাতায় শেখানো হয়েছে। যখন তারা প্রতিজ্ঞাত দেশ আক্রমণ করলো, প্রথম নগরে লুণ্ঠিত সকল দ্রব্য-সামগ্রী তারা ঈশ্বরকে দিলো। এমন কি তারা তাদের প্রথমজাত পুত্রও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দিলো।

বিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা নির্দেশ দেয়, তোমরা দশমাংশ দেওয়ার পরে উপহার ও হোমবলি উৎসর্গ করো। হোমবলি সম্পর্কিত বর্ণনা প্রসঙ্গে দায়ূদ লিখলেন ঃ "আমি আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে হোমবলি উৎসর্গ করিব না" (২ শমূয়েল ২৪:২৪)। দশমাংশ প্রসঙ্গে মালাখির ধারাবাহিক তাৎপর্য হলো, তাদের যা কিছু ছিল, এবং উপার্জিত আয়ের প্রথম দশমাংশ সুস্পষ্টভাবে সদাপ্রভুর, অর্থাৎ দশমাংশ না দিয়ে ঈশ্বরের এই প্রাপ্য তারা চুরি করছিল।

একটি হৃদয়ের এই ষষ্ঠ ফিস্ ফিস্ শব্দ-প্রসঙ্গ বিবেচনা করুন, যা ঈশ্বরের প্রতি শীতলতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরে এই ভাববাদির দ্বারা লিপিবদ্ধ স্বপক্ষত্যাগে ক্রমশ অগ্রগতির সূক্ষ্মতায় আপনি শ্রদ্ধা জানাবেন। ঈশ্বরের জন্য প্রেমযুক্ত ভক্তিমূলক অভিব্যক্তি আর নেই। তাদের সক্রিয়তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক বর্ণনা দেয় না, যা তাঁর প্রাপ্য; ঈশ্বরের প্রতি তাদের চুক্তি ভঙ্গ হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে কৃত তাদের সরাসরি ত্রুটিযুক্ত অঙ্গীকারের ফলে মানুষের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়, হারানো অখণ্ডতা ফিরে পেতে নৈতিক সম্পর্ক অনুবর্তী হয়।

যখন আমরা এই প্রথম পাঁচটি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনলাম, আমরা ভাবলাম, দশমাংশ ও উপহার ধরে রাখা হলো। যেহেতু এই ষষ্ঠ ফিস্ ফিস্ শব্দ এই ধারাবাহিকতায় দেরীতে শোনা যায়, এবং ভাববাদী প্রাথমিক ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত যাজকদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ দিচ্ছেন, আমাদের সংশয় থাকে, তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যাজকগণ দশমাংশ ও উপহার অপব্যবহার করছেন।

সপ্তম ফিস্ ফিস্ শব্দ ঃ অবিশ্বাস! (৩:১৩-১৫)

একটি হৃদয়ের সপ্তম ফিস্ ফিস্ শব্দ, যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এতদিনে পুরোপুরি শীতল হলো, সেটা অবিশ্বাস। সেই বিশ্বাস জোরালো ভঙ্গীতে ব্যক্ত হলো, যখন ঈশ্বরের পক্ষে মালাখি বললেন, যাজকদের ও যিহূদার লোকদের বিরুদ্ধে তিনি সপ্তম অভিযোগ

আনলেন ঃ "তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছি? তোমরা বলিয়াছ, ঈশ্বরের সেবা করা অনর্থক; এবং তাঁহার রক্ষণীয় দ্রব্য রক্ষা করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শোকবেশে গমনাগমন করাতে আমাদের কি লাভ হইল? আমরা এখন দর্পী লোকদিগকে ধন্য বলি; হাঁ, দুষ্টাচারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়" (মালাখি ৩:১৩-১৫)।

যদিও এই যাজকেরা সদাপ্রভুতে আর বিশ্বাস করলেন না, যেহেতু যাজকত্বে তাঁদের জন্মাধিকার ছিল, সুতরাং তাঁরা যাজকত্ব ছাড়লেন না। এই ভাবে তাঁরা যাজকত্বের কাজ করতে লাগালেন। যেহেতু যিহূদার লোকদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র থেকে শিক্ষা দেওয়া তাঁদের অন্যতম কর্ম ছিল, তাহলে তাঁরা কী শিক্ষা দিলেন, যদি শাস্ত্রে তাঁদের আর বিশ্বাস ছিল না? মালাখির বক্তব্য অনুসারে তাঁরা শিক্ষা দিলেন ঃ "যারা উদ্ধত, তারা আশিসধন্য!"

যদি বাইবেলের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা, ভক্তি থাকে তাহলে আপনি জানেন, অহংকার ও দর্প ঈশ্বর কতখানি ঘৃণা করেন! অহংকার সকল পাপের জননী। তাহলে যাজকেরা কেন প্রচার করলেন ঃ "যারা উদ্ধত, তারা আশিসধন্য?" মালাখি আমাদের জানাচ্ছেন, এই যাজকেরা বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি সরে যান নি।

যখন আমরা স্পষ্ট ভাবে বাইবেল-বিরোধী প্রচার শুনি, বিস্মিত হওয়া ব্যতিরেকে আমাদের কিছু করার থাকে না, কেননা স্বপক্ষ ত্যাগ ও অবিশ্বাসের স্থানে আমরা কখন্ কিভাবে পৌঁছাই, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। মালাখির সুগভীর জবাব হলো, আমাদের এই প্রকার ঈশ্বর বিরোধী দুর্দশার সুত্রপাত হয়, যখন আমাদের হৃদয়ের ফিস্ ফিস্ শব্দে আমরা কর্ণপাত করি। এক বিশ্বাসীর অথবা এক আধ্যাত্মিক নেতার অন্তরে এই ফিস্ ফিস্ শব্দের গুঞ্জন শুনতে হয়তো দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়।

যদি গরম জলের এক পাত্রে আপনি একটি ভেক ছাড়েন, ভেক তৎক্ষণাৎ জল থেকে লাফিয়ে বের হবে। কিন্তু আপনি যদি শীতল জলে ভেক ছাড়েন ও ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়াতে থাকেন, তাহলে ভেক অচিরে পুরোপুরি সেদ্ধ হবে। মালাখির লেখনীতে সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া এই ভাবে সম্পন্ন হয়েছে - তিনি দেখিয়েছেন ধীরে অতি ধীরে - কিন্তু অন্তিম পরিণতিতে আধ্যাত্মিক নেতারা হয়েছেন দুর্নীতিগ্রস্ত, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে ব্যাপক, নৈতিক অসতর্কতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্রাতিরিক্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

শেষ বক্তৃতা (মালাখি ৩:১৬ - ৪:৪)

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করলে জানা যাবে যে তিন অধ্যায়ের পনেরো পদে মালাখির উপদেশ শেষ হয়েছে। মালাখির ভাববাণীর অবশিষ্টাংশ তাঁর শেষ বক্তৃতা। যেখানে মালাখির উল্লেখযোগ্য প্রচারে শীতল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট বিশ্বাসীদের উত্তর বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, অথবা বিশ্বাস হারিয়েছে, এবং ঈশ্বর ভয়শীল মানুষ জনেরা এই দুটি বিষয়ের কোনটাতেই নেই।

মালাখির ভাববাণী জুড়ে কল্পনার পেছনে কথা বলা যাজকদের ও যিহূদার লোকদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের জবাব আমাদের কানে এসেছে, ঈশ্বরের প্রতি যাদের শীতল ও কঠিন অন্তঃকরণ ছিল। এখন এই মনমুগ্ধকর শেষ বক্তৃতায় ঈশ্বরের নির্ভেজাল প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রেমিক উত্তর আমরা শুনতে পাব। যারা সদাপ্রভুকে ভয় ও প্রেম করলো, মালাখির মহৎ প্রচারে তারা সম্মত হলো। এরা ছিল ঈশ্বরের প্রজা, যারা তাদের প্রথম প্রেম ত্যাগ করে নি, অথবা অনুতপ্ত হলো, এবং মালাখির প্রচারের মাধ্যমে সদাপ্রভুর প্রেমে ফিরে গেল।

লেখা আছে ঃ "তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল" (মালাখি ৩:১৬)।

পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা মালাখির মিশনের উদ্দেশ্যে ছিল। মালাখি পুস্তকের উপসংহারে আমাদের বলা হয়েছে যে মালাখির উদ্দেশ্য সাফল্যের সঙ্গে সাধিত হলো, কারণ এই বচন পুনর্জাগরণের বর্ণনা দেয়।

শেষ বক্তৃতায় সত্যিকার যাজক ও ঈশ্বরের প্রজাদের উত্তরের প্রত্যুত্তরে ঈশ্বরের দিক থেকে চমৎকার এক প্রতিবেদনও লিপিবদ্ধ হয়েছে। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন মালাখি উপস্থাপিত করলেন, যেদিন ধার্মিকতা সূর্য উদিত হবেন, বিশ্বস্তদের পক্ষে যাঁর পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক, কিন্তু যাদের অন্তঃকরণ শীতল, তাদের প্রতি তিনি ভয়ানক বিচার আরোপ করবেন, মালাখির ভাববাণীতে যাদের সম্পর্কে বিস্তৃতাকারে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি তাদের বলেছেন, সেদিন তারা দেখতে পাবে নৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ঈশ্বর কতখানি সচেতন!

অন্তিম ভাববাণী (৪:৫, ৬)

এলিয় সদৃশ ভাববাদির আগমন-সংবাদ জানিয়ে মালাখি তাঁর প্রাণবন্ত প্রচার শেষ করলেন। ইনি যীশুর অগ্রগামী হলেন, এবং যীশু খ্রীষ্টের পরিচয় জানালেন। যীশু সুস্পষ্টভাবে বলবেন যে যোহন বাপ্তাইজক সেই ভাববাদী ছিলেন (মথি ১৭:৭-১৪)। পাছে কেউ বিশ্বাস করে যে যোহন বাপ্তাইজক এলিয়ের নতুন দেহে পুনর্জাত হলেন, হয়তো সেই কারণে যোহন নিজের পরিচয় অস্বীকার করলেন (যোহন ১:২১)।

মালাখি সম্ভবত এই কথা বলে তাঁর ভাববাণী শেষ করলেন ঃ "প্রায় চারশো বৎসরে নানা ঘটনা ঘটবে!" চারশো বছর নীরবতার পরে যখন এই ইহূদিদের কোন ভাববাদী ছিল না, অথবা ঈশ্বরের কোন রব তারা শুনতে পায় নি, ঐ সময় যোহন বাপ্তাইজক এলেন, এবং তিনি এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে প্রচার করলেন। যাজকেরা, আধ্যাত্মিক নেতারা ও যিহূদার লোকেরা সকল ভাববাদির মধ্যে এই মহত্তম ভাববাদির বাণী শুনতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করলো।

যখন স্বয়ং যীশু প্রচার করলেন, এই ধর্মীয় নেতারা তাদের মশীহের বাণী শোনার জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করলো। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যীশুকে প্রস্তরাঘাত করলো, কিন্তু অনেকে উচ্চস্বরে বললো ঃ "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি!" তারা তাঁকে বিশ্বাস করলো, তাঁর পদাংক অনুসরণ করলো, এবং তাঁর প্রেরিত হলো।

আপনার সঙ্গে পুরাতন নিয়ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি উপভোগ করলাম, এবং আপনার জন্য দুটি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমি ইতি টানছি ঃ (১) আপনি যা শিখেছেন, সে সম্বন্ধে আপনি কী করবেন? আপনি কী মশীহকে পাথর মেরে আপনার জীবন থেকে তাড়াবেন, অথবা তাঁকে আপনি অনুসরণ করবেন? (২) আপনি কী আমাদের সঙ্গে এই পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন চালিয়ে যাবেন, যেহেতু নূতন নিয়মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা শুরু করতে চলেছি?

The Minor Prophets :
Hosea Through Malachi
Booklet - 9
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

The Minor Prophets :
Hosea Through Malachi
Booklet - 9
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-9/2004